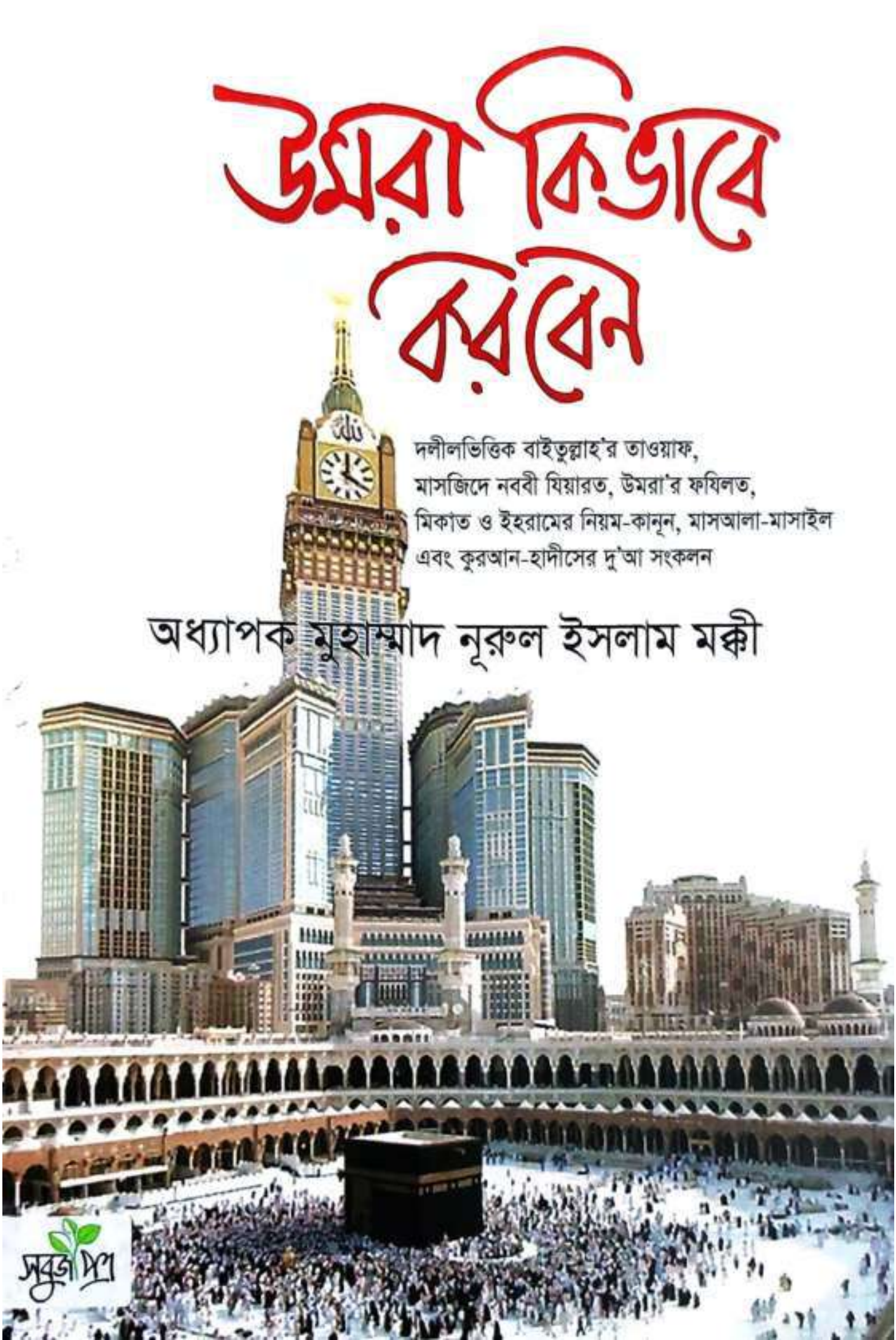
উমরা কিভাবে করবেন

দলীলভিত্তিক বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফ,
মাসজিদে নববী যিয়ারত, উমরা'র ফযিলত,
মিকাত ও ইহরামের নিয়ম-কানূন, মাসআলা-মাসাইল
এবং কুরআন-হাদীসের দু'আ সংকলন

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী



সবুজপত্র

উমরা কিভাবে করবেন

প্রণয়নে

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত এবং উস্তায
আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা

পরিমার্জনে

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ আল-মাদানী

পিএইচডি (ফিক্‌হ ও ফাতাওয়া) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
উত্তরদাতা, ইসলামী সওয়াল জওয়াব 'আপনার জিজ্ঞাসা' এন.টিভি.

সবুজপত্র

ISBN 978-984-8927-28-1

প্রকাশক
সবুজপত্র পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ফোন: ০২ ৪৭১১২৫৭৭
মোবাইল: ০১৭৫০০৩৬৭৮৭, ০১৭৭১১৪৪৭২৬ (বিকাশ-মার্চেন্ট)
বিক্রয়কেন্দ্র: ০১৭৫০০৩৬৭৯০, ০১৭৫০০৩৬৭৯২ (বাংলাবাজার)
০১৭৫০০৩৬৭৯১ (মগবাজার), ০১৭৫০০৩৬৭৯৩ (কাঁটাবন)
website: www.sobujpatro.com
e-mail: info@sobujpatro.com
facebook.com/sobujpatrobd

মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য লেখকের সাথে যোগাযোগ করুন-
মোবাইল ০১৭১১৬৯৬৯০৮ / fb.com/prof.nurulislam

স্বত্ব: লেখক

পঞ্চম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি, ২০২০
প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০১৩

প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ: মা কালার প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০
বাঁধাই: অগ্রণী পুস্তক বাঁধাই কেন্দ্র, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

মূল্য: একশত বিশ টাকা মাত্র

كَيْفَ تَعْتَمِرُ

تاليف: محمد نور الإسلام شاند مياه

الناشر: مكتبة سوبوز بترو، داكا، بنغلاديش

HOW TO PERFORM UMRAH
by Prof. Muhammad Nurul Islam Makki
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: Taka One Hundred Twenty only

মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ،

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন,

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔

'ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানুষের জন্য দুনিয়ায় প্রথম যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে তা হলো কাবা গৃহ, যা বরকতমণ্ডিত ও বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতের দিশারী' (সূরা আলে ইমরান: ৯৬)

তিনি আরো বলেন, وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ

'(এ ঘরে) হজ্জ করার জন্য মানুষকে ডাক।' (সূরা হাজ্জ: ২৭)

তাই বায়তুল্লায় তাওয়াফ করা হজ্জের জন্য যেমন ফরয, তেমনই উমরার জন্যও তা ফরয। তাইতো দেখা যায় বছরের বারো মাস দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা বান্দারা আল্লাহর ঘরে তাওয়াফ করতে থাকে। আসে তারা প্রাচ্য-প্রাতিচ্যের প্রতিটি আনাচে-কানাচে থেকে। কেউবা হজ্জে, কেউবা উমরায়। অর্থ, সময়, শ্রম বিলিয়ে দেয় ক্ষমা লাভের আশায়। আর সেই উমরা কিভাবে যথাযথভাবে আদায় করে পুণ্য হাসিল করা যায় সে উদ্দেশ্যেই আমার এ সাধনা ছোট্ট এ বইটি।

বাংলা ভাষায় এমনকি আরবীতেও যত বই এ পর্যন্ত আমার নজরে এসেছে তার প্রায় সবগুলোই হজ্জ ও উমরা উভয় বিষয়ে একত্রে লম্বা কলেবরে। সবাই জানেন, হজ্জ বছরে মাত্র পাঁচ-ছয় দিনের কাজ। আর উমরাতো বছরের প্রায় বারো মাস দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা। তাই একমাত্র ওমরাকে টার্গেট করে একটি পূর্ণাঙ্গ বই তাদের হাতে তুলে ধরা, যাতে এ বিষয়ে আদ্যোপান্ত পড়াশোনা করে একটি সহীহ উমরা আদায় করে বান্দা ঘরে ফিরতে পারে। আমাদের দেশটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আরবী চর্চা এখানে কম বলে সাধারণ ও ইংরেজি

শিক্ষিত লোকদের সংখ্যাই এদেশে বেশি। তাই আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে টার্গেট করে এ বিষয়ের মাসাইল ও বিধি-বিধানগুলো সাজিয়েছি। এরপরও আলেম সম্প্রদায় কোনো মাসআলায় সহযোগিতা নিতে চাইলে এ বই থেকে তারাও অনেক মূল্যবান খোরাক পাবেন বলে আশা রাখি। এ বইটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো মাসআলার বিশুদ্ধতা, দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা, বিশুদ্ধ হাদীসের অগ্রাধিকার, জমহুর ফকীহদের মতামতের প্রাধান্য, কুরআন ও হাদীসের কোটেশন, সহজ ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা এবং প্রশ্নোত্তর আকারে সুসজ্জিতকরণ।

উমরা পালনের মতো মহান কাজটি সম্পাদনের জন্য একমাত্র ভূখণ্ড মক্কা মুকাররামা, যে ইবাদতটির সুযোগ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আর মক্কা সংশ্লিষ্ট ইবাদতের কাজটি আমি মক্কায় বসেই আল্লাহর নামে শুরু করেছি, ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৪৩৩ হিজরীর হজ্জের সফরে গিয়ে। এর অংশবিশেষ মদীনায় বসেও করেছি। সবশেষে এতে সমাপ্তি টেনেছি দেশে ফিরে দু'হাজার বারোর ডিসেম্বরে, আলহাম্দুলিল্লাহ।'

দীর্ঘ দশ বছর মক্কা শরীফে উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে আরবী ভাষা ও তাফসীরুল কুরআন বিভাগে ছাত্র থাকার সুবাদে এবং এর পরেও কাবার দেশে যাওয়া-আসার সুযোগ হওয়ায় উমরা আদায়ে মানুষের অগণিত ভুল চোখে পড়ে। একজন মুসলিম হিসেবে এতে আমি মর্মাহত হই। তাই এ বিষয়ে মুসলিম মিল্লাতকে কিভাবে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেওয়া যায় সে চিন্তা মাথায় নিয়ে মুসলিম ভাই-বোনদের খিদমতে এ বইটি প্রণয়নে মনস্থির করি। চেষ্টা করেছি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সহজ ভাষায় বিস্তারিতভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য।

বিগত বছরগুলোতে হাজীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে শত শত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। বিশেষ করে আরবী বই-পুস্তক পাঠে

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ এবং সেখান থেকে প্রশ্ন তৈরি করে এগুলোর উত্তর পেশ করেছি। একই সাথে উমরা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার দিকেও লক্ষ্য রেখেছি। আরবী-বাংলা মিলিয়ে দুই ডজনেরও বেশি বইয়ে কম-বেশি নযর বুলিয়েছি। আল্লাহ এসব গ্রন্থকারদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন।

এরপরও যাতে কোনো ভুল না থাকে সেজন্য সহযোগিতা নিয়েছি, পাণ্ডুলিপি দেখিয়েছি এমন কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীদেরকে যারা বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহ থেকে প্রায় সর্বোচ্চ নাম্বার নিয়ে পাস করে সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়েগুলো থেকে শরী'আ বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স, পি.এইচ.ডি. বা অন্যান্য ডিগ্রি নিয়েছেন। তাছাড়া তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা টঙ্গী শাখার আলিম শ্রেণীর ছাত্র হাফেজ আবদুর রহমান মূল গ্রন্থ থেকে হাদীসের নাম্বার বের করে দিয়েছেন। আমি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আমাদের মাতাপিতাসহ তাদের ও তাদের মাতাপিতাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। আমীন।

নিষ্ঠাবান আলেমে দীন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীনকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই, যিনি বইটি প্রকাশ করে হাজারো লাখো উমরা আদায়কারী আল্লাহর মেহমানদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ করে দিলেন।

সর্বশেষে সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছে আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যেকোনো সুন্দর পরামর্শ প্রদানের জন্য আবেদন জানিয়ে শুরুর কথা এখানেই শেষ করছি।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
সভাপতি, সিরাজনগর উম্মুলকুরা আলিম মাদরাসা
পো: রাধাগঞ্জ বাজার, রায়পুরা, নরসিংদী
মোবাইল ০১৭১১৬৯৬৯০৮
ইমেইল noor715@yahoo.com

লেখক প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ

১. কুরআন কারীমের মর্মার্থ ও শব্দার্থ (৩০শ পারা)*
২. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত পদ্ধতি
৩. আরবী উচ্চারণ শিক্ষা
৪. বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ওযূ-গোসল*
৫. যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*
৬. প্রশ্নোত্তরে রমযান ও ঈদ*
৭. প্রশ্নোত্তরে হজ্জ ও উমরা
৮. প্রশ্নোত্তরে জুমু'আ ও খুৎবা*
৯. প্রশ্নোত্তরে কুরবানী ও আকীকা*
১০. শুধু আল্লাহর কাছে চাই (দোয়া-মুনাজাতের সংকলন)
১১. আধুনিক আরবী সাহিত্য (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
১২. আকীদা ও ফিক্‌হ (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী)
১৩. Dua Book in Arabi Bangali English

সম্পাদিত গ্রন্থ

১. রমযান মাসের ৩০ আসর*
২. হারাম শরীফের দেশ: ফযীলত ও আহকাম*
৩. তাওহীদ
৪. সহজ পদ্ধতিতে আরবী ভাষা শিক্ষাদান

*চিহ্নিত বইগুলো কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড থেকে প্রকাশিত।

উদ্ধৃতি নির্দেশিকা

প্রথমত: কুরআন কারীম থেকে দলীল প্রদানের ক্ষেত্রে সূরার নাম অতঃপর ডান পাশে আয়াত নাম্বার প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: হাদীস থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বাম পাশে মূল হাদীসগ্রন্থের নাম ও ডান পাশে হাদীস নাম্বার দেওয়া হয়েছে। আর এ নাম্বার প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি ও প্রকাশনা সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন নাম্বার প্রদান করায় এক প্রকাশনীর সাথে অন্য প্রকাশনীর নাম্বারের কোনো মিল থাকে না। সে জন্য আমরা অনুসরণ করেছি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত 'মাক্তাবা শামেলা' থেকে, যা অনুসরণ করে থাকেন আরব দেশসহ সারা বিশ্বের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও পাঠকবৃন্দ। এ নাম্বার অনুসারেই ইন্টারনেটে আপনারা এ হাদীসগুলো খুঁজে পাবেন। এ জন্য বাংলাদেশে প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থগুলোর সাথে উক্ত নাম্বারের একটু গড়মিল হতে পারে বলে আমরা দুঃখিত। তবে তাওহীদ পাবলিকেশন্স- ৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থের সাথে আমার দেওয়া নাম্বারের মিল খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ। প্রয়োজনে তাদের প্রকাশিত বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ দেখে নিতে পারেন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : উমরার ফযীলত / ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : উমরার ফরয ও ওয়াজিবসমূহ / ১৬

তৃতীয় অধ্যায় : মীকাত পরিচিত / ১৮

চতুর্থ অধ্যায় : ইহরাম পরিচিতি / ২০

পঞ্চম অধ্যায় : উমরা যেভাবে শুরু ও শেষ করবেন / ২৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : মীকাত সংক্রান্ত মাসআলা / ৩৬

সপ্তম অধ্যায় : ইহরামের মাসাইল / ৪২

অষ্টম অধ্যায় : ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ / ৪৯

নবম অধ্যায় : মক্কায় প্রবেশ ও করণীয় / ৫৯

দশম অধ্যায় : তাওয়াফ / ৬১

একাদশ অধ্যায় : সা'ঈ / ৭৫

দ্বাদশ অধ্যায় : চুল কাটা / ৭৮

ত্রয়োদশ অধ্যায় : উমরার মাসাইল / ৮২

চতুর্দশ অধ্যায় : বদলি উমরা / ৯০

পঞ্চদশ অধ্যায় : শিশুর উমরা / ৯৫

ষোড়শ অধ্যায় : হাজারে আস্ওয়াদ্ : ফযীলত ও বিধি-বিধান / ৯৭

সপ্তদশ অধ্যায় : যমযমের পানি / ১০১

অষ্টদশ অধ্যায় : মক্কা মুকাররামা ও মাসজিদুল হারামে ইবাদতের বিধি-বিধান / ১০৪

ঊনবিংশ অধ্যায় : বিদায়ী তাওয়াফ / ১১৬

বিংশ অধ্যায় : বিবিধ মাসআলা / ১১৮

একবিংশ অধ্যায় : মদীনা মুনাওয়ারা ও মসজিদে নববীতে ইবাদতের বিধি-বিধান / ১২০

দ্বাবিংশ অধ্যায় : কিছু গুরুত্বপূর্ণ দু'আ / ১৩১

কুরআন কারীম থেকে / ১৩১

হাদীস শরীফ থেকে / ১৩৪

দুরূদ শরীফ / ১৪২

প্রথম অধ্যায়

فَضَائِلُ الْعُمْرَةِ

উমরার ফযীলত

প্রশ্ন: ১. উমরা পালনকারীকে আল্লাহ তাআলা কী কী পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন?

উত্তর: হাদীসে এসেছে পুরস্কারগুলো হলো:

১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَلْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللّٰهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ .

'আল্লাহর পথে যারা জিহাদ করে তারা এবং হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান। যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে ডেকেছেন, আর তারা সে ডাকে সাড়া দিয়েছে– আর আল্লাহর কাছে তারা যা কিছু চাইবে, আল্লাহ তাই তাদের দিয়ে দেবেন।' (ইবনে মাজাহ: ২৮৯৩)

২. অন্য এক হাদীসে আছে,

إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ .

(হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান) ফলে তারা যদি তাকে আহ্বান করে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন, আর যদি তারা গুনাহ মাফ চায়, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন।'

(ইবনে মাজাহ: ২৮৯২)

৩. আবূ হোরাইয়া (রা). বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا .

'এক উমরা থেকে অপর উমরা পালন করার মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে হয়ে যাওয়া সকল গুনাহ এমনিতেই মাফ হয়ে যায়।'
(বুখারী: ১৭৭৩)

৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স) বলেছেন,

عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً مَعِيَ .

'রমযান মাসে উমরা করা আমার সাথে হাজ্জ করার সমতুল্য।'
(বুখারী ১৮৬৩, মুসলিম ১২৫৬)

৫. আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَجْرَ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

'যে ব্যক্তি উমরা করার জন্য বের হয়ে পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উমরা পালনরত থাকার সাওয়াব লিখে দেবেন।' (তাবরানী, মু'জামুল আওসাত: ৫/২৮২; আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন)

৬. আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

'বয়স্ক, শিশু, দুর্বল ও নারীর জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরা পালন করা।'
(নাসাঈ: ২৬২৬, আলবানীর মতে হাদীসটি সহীহ)

৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ـ

'তোমরা হজ্জ ও উমরা পালন কর। কেননা, হজ্জ ও উমরা উভয় ইবাদত দারিদ্র্য, ও পাপরাশি দূরীভূত করে, যেমনভাবে রেত স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহার মরীচিকা দূর করে দেয়।' (তিরমিযী: ৮১০, হাদীসটি হাসান সহীহ)

৮. অপর একটি হাদীস জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

أَدِيْمُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ ـ

'তোমরা হজ্জ ও উমরা পালন করতে থাক, এ দু'টো ইবাদত মানুষের দারিদ্র্য ও পাপ-পঙ্কিলতা মুছে ফেলে– যেমন রেতের ঘর্ষণে লোহার মরীচিকা সাফ হয়ে যায়। (তাবরানী, মু'জামুল আওসাত: ৪/১৩৯, আলবানী বলেন, হাদীসটি সহীহ। সিলসিলা সহীহা: ১০৮৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

فَرَائِضُ الْعُمْرَةِ وَاجِبَاتُهَا

উমরার ফরয ও ওয়াজিবসমূহ

প্রশ্ন: ২. উমরার হুকুম কী?

উত্তর: ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, উমরা করা সুন্নাত, ইমাম মালেকের একই মত। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে, উমরা করা ফরয। অর্থাৎ যার উপর হজ্জ ফরয তার উপর উমরাও ফরয।

প্রশ্ন ৩. উমরার ফরয ও ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?

উত্তর: (ক) উমরার ফরয:

কোনো কোনো ফকীহর মতে, উমরার ফরয শুধু কাবাঘর তাওয়াফ করা। কিন্তু জমহুর অর্থাৎ অধিকাংশ ফকীহর মতে, উমরার ফরয ৩টি:

১. ইহরাম করা, ২. তাওয়াফ করা, ৩. সাঈ' করা। উক্ত ফরযগুলোকে রুকনও বলা হয়ে থাকে।

খ. উমরার ওয়াজিব

১. মীকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম করা, ২. চুল কাটা।

প্রশ্ন: ৪. ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত-এর কোনো এক-দু'টা ছুটে গেলে কী হবে?

উত্তর: ফরয ছুটে গেলে উমরা বাতিল হয়ে যাবে। কোনো একটা ওয়াজিব ছুটে গেলে দম দিতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে ১টা ছাগল, ভেড়া

বা দুম্বা মক্কায় জবাই করে সেখানকার দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। দমদাতা নিজে এর গোশত খেতে পারবে না।

আর কোনো সুন্নাত ছুটে গেলে উমরার কোনো ক্ষতি হয় না।

প্রশ্ন: ৫. উমরা কখন করতে হয়?

উত্তর: বছরের যেকোনো মাস, যেকোনো দিন ও রাতে উমরা করা জায়েয।

তবে হানাফী ফকীহগণ ৫ দিন উমরা করা মাকরূহ মনে করেন। আর সেগুলো হলো– আরাফার দিন, কুরবানীর ঈদের দিন এবং আইয়্যামে তাশরীকের ৩ দিন।

তৃতীয় অধ্যায়

اَلتَّعْرِيْفُ بِالْمِيْقَاتِ

মীকাত পরিচিত

প্রশ্ন: ৬. মীকাত কী?

উত্তর: মীকাত হলো সীমা। সেটা স্থান ও সময় উভয়টিকেই শামিল করে। মীকাতে যামানী ও মীকাতে মাকানী। তবে আমরা সাধারণত মীকাত বলতে সীমানা বা স্থানই বুঝে থাকি। সে হিসেবে মীকাত হচ্ছে, বর্ডার অর্থাৎ সীমান্ত এলাকা। এটাকে বাংলায় প্রবেশদ্বারও বলা যায়। যারা হজ্জ বা উমরা পালন করতে চায় তাদের জন্য মসজিদে হারামের চার পাশে ৫টি প্রবেশদ্বার আছে। এগুলোকে শরী'আতের ভাষায় মীকাত বলা হয়। যারা হজ্জ বা উমরার নিয়ত করবে তাদের জন্য উক্ত বর্ডার বা মীকাত থেকে অথবা এর পূর্বেই ইহরাম করা ওয়াজিব। উক্ত প্রবেশদ্বারগুলো নবী (স)-এর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এগুলোর নাম হলো–

১. যুল হুলাইফা,
২. আল জুহ্ফা,
৩. কারনুল মানাযিল,
৪. ইয়ালামলাম ও
৫. যাতু ইর্ক।

নাগরিকত্বের ভিত্তিতে নয়, অবস্থানের ভিত্তিতে মীকাতের ভেতরে ও বাইরের লোকেরা ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত। আর তা হলো–

১. যারা উপরিউক্ত পাঁচটি মীকাতের বাইরে বসবাস করে তাদেরকে বলা হয়, **'আফাকী' অর্থাৎ দূর-দিগন্তের অধিবাসী**। আমরা বাংলাদেশে অবস্থানকারীরা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

২. আর যারা মীকাতের ভেতরে অবস্থান করে, কিন্তু তা মক্কা শহরের বাইরে ঐসব লোকদেরকে বলা হয়, **মধ্যবর্তী এলাকার বাসিন্দা,** চাই তারা দেশি বা বিদেশি হোক। এলাকাগুলো হলো জেদ্দা, হাদ্দা, বাহরা, জম্মুম ও উসফান।

৩. তৃতীয় প্রকার লোক হলো, যারা মক্কার পবিত্র হুদূদের সীমানার ভেতর অবস্থান করে। তাই তারা স্বদেশি বা ভিনদেশি হোক। এদেরকে বলা হয়, **মাক্কী বা মক্কাবাসী**।

প্রশ্ন: ৭. বাংলাদেশ থেকে বিমানযোগে উমরা ও হজ্জযাত্রীরা কোথা থেকে ইহরাম করবে?

উত্তর: 'কারনুল মানাযিল' নামক স্থান থেকে। আর সাগরপথে নৌযানে গেলে ইহরাম করবে **'ইয়ালাম্‌লাম'** থেকে। কেননা, এ দু'টোর গতিপথ ভিন্ন।

চতুর্থ অধ্যায়

تَعْرِيْفُ الْإِحْرَامِ

ইহরাম পরিচিতি

প্রশ্ন: ৮. ইহরাম করা অর্থ কী?

উত্তর: হজ্জ বা উমরার ইবাদতে প্রবেশের নিয়ত করাই হচ্ছে ইহরাম। সে হিসেবে প্রথমে ইহরামের কাপড় পরবে, অতঃপর নিয়ত করবে। উমরা হলে উমরার নিয়ত, আর হজ্জ করলে হজ্জের নিয়ত।

ইহরামের কাপড় পরিধান, এতদসঙ্গে নিয়ত করা– এ দু'টো কাজের একত্রীকরণের মাধ্যমে ইহরাম পূর্ণতা পায়। কেউ ইহরামের কাপড় পরল, কিন্তু নিয়ত বাকি আছে– তার ইহরাম সম্পন্ন হলো না। অতএব ইহরামের কাপড় পরে নিয়ত করলে ইহরামের কাজটি সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন: ৯. পুরুষের ইহরামের কাপড়টি কেমন?

উত্তর: চাদরের মতো দু' টুকরো কাপড়ের ১টি নিচে ও অপরটি গায়ে পরিধান করবে। সাদা রঙ উত্তম।

প্রশ্ন: ১০. মেয়েদের ইহরামের কাপড় কিরূপ হবে?

উত্তর: তারা ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক পোশাক পরে নেবে। তা যেন পুরুষের পোশাকের মতো না হয়। বিশেষ করে লাল রঙের কাপড় তখন ব্যবহার না করাই উত্তম। তাছাড়া আরও কিছু সুনির্দিষ্ট নিষিদ্ধ কাপড় মহিলাদের জন্য রয়েছে, যার আলোচনা সামনে আসবে।

প্রশ্ন: ১১. বিমান যাত্রীরা কিভাবে ইহরাম করবে?

উত্তর: ১. বাড়িতে গোসল করে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে নিতে পারেন। অথবা নিজ ঘর থেকে ইহরামের কাপড়ও পরে নিতে পারেন।

২. বিমান যখন মীকাতের কাছাকাছি পৌছে তখন বিমান থেকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় যাদের পরনে ইহরামের কাপড় আছে তারা নিয়ত করে নেবেন। আর পরনে স্বাভাবিক পোশাক থাকলে তখনই তা বদলিয়ে ইহরামের কাপড় পরে নিয়ত করে ফেলবেন।

৩. উড়োজাহাজে ঘুমিয়ে যেতে পারেন বা ভুলে যেতে পারেন অথবা বিমানে না জানানোর আশঙ্কা থাকে, এ ভয়ে কেউ যদি নিজ বাসস্থান থেকেই ইহরাম পড়ে নিয়ত করে ফেলে তবে তাও জায়েয আছে।

৪. আর যারা আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, গালফ ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সে যাবেন তারা ট্রানজিট পেসেঞ্জার হিসেবে আবুধাবী, দুবাই, দোহা, কুয়েত, বাহরাইন বা মাস্‌কাট এয়ারপোর্টে নেমে সেখানে পরিচ্ছন্নতা ও ওযূ-গোসলের কাজ সেরে ইহরাম করতে পারেন।

অথবা সেখানে শুধু ইহরামের কাপড় পরে নেবেন, অতঃপর বিমান মীকাতে আসার ঘোষণা দিলে তখন নিয়ত করতে পারেন।

৫. অন্তরে নিয়ত করবেন এবং মুখেও বলবেন,
'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাহ'।

৬. অতঃপর তালাবিয়্যা পড়তে শুরু করুন:

আর তা হলো–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ ـ

'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক্, লাব্বাইকা লা-শারীকালাকা লাব্বাইক্। ইন্নাল্ হাম্‌দা অন্নি'মাতা লাকা অল্‌মুল্‌ক্। লা-শারীকালাক্'।

অর্থ: হাজির হয়েছি হে আল্লাহ! তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আমি হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার কোনো শরীক নেই। আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও। তোমার কোনো শরীক নেই।

لَبَّيْكَ হাজির হয়েছি, اَللّٰهُمَّ হে আল্লাহ, لَا شَرِيْكَ কোনো শরীক নেই, لَكَ তোমার, إِنَّ নিশ্চয়ই, اَلْحَمْدَ সকল প্রশংসা, اَلنِّعْمَةَ নিয়ামত, اَلْمُلْكَ রাজত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়

صِفَةُ الْعُمْرَةِ

উমরা যেভাবে শুরু ও শেষ করবেন

প্রশ্ন: ১২. উমরার কাজ কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ৪টি, এগুলো হলো–

১. ইহরাম করা, ২. তাওয়াফ, ৩. সাঈ', ৪. চুল কাটা।

প্রশ্ন: ১৩. উমরা কিভাবে করব?

উত্তর: প্রথমে ইহরাম করবেন, এরপর তাওয়াফ ও সাঈ' করবেন। সবশেষে চুল কেটে নেবেন। এইতো উমরা শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সুন্নাত গোসল করে মীকাত পার হওয়ার আগেই ইহরামের কাপড় পরে নেবেন। অতঃপর ২ বা ৪ রাক'আত তাহিয়্যাতুল ওযূ বা যেকোনো নামায পড়ে নিয়ত করবেন। আর এ নামায পরতে না পারলেও ইহরাম হয়ে যায়। অতঃপর তালাবিয়্যা পাঠ করতে করতে চলতে থাকুন। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে তালবিয়্যা পাঠ ক্ষান্ত করে দেবেন।

২. অতঃপর কাবাঘরের চারপাশে ৭ বার তাওয়াফ করবেন।

৩. এরপর সাফা ও মারওয়া এ দুই পাহাড়ের মাঝে ৭ বার সাঈ' করবেন।

৪. সর্বশেষ চুল কেটে নেবেন। এভাবেই উমরার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। উমরা শেষ হয়ে গেলে ইহরাম খুলে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করবেন। নিচে আরেকটু বিস্তারিত লিখছি:

উমরা ও হজ্জের প্রথম রুকন হলো ইহরাম করা

ক. উমরা বা হজ্জের নিয়ত করার নাম হলো, ইহরাম করা।

খ. হজ্জ ও উমরা পালনকারীদের জন্য মক্কার চারপাশে রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকটি সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হজ্জ ও উমরার জন্য সেসব জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়, এ জায়গাগুলোকে বলা হয়, মীকাত।

বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ থেকে উড়োজাহাজে করে যারা জেদ্দা যায় তারা যে মীকাত অতিক্রম করে তা হলো, **'কারনুল মানাযিল'**।

উক্ত **'কারনুল মানাযিল'** অতিক্রম করার আগেই ইহরামের কাপড় পরে উমরার নিয়ত করে ফেলবেন। নিয়ত মনে মনে করবেন, আর মুখেও উচ্চারণ করবেন اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরা) কাপড় পরিধান ও নিয়ত-এ দু'টো কাজ সমাপ্ত করলে ইহরাম করা হয়ে যায়।

গ. এবার তালাবিয়্যাহ পড়তে থাকুন। তালবিয়্যা হলো,

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ. لَا شَرِيْكَ لَكَ.

মসজিদে হারামে ঢুকার পরপরই তালাবিয়্যাহ পড়া বন্ধ করে দেবেন।

ঘ. হারাম শরীফে প্রবেশের জন্য বিশেষ কোনো দু'আ নেই। অন্যান্য মসজিদে প্রবেশের সময় যে দু'আ পড়া সুন্নাত, এখানেও একই দু'আ পড়ে প্রবেশ করা সুন্নাত। মসজিদে হারামে প্রবেশকালে ডান পা আগে দিয়ে পড়ুন–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

'আমি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মানিত চেহারা ও তাঁর অনন্ত ক্ষমতার উসিলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, সালাত ও সালাম আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।'

আরবী ভালোভাবে পড়তে না পারলে কমপক্ষে শেষ বাক্যটুকু পড়ুন, **'আল্লাহুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়াবা রাহ্মাতিক্'**।

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাগুলো আমার জন্য খুলে দাও।'

ঙ. আর হারাম শরীফ থেকে বের হওয়ার সময় পড়ুন,

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ،

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

কমপক্ষে এতটুকু পড়ুন,

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ ফাদ্লিক্'।

দ্বিতীয় কাজ : তাওয়াফ

তাওয়াফ পর্যায়ক্রমে এভাবে করবেন–

১. নিয়ত করা

মনে মনে তাওয়াফের ইচ্ছা পোষণ করবেন, এরই নাম নিয়ত। নিয়ত ছাড়া তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না।

২. ইদ্‌তিবা করা

ইদতিবা হলো পুরুষদের গায়ে চাদর পরার একটি পদ্ধতি। এটি মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য নয়। মক্কায় প্রবেশের পর প্রথম তাওয়াফ বা উমরার তাওয়াফ হলে ৭ চক্রেই পুরুষেরা ইদ্‌তিবা করবে। এটি হলো– ইহরামের গায়ের কাপড়টির এক মাথা ডান বগলের নিচ দিয়ে এমনভাবে পেঁচিয়ে দেবেন, যাতে ডান কাঁধ, বাহু ও হাত খোলা থাকে। কাপড়টির বাকি অংশ ও উভয় মাথা দিয়ে বাম কাঁধ ও বাহু ঢেকে ফেলবেন। এটাকেই বলা হয় اِضْطِبَاعٌ ইদ্‌তিবা। তাওয়াফের সময় ছাড়া আর কখনো ইদ্‌তিবা নেই। অন্য সময় বরং দু' কাঁধ ঢেকে রাখা সুন্নাত। তাছাড়া নামাযের সময় ঢেকে রাখা অত্যাবশ্যক। হাদীসে আছে,

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْئٌ-

'দুই কাঁধ ও বাহু খোলা থাকে এমন এক পোশাকে কেউ যেন সালাত আদায় না করে'। (বুখারী ৩৫৯, মুসলিম ৫১৬)

৩. হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করা

ক. কাবাঘরকে বামপাশে রেখে কালো পাথর (হাজারে আসওয়াদ) থেকে তাওয়াফ শুরু করবেন এবং এখানে এসেই শেষ করবেন। উক্ত পাথরের কোণা বরাবর মসজিদে হারামের দেয়ালে বৈদ্যুতিক সবুজ বাতি দেওয়া আছে। এ সীমানা বরাবর থেকে তাওয়াফ শুরু করে আবার এখানে ফিরে এলে এক চক্র শেষ হয়। এভাবে ৭ চক্র পূর্ণ করতে হয়। কালো পাথরের আগে বা পর থেকে তাওয়াফ শুরু বা শেষ করলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না।

খ. হাতীমের বাইরে ও মসজিদে হারামের ভেতর দিয়ে তাওয়াফ করা

তাছাড়া কেউ যদি হাতীমের ভেতরের অংশ দিয়ে এক চক্রও ঘুরে আসে তাহলেও তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। তবে হাতীমের ভেতর দিয়ে ঘুরা এক চক্রের বদলে যদি এর বাহির দিয়ে আরেক চক্র অতিরিক্ত ঘুরে আসে তাহলে তাওয়াফ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মসজিদে হারামের বাইরে দিয়ে করলে তাওয়াফ হবে না।

গ. কাবামুখী হয়ে তাকবীর দেওয়া

তাওয়াফ শুরুর সময় পুরো শরীরকে কাবামুখী করবে অথবা শুধু চেহারাকে কাবামুখী করলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

ঘ. হাজারে আসওয়াদ চুম্বন

এর মাধ্যমে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম। কিন্তু ভীড়ের প্রচণ্ডতার কারণে অধিকাংশ লোকের জন্যই এটা এখন এক দুরূহ কাজ। জীবন ঝুঁকির মতো কঠিন বিষয়। অতএব, এটা না পারলে কোনো গোনাহ হবে না।

ঙ. কাবার গাঁ ঘেঁষে পুরুষদের মধ্যে না ঢুকে মেয়েদের একটু দূর দিয়ে তাওয়াফ করাই নিরাপদ এবং এতে কষ্ট কিছুটা কম হয়।

চ. নিচে খুব ভীড় থাকলে ছাদের উপর দিয়ে তাওয়াফ করা জায়েয আছে।

ঙ. ডান হাত উঠিয়ে ইশারা করা

প্রতি চক্রেই হাজারে আসওয়াদের পাশে এসে এর দিকে মুখ করে শুধু ডান হাত উঠিয়ে ইশারা করবেন, দুই হাতে নয়। কিন্তু ইশারাকৃত এ হাত আর চুম্বন করবেন না। এটাই রাসূল (স)-এর তরীকা। না জানার কারণে অনেকেই এখানে দুই হাতে ইশারা করে এবং চুম্বন করে; অন্যের দেখাদেখি আপনি তা করবেন না। দাঁড়িয়ে বা হাঁটা উভয় অবস্থায় হাজারে আসওয়াদকে ইশারা করতে পারেন।

৫. তাওয়াফের শুরুতে দু'আ পড়া

দাড়িয়ে বা চলা অবস্থায় শুরুতেই পড়বেন بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ 'বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার'। তবে পরবর্তী চক্রের শুরুতে বলবেন শুধুমাত্র اَللّٰهُ أَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবার' (বুখারী, ১৬৩২)। তাছাড়া শুরুতে তাওয়াফের প্রথম চক্রে **'বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার'** বলার পর সাহাবী **ইবনে উমর (রা)** এ দু'আটি পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ

وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

'হে আল্লাহ! তোমার প্রতি ঈমান এনে, তোমার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের জন্য তোমার নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করে এ তাওয়াফটি শুরু করছি।' (মাওকুফ ও দুর্বল, দ্বায়ীফা ১০৪৯)

৬. রমল করা

প্রথম ৩ চক্রে রমল করা পুরুষদের জন্য সুন্নাত। রমল হলো ছোট ছোট পদক্ষেপে দৌড়ের ভঙ্গিতে বীর দর্পে সামান্য একটু দ্রুত গতিতে চলা। ভিড়ের কারণে এটি না পারলে অসুবিধা নেই। বাকি ৪ চক্রে সাধারণভাবে হাঁটবেন। রমল করবেন শুধুমাত্র উমরার তাওয়াফে এবং মক্কায় এসে প্রথম যে তাওয়াফ করা হয় সেটাতে। এছাড়া অন্য কোনো তাওয়াফে রমল নাই। আর মহিলাদের কখনই রমল নেই।

৭. রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা

এটা সুন্নাত। হাজারে আসওয়াদের কোণা থেকে তাওয়াফ শুরু করলে কাবা গৃহের চতুর্থ কোণটি হবে রুকনে ইয়ামানী। রাসূলুল্লাহ (স) প্রতি চক্রেই এটা স্পর্শ করতেন (আবূ দাউদ, ১৮৭৬)। কিন্তু তিনি এটা চুমু দেননি, এখানে তাকবীর বলেননি এবং ইশারাও করেননি।

ডান হাত দিয়ে আপনারা এ কোণকে স্পর্শ করবেন। দু'হাতে স্পর্শ করতেও কোনো নিষেধ নেই। আর সেখানে ভিড় বা ঠেলাঠেলি বেশি হলে এটা স্পর্শ ছাড়াই তাওয়াফ করতে থাকবেন। এতে তাওয়াফের কোনো ক্ষতি হবে না।

৮. দুই রুকনের মাঝে দু'আ করা

রুকনে ইয়ামেনী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী জায়গায় রাসূলুল্লাহ (স) নিচের এ দু'আটি পড়তেন (আবূ দাউদ, ১৮৯২)। এটি আমাদের জন্য সুন্নাত:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

রাব্বানা আ'তিনা ফিদ্‌দুনিয়া হাসানাহ্, অফিল্ আখিরাতি হাসানাহ্, অকিনা আযাবান্নার।

অর্থ: 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে তুমি দুনিয়ায় সুখ দাও, আখিরাতেও সুখ দাও, আর আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।' (সূরা বাকারা : ২০১)

৯. বেশি বেশি দু'আ করা ও কথা না বলা

ক. তাওয়াফের সময় সবচেয়ে বড় ইবাদাত হলো দু'আ করা, আর তা বেশি বেশি করা, নিজের জন্য, মাতাপিতা ও সন্তানদের জন্য, মৃত জীবিত সকল আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য, সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য, দেশের জন্য। বইটির শেষ কিছু দু'আ আছে, এগুলোও করতে পারেন। তবে অর্থ বুঝে হৃদয়ঙ্গম করে দরদ দিয়ে দু'আ করা আবশ্যক। প্রাণ খুলে নিজের ভাষায় দু'আ করতে পারেন।

খ. কুরআন তিলাওয়াত, যিক্‌র-আযকার ও তাওবা-ইস্তিগফার করাও সুন্নাত।

গ. কিছু কিছু বইতে আছে '১ম চক্রের দু'আ, ২য় চক্রের দু'আ ইত্যাদি। এগুলো ভিত্তিহীন। চক্রভিত্তিক দু'আর কথা কুরআন-হাদীসে কোথাও নেই। স্বাধীনভাবে যত খুশি দু'আ আপনি করতে পারেন। তাওয়াফের মুহূর্তগুলো হলো দু'আ কবুলের অপূর্ব সুযোগ।

ঘ. তবে দলবেঁধে সমস্বরে জোরে জোরে অন্যদের মনোযোগ নষ্ট করে দু'আ করা ঠিক নয়। তাছাড়া এ সময় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা ও ফোন রিসিভ করা অনুচিত।

১০. তাওয়াফ শেষে তাকবীর ও ইশারা না করা

তাওয়াফ শেষ হলে আর 'আল্লাহু আকবার' বলবেন না। হাতের ইশারাও নেই। কারণ তাকবীর বলার নিয়ম হলো প্রতি চক্রের শুরুতে, শেষে নয়। তাছাড়া তাওয়াফ শেষেও যদি তাকবীর ও হাত ইশারা দেওয়া হয় তাহলে ৭ চক্রে এর সংখ্যা হয়ে যাবে ৮ বার। আর ৮ বার বলার কোনো বিধান নেই। এটা শাইখ উসাইমীনের মত।

১১. মাকামে ইবরাহীমে দু'আ পড়া

তাওয়াফ শেষ হলে দু' কাঁধ এবং বাহু ইহরামের কাপড় দিয়ে আবার ঢেকে ফেলুন এবং মাকামে ইবরাহীমের কাছে গিয়ে পড়ুন,

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى .

অর্থ: 'ইবরাহীম পয়গাম্বরের দণ্ডায়মানস্থলকে তোমরা সালাত আদায়ের জায়গা হিসেবে গ্রহণ কর।' (বাকারা : ১২৫)

১২. দু' রাকাআত সালাত আদায় করা

ক. অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে এসে দু' রাকাআত সালাত আদায় করুন। এখানে মানুষের ভিড় থাকলে মসজিদে হারামের যেকোনো জায়গায় এ নামায পড়তে পারেন, তা জায়েয আছে।

প্রায়শই এখানে ভিড় থাকে। এ ভিড় ঠেলে, ধাক্কাধাক্কি করে অন্যদের কষ্ট দিয়ে নিজের খুশুখুযূর বিঘ্ন ঘটিয়ে এখানে সালাত না পড়ে মসজিদে হারামের যেকোনো অংশে খালি জায়গায় চলে যান। সেখানে সুন্দর করে এ সালাত আদায় করুন।

খ. হানাফী ও মালেকী মতে এটি ওয়াজিব নামায, আর শাফেয়ী ও হাম্বলী মতে, তা সুন্নাত। আপনি এর যেকোনো একটি নিয়ত করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

গ. প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন .....' এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহার পর 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ .....' সূরা পড়া সুন্নাত। এটা না পারলে যেকোনো সূরা দিয়ে পড়লে নামায হয়ে যাবে।

ঘ. তিনটি নিষিদ্ধ ওয়াক্তেও এ দু' রাকাআত সালাত আদায় করা জায়েয আছে।

ঙ. সালাত শেষে হাত তুলে দু'আ করার কোনো প্রমাণ হাদীসে পাওয়া যায় না।

চ. এরপর যমযমের পানি পান করুন, আর কিছু পানি আপনার মাথায় ঢালুন, যাতে আপনার চেহারার উপর দিয়ে তা গড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স) এ কাজটি করতেন।

তখন ঠাণ্ডা পানির খুব চাহিদা হয়। কিন্তু তা না খেলে অনেক রোগের আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবেন। কিছু পাত্র আছে, যার গায়ে লেখা আছে Not cold. এগুলোতে নরমাল পানি পাবেন।

অতঃপর সাফা পাহাড়ে চলে যান সাঈ' শুরু করার জন্য।

তৃতীয় কাজ : সাঈ' করা

সাঈ' হলো কাবাগৃহের পার্শ্বস্থ সাফা ও মারওয়া এ দু'টো ছোট পাহাড়ের মাঝে আসা যাওয়া করা। আল্লাহর নবী ইবরাহীম (আ)

যখন তাঁর স্ত্রী হাজেরাকে শিশুপুত্র ইসমাইল (আ)-সহ তৎকালীন কাবার নির্জন প্রান্তে নির্বাসনের মতো রেখে এসেছিলেন, তখন তাঁর পিপাসার্ত নবজাতক পুত্রের চিৎকারে অস্থির হয়ে মা হাজেরা সাফা থেকে একবার মারওয়া পাহাড়ে, আবার মারওয়া থেকে পুনরায় সাফা পাহাড়ে ছোটাছুটি করছিলেন। ঐতিহাসিক ঐ হৃদয়বিদারক ঘটনাটি আল্লাহ তাআলা উমরা ও হজ্জের কার্যভুক্ত করে দিয়েছেন। আর এরই নাম হলো 'সাঈ'। বেশির ভাগ ইমাম ও ফকীহদের মতে, উমরা ও হজ্জ উভয় ইবাদতে এ সাঈ' ফরয বা রুকন। যদিও হানাফী ফকীহগণ এটাকে ওয়াজিব বলে থাকেন।

সাঈ' করবেন এভাবে

১. সাফা পাহাড়ে আয়াত পড়া: সাঈ'র প্রথমেই 'সাফা' পাহাড়ে উঠবে। সেখানে এ আয়াতটি পড়া সুন্নাত,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ.

'অবশ্যই 'সাফা' ও 'মারওয়া' (পাহাড় দু'টো) আল্লাহ তাআলার নিদর্শন।' (সূরা বাকারা: ১৫৮)

এখানে হাত ইশারা না দেওয়া

অনেকে এ পাহাড়ে উঠেই দু'হাত কিবলামুখী করে তাকবীরে তাহরীমার মতো ইশারা করে। অথচ এর পক্ষে কোনো দলীল নেই। এটা বহুল প্রচলিত, অথচ এটা ভুল কাজ।

২. তাকবীর দেওয়া

যতটুকু সম্ভব পাহাড়ে উঠুন। তবে একেবারে চূড়ায় আরোহণ করা জরুরি নয়। যতটুকু উঁচু অংশ দিয়ে ট্রলি বা হুইল চেয়ারগুলো ঘুরে আসে ততটুকু পরিমাণ উঁচুতে আরোহণ করলে সাঈ' আদায় হয়ে যাবে।

সাফা পাহাড়ে উঠে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'- এভাবে ৩ বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।

এ তাকবীর বলবেন শুধুমাত্র সাঈ'র প্রথম চক্রের শুরুতে। পরবর্তী কোনো চক্রের শুরু বা শেষে 'সাফা বা মারওয়ায়' কখনো তাকবীর দেবেন না।

৩. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের যিক্‌র

তারপর কাবামুখী হয়ে সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে নিম্নের এ যিক্‌রটি করা সুন্নাত–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আসমান-জমিনের সার্বভৌম আধিপত্য একমাত্র তাঁরই। সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই প্রাপ্য। তিনিই প্রাণ দেন এবং তিনিই আবার মৃত্যুবরণ করান। সবকিছুর উপরই তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক। যত ওয়াদা তাঁর আছে তা সবই তিনি পূরণ করেছেন। স্বীয় বান্দাকে তিনি সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে পরাস্ত করেছেন।' (আবূ দাউদ, ১৯০৫)

এই যিকরটি করার পর দু'হাত উঠিয়ে কিছুক্ষণ দু'আ করবেন। ২য় বার এ যিকরটি করবেন। অতঃপর আবার এভাবে দু'আ করবেন। তৃতীয়বার আবারো এ যিকরটি করে মারওয়া পাহাড়ে রওয়ানা দেবেন। 'মারওয়া' পাহাড়ে পৌঁছে একই যিকর একই পদ্ধতিতে করবেন। দু' পাহাড়ে যিকর ও দু'আ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত তরীকা। কেউ যদি এ যিকরটি প্রতি পাহাড়ে এসে ৩ বারের কমও

পড়ে তবুও সাঈ' হয়ে যাবে। এমনটি একেবারে না পড়লেও সাঈ' আদায় হয়ে যাবে। তবে পড়লে সাওয়াব অবশ্যই বেশি হবে।

৪. দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশে হাটা ও দু'আ করা

মনটাকে একেবারে নরম করে অতীত ভুলের জন্য অনুতপ্ত ও অনুশোচনা করে দু'আ করতে থাকুন, আর মারওয়া পাহাড়ের দিকে হাঁটুন, দু'আ করুন নিজের জন্য, মাতাপিতা ও পূর্ব পুরুষদের জন্য, ছেলেমেয়ে ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, মৃত ও জীবিতদের জন্য, দুনিয়া ও আখিরাতের নাজাতের জন্য। যতকিছু চাওয়ার আছে আরবী বা বাংলায় কাকুতি ও মিনতি সহকারে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন। দু'আ কবুলের এ এক অপূর্ব সুযোগ। চক্রভিত্তিক কোনো দু'আ নেই। আপনার ইচ্ছা মোতাবেক চাইতে পারেন। এ বইয়ের শেষাংশ কিছু দু'আ আছে– এগুলোও করতে পারেন। একবার শেষ হয়ে গেলে শুরু থেকে আবার পড়বেন। এভাবে দু'আ করতে করতে সাফা পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড়ে যাবেন, আবার মারওয়া পাহাড় থেকে সাফা পাহাড়ে যাবেন।

উল্লেখ্য যে তাওয়াফ ও সাঈ'তে দু'আ করা সুন্নাত। কেউ যদি জেনে বা না জেনে বা ভুলে দু'আ নাও পড়ে তবু তাওয়াফ সাঈ' হয়ে যাবে। কিন্তু দু'আ করলে অতি বিশাল সাওয়াবের অধিকারী হবে।

৫. দুই সবুজ বাতির মধ্যখানে দৌড়ানো

সাফা ও মারওয়া এ দুই পাহাড়ের মাঝের অংশে আনুমানিক ১০০ গজ এলাকা দু'টি সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত করা আছে। এ জায়গাটুকুতে পুরুষেরা একটুখানি দৌড়াবেন, আর মেয়েরা চলবেন স্বাভাবিক গতিতে। মক্কাবাসী পুরুষেরাও এখানে দৌড়াবেন। দৌড়ানোর সময় সে অংশে পড়বেন,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ۔

'হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া কর, তুমি তো পরাক্রমশালী মহিমাময়।' (ইবনে আবী শায়বা ৩/৪২০; মাওকুফ হিসেবে সহীহ, মারফু রেওয়ায়াতটি সহীহ নয়, আলবানী: হুজ্জাতুন নবী [স], পৃ ১১৯)

এ অংশটুকু পার হয়ে গেলে দৌড় বন্ধ করে আবার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবেন।

৬. মারওয়া পাহাড়ের যিকর ও দু'আ

সাফা পাহাড়ে যে যিকর করেছেন, এখানেও তাই করবেন। দু'আও করবেন একই পদ্ধতিতে। তবে এ পাহাড়ে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর নেই, কুরআনের কোনো আয়াত পড়া নেই; আর হাত উঠিয়ে ইশারাতো একেবারেই নেই।

৭. চক্র গণনা পদ্ধতি

'সাফা' পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড়ে গেলে হয় এক চক্র, আবার 'মারওয়া' পাহাড় থেকে 'সাফা' পাহাড়ে ফিরে এলে হয় আরেক চক্র। এভাবে ৭ চক্র পূর্ণ করবেন।

চতুর্থ কাজ : চুলকাটা

৭ চক্র শেষ হলে চুল কেটে নেবেন। পুরুষেরা মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমগ্র মাথা থেকে সমানভাবে চুল কেটে ছোট করে নেবেন। আর মহিলারা চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের উপরের গিরার সমপরিমাণ চুল কেটে ফেলবেন। এখন আপনার উমরা শেষ হয়ে গেল, আপনি এখন হালাল। ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ ছিল সেগুলো এখন হালাল হয়ে গেল। ইহরামের পোশাক বদলিয়ে এবার আপনি যেকোনো কাপড় পরিধান করতে পারেন।

[বি. দ্র. চুল কাটার বিস্তারিত মাসআলা দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখুন।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

مَسَائِلُ الْمِيْقَاتِ

মীকাত সংক্রান্ত মাসআলা

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মীকাত হলো মক্কার চতুর্পাশের কয়েকটি সীমান্ত এলাকা, যেখান থেকে দূরদিগন্তের অধিবাসীদেরকে হজ্জ ও উমরার ইহরাম করতে হয়।

প্রশ্ন: ১৪. মীকাত কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ২ প্রকার: (ক) সময়ের মীকাত, (খ) স্থানের মীকাত। হজ্জের জন্য সময়ের মীকাত হলো শাওয়াল, যিলকদ এবং যিলহজ্জ মাস। অনেকের মতে, শাওয়াল মাস থেকে যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন পর্যন্ত। এ সময়গুলোকে হজ্জের মাস বলা হয়। অপরদিকে উমরার সময় হলো বছরের যেকোনো মাস, দিন ও রাত।

প্রশ্ন: ১৫. স্থানগত মীকাত কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ৫টি মীকাত।

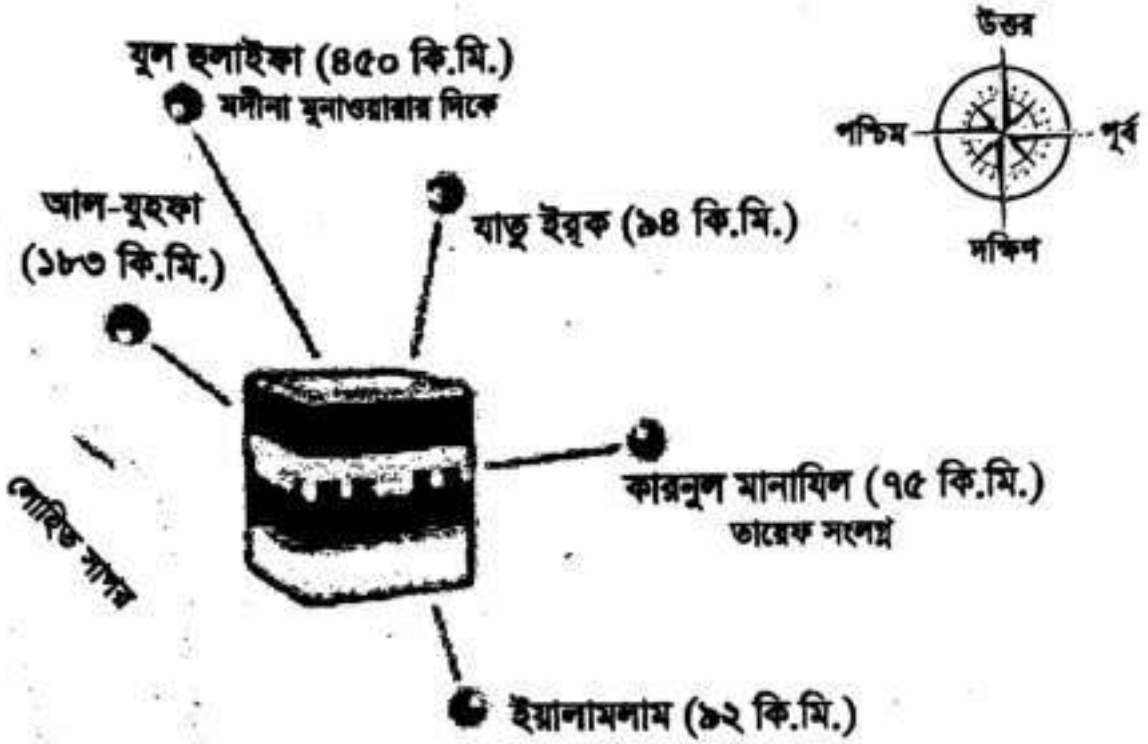
১. মদীনাবাসীদের জন্য **যুল হুলাইফা/ আবইয়ারে আলী**।

২. সিরিয়াবাসীদের জন্য **আল-জুহফা/ রাবেগ**।

৩. পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাবাসীদের জন্য **কারনুল মানাযিল / সাইলুল কাবীর**।

৪. ইয়ামানবাসীদের জন্য **ইয়ালামলাম/ সা'দিয়্যা**।

৫. ইরাকবাসীদের জন্য **যাতু 'ইর্ক**।



প্রশ্ন: ১৬. মীকাতগুলো কোথায় অবস্থিত এবং কোন এলাকার লোকেরা এখান থেকে ইহরাম করবে?

উত্তর: ১. যুল হুলাইফা (ذُوْ الْحُلَيْفَةَ): এ মীকাতটি মদীনা শহরের সীমানায় অবস্থিত, যা মক্কা থেকে ৪২০ কিলোমিটার দূরে। মদীনা থেকে বা মদীনা হয়ে যারা মক্কায় আসে তারা এখান থেকে ইহরাম করবে। বর্তমানে এ স্থানকে বলা হয় **'আবূইয়ারে আলী'**।

২. জুহ্ফা (جُحْفَةَ): এ মীকাতটি লোহিত সাগর থেকে ১০ কিলোমিটার ভেতরে রাবেগ শহরের কাছে, যা মক্কা থেকে উত্তরদিকে ১৮৬ কিলোমিটার দূরে। সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন, মিসর, সুদান, মরক্কো, আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহ এবং সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলীয় কিছু এলাকার বাসিন্দারা এ মীকাত থেকে ইহরাম করে।

৩. কারনুল মানাযিল (قَرْنُ الْمَنَازِلْ): এ মীকাতটি এখন **'সাইলুল কারীর'** নামে পরিচিত। এ জায়গাটি মক্কা থেকে প্রায় পূর্বদিকে ৭৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সৌদি আরবের রিয়াদ, দাম্মাম, তায়েফ এবং উপসাগরীয় দেশ কুয়েত, কাতার, আরব আমীরাত, বাহরাইন, ওমান, ইরাক, ইরানের বাসিন্দারা এ মীকাত থেকে ইহরাম করে। তাছাড়া এ দেশগুলো থেকে যারা বিমানযোগে জেদ্দা আসে তারা এ মীকাত থেকে ইহরাম করে।

আমরা এসব দেশের বিমানে জেদ্দা আসি বিধায় আমাদের মীকাতও এখন 'কারনুল মানাযিল।'

৪. **ইয়ালামলাম** (يَلَمْلَم): ইয়ালামলাম এলাকাটি মক্কা শরীফ থেকে দক্ষিণ দিকে ১২০ কিলোমিটার দূরে। যেসব দেশের লোকেরা মক্কার দক্ষিণ দিক থেকে লোহিত সাগর দিয়ে স্টিমারে জেদ্দা আসে তাদের মীকাত হলো 'ইয়ালামলাম।' ১৯৮০ সালের পূর্বে বাংলাদেশি হাজীরা নৌপথে জাহাজে জেদ্দা আসত বিধায় তখন ঐ **ইয়ালামলাম** ছিল আমাদের আগের মীকাত।

৫. সর্বশেষ ও পঞ্চম মীকাত হলো, **'যাতু' 'ইর্ক'**। এটি এখন আর ব্যবহৃত হচ্ছে না।

প্রশ্ন: ১৭. কোনো একটা মীকাতের রাস্তা দিয়ে নয় বরং এর পাশ দিয়ে গেলে কিভাবে ইহরাম করবে?

উত্তর: যে মীকাতের পাশ দিয়ে প্রবেশ করবে সেখান থেকেই ইহরাম করবে। আর দুই মীকাতের মাঝামাঝি কোনো এলাকা দিয়ে ঢুকলে নিকটস্থ প্রথম মীকাতের পাশ থেকে ইহরাম করবে।

প্রশ্ন: ১৮. জেদ্দা, হাদ্দা, বাহরা, জম্মুম, শরাইয়, উছফান ও তায়েফবাসীরা কোথা থেকে ইহরাম করবে?

উত্তর: এসব লোক এবং অত্র এলাকায় চাকরিরত বিদেশি নাগরিকেরা নিজ নিজ ঘর থেকে উমরা বা হজ্জের ইহরাম করবে। কেননা, তারা দূর-দিগন্তের অধিবাসী নয়। তারা হলো মধ্যবর্তী এলাকার বাসিন্দা।

প্রশ্ন: ১৯. মীকাতের ভেতরে ও বাইরে উভয় জায়গায় যাদের বাড়ি আছে তারা কোথা থেকে ইহরাম করবে?

উত্তর: তারা তখন যে বাড়িতে অবস্থান করবেন সেখান থেকেই ইহরাম করবেন।

প্রশ্ন: ২০. মক্কাবাসী কোথা থেকে ইহরাম করবে?

উত্তর: ১. উমরার ইহরাম হলে মসজিদে তানয়ীমে অর্থাৎ আয়েশা মসজিদে যাবে, অথবা পবিত্র হারাম শরীফের হুদূদের সীমানার বাইরে গিয়ে যেকোনো স্থান থেকে ইহরাম করবে। আর হজ্জের ইহরাম হলে নিজ নিজ ঘর থেকেই ইহরাম করবে। মক্কায় চাকরিরত বিদেশিরাও একই কাজ করবে। কেউ যদি মক্কায় পৌছে গিয়ে ২য় উমরা করতে চায় তারাও হুদূদের বাইরে বা আয়েশা মসজিদে গিয়ে ইহরাম করবে।

২. তবে মক্কাবাসীরা কেরান হজ্জ করলে উমরা ও হজ্জের ইহরাম নিজ নিজ ঘর থেকেই করা জায়েয আছে। ইমাম নববী (র) এটাকে সহীহ বলেছেন। এর পক্ষে শায়খ ইবনে বায (র)-র ফাতাওয়াও রয়েছে।

প্রশ্ন: ২১. ইহরাম ছাড়া কি মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয আছে?

উত্তর: ইবাদতের উদ্দেশ্যে হলে ইহরাম করা ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

'হজ্জ ও উমরার নিয়তকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান এবং মীকাতের ভেতরের এলাকার লোকেরা নিজ বাড়ি হতে ইহরাম করে আসবে।' (বুখারী ১৫২৬, মুসলিম ১১৮১)

কিন্তু শুধু চাকরি, ব্যবসা, চিকিৎসা, পড়াশোনা আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে ইহরাম করা ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয আছে।

প্রশ্ন: ২২. বিমান, বাস বা স্টিমার চলমান অবস্থায় থাকায় মীকাতে নামতে পারলাম না– এ অবস্থায় কি ইহরাম করা যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ, তা জায়েয আছে। তবে তা অবশ্যই মীকাত অতিক্রম করার আগে হতে হবে।

প্রশ্ন: ২৩. ইহরাম না করে, জেনে বা না জেনে, ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় মীকাতে ঢুকে পড়ল– এখন সমাধান কী?

উত্তর: নিচের ২টির যেকোনো একটি কাজ করে নেবে:

১. মীকাতে ফিরে গিয়ে আবার ইহরাম করে আসবে।

২. আর মীকাতে ফিরে যেতে না পারলে যে স্থানে আছে সেখান থেকেই ইহরাম করে নেবে। আর ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে ১টি ছাগল বা দুম্বা জবাই করে মক্কার দরিদ্রদের মধ্যে এর গোশত বিলিয়ে দেবে, দমদাতা নিজে এ গোশত খেতে পারবে না।

প্রশ্ন ২৪. যারা জেদ্দা নেমে সরাসরি মদীনায় চলে যায়, তারা কোথা থেকে ইহরাম করবে?

উত্তর: মদীনার 'যুলহুলাইফা' থেকে তারা ইহরাম করবে।

প্রশ্ন ২৫. সাগর পথে জাহাজে বা স্টিমারে গেলে কোথা থেকে কিভাবে ইহরাম করবে?

উত্তর: বাংলাদেশ থেকে বা ভারত মহাসাগর হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে লোহিত সাগর দিয়ে গমন করলে ডান পাশে 'ইয়ালামলাম' নামক

মীকাতের পাশে এলেই অথবা এর পূর্বক্ষণে ইহরাম করে নেবেন। অর্থাৎ ইহরামের কাপড় পরে নিয়ত করে নেবেন। প্রথম উমরা হলে উমরার নিয়ত। আর হজ্জ হলে হজ্জের নিয়ত করবেন।

প্রশ্ন ২৬. মীকাত পার হওয়ার আগে ইহরামের পূর্বে কী কী কাজ আমাদের করণীয়?

উত্তর: এগুলো হলো:

১. নখ কাটা, বগল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা এবং মোচ খাটো করা। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

وُقِّتَ لَنَا فِىْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

'গোঁফ খাটো করা, নখ কাটা, বগল পরিষ্কার করা এবং নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করার কাজগুলোকে ৪০ রাতের বেশি সময় অতিক্রম না করার জন্য আমাদেরকে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।' (মুসলিম : ২৫৮)

২. ঐগুলো কাটার পর গোসল করে নেওয়া সুন্নাত।

৩. ঐ সময় কোনো মহিলার হায়েয নিফাস থাকলে সে অবস্থায়ও তারা সুন্নাত গোসল করে নেবে।

৪. পুরুষদের গায়ে সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব, মেয়েরা নয়।

৫. ইহরাম করা।

সপ্তম অধ্যায়

مَسَائِلُ الْإِحْرَامِ

ইহরামের মাসাইল

প্রশ্ন: ২৭. ইহরামের সুন্নাতগুলো কী কী?

উত্তর: (১) নখ চুল কেটে পরিচ্ছন্ন হওয়া, (২) ইহরামের পূর্বে গোসল করা, (৩) ইহরামের পূর্বে শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার, (৪) তালবিয়্যা পড়া, তা পুরুষেরা উচ্চৈঃস্বরে পড়া ও বেশি বেশি পড়া এবং উঁচু থেকে নিচু ও নিচু থেকে উপরের উঠার সময় পড়া, (৫) অসুস্থ থাকলে ইহরাম ভঙ্গ করার শর্তারোপ করা, (৬) জান্নাত প্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করা।

প্রশ্ন: ২৮. যে লোক ইহরামের কাপড় পরল, কিন্তু নিয়ত করল না তার কি ইহরাম হলো?

উত্তর: না, তার ইহরাম করা হয়নি। ইহরামের কাপড় পরে উমরা বা হজ্জের নিয়ত করলে পরে ইহরাম করা হয়। দু'টো কাজ একত্রীকরণের নাম হলো ইহরাম করা; একটি হলো ইহরামের কাপড় পরিধান, দ্বিতীয়টি নিয়ত করা।

প্রশ্ন: ২৯. নিয়ত কিভাবে করব?

উত্তর: নিয়তের স্থান হলো কলব অর্থাৎ অন্তর। নামায, রোযা, ওযূ-গোসল যা-ই হোক এগুলোর নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। যে ইবাদত করবেন তা শুধু সংকল্প করলেই নিয়তের কাজ হয়ে যায়। অতএব মনে মনে নিয়ত করবেন।

অতঃপর বলবেন, لَبَّيْكَ عُمْرَةً (লাব্বাইকা উমরা)

অথবা বলুন, اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরা) উপরিউক্ত বাক্য দুটোকে বলা হয় তালবিয়্যাতুন্ নুছুক।

প্রশ্ন: ৩০. নিয়ত শেষ হওয়ার পর কী করব?

উত্তর: প্রথমত তালবিয়্যাহ পাঠ শুরু করে দেবেন –

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ. لَا شَرِيْكَ لَكَ.

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক্, লাব্বাইকা লা-শারীকালাকা লাব্বাইক্। ইন্নাল্ হাম্দা অন্নি'মাতা লাকা অল্মুল্ক্। লা-শারীকালাক্। আর এটি-

(ক) বেশি বেশি পড়বেন, (খ) পুরুষেরা উচ্চৈঃস্বরে এবং নারীরা নিচু স্বরে পড়বেন, (গ) কিবলামুখী হয়ে পড়া উত্তম, (ঘ) উঁচু থেকে নিচে নামা এবং নিচু থেকে উপরে উঠার সময়ও তালবিয়্যাহ পড়া সুন্নাত।

দ্বিতীয়ত, বেশি বেশি যিক্র আযকার ও দু'আ করতে থাকবেন।

প্রশ্ন: ৩১. ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি লাগানোর নিয়ম কী?

উত্তর: মেয়েরা নয়, শুধু পুরুষেরা তাদের গায়ে ও মাথায় সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত। সাবধান ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবে না, লেগে গেলে তখনই ধুয়ে ফেলবেন।

প্রশ্ন: ৩২. ইহরাম করার পূর্বে গোসল করার হুকুম কী?

উত্তর: সুন্নাত। কেউ যদি কোনো কারণে এ সময় গোসল করতে না পারে তাহলে সে মুস্তাহাব সাওয়াব পাবে না। কিন্তু এতে গোনাহ্ হবে না এবং ইহরামের কোনো ক্ষতিও হবে না। তবে গোসল করতে পারলে সুন্নাত আদায়ের সাওয়াব পাবে।

প্রশ্ন: ৩৩. গোসল করার পর কি আবার ওযূ করতে হয়?

উত্তর: গোসলের সময় যদি এমন নিয়ত করে যে এ গোসল তার ওযূও বটে, আর গোসলের সময় যদি কুলি করে ও নাকে পানি দেয় তাহলে এ গোসলের পর আর নতুন করে ওযূ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: ৩৪. হায়েযওয়ালী মেয়েরা কিভাবে ইহরাম করবে?

উত্তর: ইহরামের সময় হায়েয চলমান থাকলে তারা পুরুষের মতোই পরিচ্ছন্ন হবে, গোসল করবে, শালীন, সুন্দর ও স্বাভাবিক পোশাক পরে মীকাত থেকে উমরার নিয়ত করবে বা এর আগেও নিয়ত করতে পারবে। হাদীসে এসেছে,

نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَأَمَرَهَا ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

'আসমা বিনতে উমাইছ (রা) নামক এক মহিলা সাহাবী মদীনার 'যুল হুলাইফা'-র মীকাতে এলে তার নিফাস শুরু হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এ অবস্থায়ই ফরয গোসল করে তাকে (ইহরাম করতে)ও তালাবিয়্যা পড়তে আদেশ করেন। (মুসলিম ১২১০, ২১০৬)

তাছাড়া যদি এমন হয় যে, সুস্থ অবস্থায় ইহরাম করল কিন্তু তাওয়াফ-সাঈ'র পূর্বে হায়েয শুরু হয়ে গেল সেক্ষেত্রেও ইহরাম অবস্থায় থাকবে। ইহরামের বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলবে। শুধু ৩টি কাজ সে অবস্থায় করবে না। তা হলো, ১. তাওয়াফ করা ও কাবাঘরে প্রবেশ, ২. সালাত আদায় ও ৩. কুরআন কারীম স্পর্শ করা।

হায়েয বন্ধ হওয়ার পরপরই ফরয গোসল করে ওযূ করে তাওয়াফ করবে, সাঈ' করবে এবং সবশেষে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ৩৫. দেশে ফেরার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি হায়েয থেকে পবিত্র না হয় তাহলে উমরা না করেই কি কোনো মহিলা বাড়ি ফিরে যেতে পারবে?

উত্তর: হ্যাঁ, তা পারবে। তবে নিয়তও এভাবেই করবে এবং বলবে,

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِىْ حَابِسٌ فَمَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ.

'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরা, (আল্লাহ) যেখানেই আমি বাধাগ্রস্ত হব সেখান থেকেই ইহরাম খুলে ফেলব।'

এরূপ নিয়তের পর যদি মাসিক শুরু হয়, আর সফরের পূর্বে পবিত্র না হয়, উমরা করতে না পারে তাহলে উমরা না করেই বাড়ি ফিরে যাওয়া জায়েয আছে। দুবা'আ বিনতে যুবায়ের (ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ) (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বলেছেন,

لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَا أَجِدُنِىْ إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا : حُجِّى وَاشْتَرِطِىْ وَقُوْلِىْ : اَللّٰهُمَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ.

'সম্ভবত, তুমি হজ্জ পালন করতে চাচ্ছ? জবাবে (উক্ত মহিলা) বলল, আল্লাহর কসম, আমি ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, তুমি হজ্জ কর এবং ইহরামের সময় এভাবে বলে শর্তারোপ কর যে, 'হে আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করবে সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।' (অর্থাৎ উমরা না করে ইহরাম খুলে ফেলব)। (বুখারী : ৫০৮৯, মুসলিম ১২০৭)

প্রশ্ন: ৩৬. যে মহিলা হায়েয নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছে, সে পবিত্র হওয়ার পর আবার কি মীকাতে ফিরে যেতে হবে?

উত্তর: যেহেতু মীকাত পার হওয়ার আগেই উক্ত মহিলা ইহরাম করে এসেছে সেহেতু তাকে আবার মীকাতের বাইরে যেতে হবে না। এমনকি মক্কার বাইরে তানঈ'মে আয়েশা মসজিদেও যাওয়ার দরকার নেই।

প্রশ্ন: ৩৭. যদি কোনো মহিলা হায়েয অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করে, কিন্তু সে জানে না সফরের এ নির্দিষ্ট দিনগুলোতে পবিত্র হবে কি না, সেক্ষেত্রে সে কী করবে?

উত্তর: সে মহিলা একইভাবে নিয়ত করবে যে, যদি পবিত্র হই তাহলে উমরা করব।

প্রশ্ন: ৩৮. উপরিউক্ত বর্ণনা মোতাবেক হায়েযওয়ালী নারী যদি ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করে, অতঃপর সেখানে গিয়ে পবিত্র হয় তাহলে সে তখন কোথা থেকে ইহরাম করবে?

উত্তর: যদি সম্ভব হয় তাহলে মীকাতে ফেরত গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম করবে। আর না পারলে বর্তমান অবস্থানস্থল থেকেই করবে।

প্রশ্ন: ৩৯. তালবিয়্যাহ পাঠ কখন শুরু করব এবং কখন শেষ করব?

উত্তর: ইহরাম পরে নিয়ত করার পর থেকে তালবিয়্যা পড়া শুরু করবেন এবং আর শেষ করবেন হারাম শরীফে গিয়ে তাওয়াফ শুরু করার পূর্বক্ষণে। এর মধ্যবর্তী সময় সারাক্ষণই তালবিয়্যাহ পড়া অতি উত্তম। উল্লেখ্য যে, কাবা তাওয়াফের সময় তালবিয়্যা পড়বেন না।

প্রশ্ন: ৪০. তালবিয়্যা পড়ার হুকুম কী?

উত্তর: সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো, তালবিয়্যাহ পড়া সুন্নাত।

প্রশ্ন: ৪১. জেনে বা না জেনে কেউ তালবিয়্যাহ পড়ল না, তার কী হবে?

উত্তর: তারও ইহরাম করা হয়ে যাবে। তবে তালবিয়্যাহ পাঠকারীর সাওয়াব অনেক বেশি।

প্রশ্ন: ৪২. তালবিয়্যাহ পড়লে কি সওয়াব হয়?

উত্তর: হাদীসে আছে,

১. তালবিয়্যাহ পাঠকারীর সাথে তার ডান ও বামের গাছপালা এবং পাথরগুলোও তালবিয়্যাহ পড়তে থাকে। (তিরমিযী ৮২৮, সহীহ)

২. সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তালবিয়্যাহ পড়তে থাকলে তার গুনাহ অস্তমিত হয়ে সে মায়ের গর্ভ থেকে প্রসূত হওয়ার মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ ২৯২৫, হাদীসটি দুর্বল)

৩. তালবিয়্যাহ পাঠকারীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। (তাবারানী, মু'জামুল আওসাত ৭/৩৭৯; আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহুত তারগীব ২/১১)

প্রশ্ন: ৪৩. ইহরাম পরিধান করে দু'রাকাত কোন নামায পড়ব?

উত্তর: ঐ দু'রাকাআত সালাত তাহিয়্যাতুল ওযূর নিয়তে আদায় করবেন। আর ফরয সালাত আদায়ের পর হলে স্বতন্ত্র আর কোনো সালাত আদায় করতে হবে না।

প্রশ্ন: ৪৪. ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট কী কী ভুল সচরাচর মানুষে করে থাকে?

উত্তর: এগুলো হলো,

১. কেউ কেউ বিমান থেকে নেমে জেদ্দায় পৌঁছে ইহরাম করে। শুদ্ধ হলো মীকাত পার হওয়ার আগেই বিমানের ভেতর বা এর পূর্বে ইহরাম করে ফেলা।

২. ইহরামের পরিধেয় বস্ত্র পাল্টানো যাবে না মনে করা। অথচ গোসলের সময় বা ময়লা হলে তা বদলিয়ে নতুন ইহরামের কাপড় পরা জায়েয আছে।

৩. ইহরাম অবস্থায় সর্বদা ডান কাঁধ খোলা রাখা, যাকে বলা হয় ইদ্‌তিবা। অথচ ইদ্‌তিবা করতে হয় শুধুমাত্র তাওয়াফের ৭ চক্রে; এর আগে পরে নয়।

৪. ইহরামের কাপড় পরলেই ইহরাম হয়ে গেল মনে করা; অথচ ইহরাম করার অর্থ হলো ইহরামের কাপড় পরে উমরা বা হজ্জের নিয়ত করা।

৫. ময়লা হলেও ইহরামের কাপড় ধুয়া যাবে না মনে করা। অথচ বিধান হলো ইহরাম অবস্থায় কাপড় ধুয়া ও তা বদল করা জায়েয।

৬. দলগতভাবে ও সমস্বরে তালবিয়্যা পড়া। অথচ নিয়ম হলো একাকী নিজে নিজে তালবিয়্যা পড়া।

৭. তালবিয়্যা না পড়া ও ইহরাম অবস্থায় গল্পগুজব করা। এমনকি অশ্লীল কথাবার্তা ও গালি-গালাজ করা।

৮. মহিলা হলে বিশেষ কোনো রঙের ইহরাম পরতে হবে বা সবুজ রঙের পরতে হবে এমন মনে করা। অথচ যেকোনো রঙের কাপড় পরিধান জায়েয আছে।

৯. ঋতুস্রাব থাকলে কোনো কোনো নারী ইহরাম ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করে। অথচ শুদ্ধ হলো হায়েয চলমান থাকলেও এ অবস্থায়ই গোসল করে ইহরাম করে মীকাতে প্রবেশ করবে। শুধুমাত্র নামায পড়া ও তাওয়াফ– এ দু'টি কাজ তখন করবে না।

১০. অনেক মহিলা মুখমণ্ডলের সামনে দিয়ে সহজে কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য মাথায় এক ধরনের ক্যাপের মতো কিছু পরিধান করে। অথচ ইহরাম অবস্থায় সুন্নাহর বিধান হলো, নারী হলেও তারা নেকাব না পরা।

অষ্টম অধ্যায়

مَحْظُوْرَاتُ الْإِحْرَامِ

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ

প্রশ্ন: ৪৫. ইহরাম অবস্থায় কী কী কাজ নিষিদ্ধ?

উত্তর: ১. চুল কাটা, ২. নখ কাটা, ৩. সুগন্ধি ব্যবহার, ৪. মাথা ও চেহারা ঢেকে ফেলা, ৫. সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান, ৬. স্ত্রীসহবাস, ৭. অন্যান্য যৌনকর্ম ও মণী নির্গত করা, ৮. বিবাহ করা বা দেওয়া, ৯. স্থলজ প্রাণী শিকার করা ও ১০. মক্কার গাছপালা কাটা।

ব্যাখ্যা

প্রথম : চুল কাটা

ইহরাম অবস্থায় শরীরের যেকোনো অঙ্গের চুল কাটা ও মাথা কামানো নিষিদ্ধ। তবে মাথা চুলকানো, চামড়া কেটে যাওয়া, আঁচড়ানোর কারণে কয়েকটা চুল পরে যাওয়া বা শরীরের যেকোনো অঙ্গ চুলকালে এতে গোনাহ হবে না।

দ্বিতীয় : নখ কাটা

ইহরাম বাঁধার পূর্বে নখ কেটে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ইহরাম অবস্থায় নখ কাটা যাবে না। নখ কতদিন অন্তর অন্তর কাটা উত্তম এ নিয়ে কোনো সহীহ হাদীস খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ফকীহদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন জুমাবারে কাটা মুস্তাহাব। আবার কেউ বলেছেন, জুমু'আর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা প্রতি বৃহস্পতি বার নখ কাটা উত্তম।

তৃতীয়: সুগন্ধি ব্যবহার

প্রশ্ন: ৪৬. সাবান, টুথপেস্ট, ক্রিম, টিস্যু পেপার ব্যবহার কি জায়েয?

উত্তর: যদি এগুলোতে সুগন্ধি না থাকে তবে জায়েয। তাছাড়া শরিষা বা নারকেল তৈল বা যয়তুনের তৈল এগুলোতে যে স্বাভাবিক গন্ধ আছে তা ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন: ৪৭. কিছু কিছু খাবার আছে, যাতে বেশ গন্ধ রয়েছে। যেমন- চা, কফি ও বিরিয়ানি– এগুলো কেমন?

উত্তর: এসব গন্ধওয়ালা খাবার বা পানীয় গ্রহণ করতে পারেন।

প্রশ্ন: ৪৮. কাবাঘরের হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) ও রুকনে ইয়ামানীতে কেউ কেউ সুগন্ধি মেখে দেয়। ইহরাম অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি এটা স্পর্শ করে, তাহলে কী করবে?

উত্তর: সাথে সাথে হাত ধুয়ে ফেলবে। এতে কোনো ফিদইয়া দেওয়া লাগবে না। এ মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীসহ অধিকাংশ ফকীহ।

চতুর্থ : মাথা ও চেহারা ঢেকে ফেলা

হাদীসে এসেছে, وَلَا تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ অর্থাৎ 'তোমরা চেহারা ঢেকে দিও না।' (মুসলিম ১২০৬)

পুরুষ ও মহিলা সকলেই চেহারা খোলা রাখবে। তবে মেয়েরা পর পুরুষের সামনে তাদের চেহারা ঢেকে দেবে। কিন্তু নেকাব পরা জায়েয নেই।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

'কোনো নারী (ইহরাম অবস্থায়) নেকাব পারবে না এবং হাতমোজা ব্যবহার করবে না।' (বুখারী ১৮৩৮)

তবে পায়ে মোজা পরতে পারে। তাছাড়া পুরুষেরা ইহরাম অবস্থায় টুপি ও পাগড়ি কিছুই পরবে না। মাথা মুখ সম্পূর্ণরূপে খোলা থাকতে হবে।

এমনকি গামছা, তোয়ালে বা অন্য কোনো কাপড় দিয়েও মাথা ঢাকবে না। তবে ভুলে ঢেকে ফেললে স্মরণ হওয়া মাত্র তা খুলে ফেলবে। এতে কোনো ফিদইয়া দিতে হবে না। মেয়েরা কিন্তু মাথা ঢেকে রাখবে।

পঞ্চম : সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান (পুরুষদের জন্য)

প্রশ্ন: ৪৯. কোন ধরনের সেলাইযুক্ত কাপড় ইহরাম অবস্থায় পরা নিষেধ?

উত্তর: যে সেলাইয়ের মাধ্যমে দু' টুকরো কাপড় দিয়ে হাত, পা ও দেহের আকৃতি দেওয়া হয় সে ধরনের কাপড় পরিধান শুধু পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ। যেমন পাজামা, পাঞ্জাবি, শার্ট, প্যান্ট, কোর্ট, গেঞ্জি, লুঙ্গি, জাইঙ্গা ও মোজা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, মেয়েরা সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করতে পারবে। নারীদের জন্য তা জায়েয আছে।

প্রশ্ন: ৫০. কেউ কেউ ইহরামের কাপড় বোতাম বা সেফটিফিন দিয়ে আটকে রাখে, এটা কি জায়েয?

উত্তর: হ্যাঁ, তা জায়েয আছে। যদিও কিছু কিছু ফকীহ এটাকে মাকরূহের দৃষ্টিতে দেখেন।

প্রশ্ন: ৫১. কেউ কেউ রোগজনিত কারণে হাতে ও পায়ে এমন ধরনের কাপড় বা ব্যান্ডেজ ব্যবহা করেন, যা দ্বারা তার এ অঙ্গটি পরিপূর্ণ বা অধিকাংশ ঢেকে যায়, যা পোশাকের মতো মনে হয়। এমনটি ব্যবহার করা কতটুকু শুদ্ধ?

উত্তর: একান্ত প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারবে। এ জন্য ফিদ্ইয়া দিতে হবে না।

প্রশ্ন: ৫২. ইহরাম অবস্থায় কী ধরনের জুতা পরবে?

উত্তর: পায়ের গোড়ালি খোলা থাকে এমন যেকোনো ধরনের জুতা পরা জায়েয আছে। এমন কিছু জুতা আছে, যা দ্বারা পায়ের সম্মুখভাগ ঢেকে যায়; কিন্তু গোড়ালি খোলা থাকে এমন জুতা পরাতে হাদীসে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি। তবে বিতর্কের উর্ধে থেকে দুই ফিতাওয়ালা সেন্ডেল পরাই উত্তম। আর মেয়েরা যেকোনো ধরনের জুতা পরতে পারবে, এমনকি মোজাও।

প্রশ্ন: ৫৩. কোনো কোনো রোগী হাটু, হাটুর নিম্নাংশ ও পিঠে বেল্টের মতো কিছু ব্যবহার করে। ইহরাম অবস্থায় এটা কতটুকু জায়েয?

উত্তর: এতটুকু পরতে পারবে। এ জন্য কোনো ফিদইয়া দেওয়া লাগবে না। কারণ এটা কোনো পোশাক হিসেবে বিবেচিত হয় না এবং এর দ্বারা ঐ অঙ্গটি পরিপূর্ণ ঢেকেও যায় না।

উল্লেখ্য যে, নারীরা যেকোনো ডিজাইনের, যেকোনো রঙের ঢিলেঢালা ও শালীন পোশাক পরতে পারবে। তবে তা যেন কোনো পুরুষের পোশাকের মতো না হয় তা লক্ষ্য রাখবে। তাছাড়া রাস্তা-ঘাটে চলা-ফেরার সময় লাল রঙের পোশাক পরিহার করা উত্তম।

ষষ্ঠ : স্ত্রী সহবাস

ইহরাম করার পর থেকে তাওয়াফের পূর্বেই কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে ফেলে তবে তার উমরা বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে হজ্জের ইহরাম হলে তাওয়াফ সাঈ'র পূর্বে ও হালাল হওয়ার আগে স্ত্রী সহবাস করলে স্বামী ও স্ত্রী দু' জনেরই হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, স্ত্রী সহবাসের কারণে বাতিল হওয়া উমরা অনতিবিলম্বে আদায় করা ওয়াজিব বা ফরয।

প্রশ্ন: ৫৪. ফাসিদ হয়ে যাওয়া কাযা উমরার জন্য কোন্ মীকাত থেকে ইহরাম করবে?

উত্তর: প্রথমে যে মীকাত থেকে ইহরাম করেছিল তাকে আবার ঐ মীকাতে ফিরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে ইহরাম করবে। শুধুমাত্র মক্কার হুদূদের বাইরে বা তানয়ীমে আয়েশা মসজিদে গেলে হবে না।

প্রশ্ন: ৫৫. কোনো ব্যক্তি তাওয়াফ সাঈ' শেষ করে চুল কাটার আগেই স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছে এ লোক এখন কী করবে?

উত্তর: একটি ছাগল বা দুম্বা জবাই করে দেবে। গরীবদের মধ্যে এর গোশত বিলি করবে। এটাই হলো অধিকাংশ ফকীহদের মত।

সপ্তম : অন্যান্য যৌনকর্ম ও মণী নির্গত করা

ইহরাম অবস্থায় বৈধ-অবৈধ যেকোনো প্রকার যৌনক্রিয়া, উত্তেজনার সাথে স্ত্রীর দিকে তাকানো, তাকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা, মর্দন ও আলিঙ্গন করা বা এ জাতীয় কথা বলা নিষেধ।

তবে কোনো মেয়ে লোকের গা স্পর্শ, তার দিকে বার বার তাকানোর কারণে যদি মণী নির্গত হয়ে যায় তাহলে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে, উমরা বাতিল হয়ে যাবে না।

অষ্টম : বিবাহ করা বা দেওয়া

বিবাহ করা বা দেওয়া, বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া– নিজের বা অন্যের ইহরাম অবস্থায় এসবই নিষেধ।

নবম : স্থলজ প্রাণী শিকার করা

ইহরাম অবস্থায় স্থলজ প্রাণী শিকার করা যেমন নিষেধ, এতে সহযোগিতা করাও তেমনি নিষেধ। কিন্তু পানির মাছ ধরা জায়েয।

আরো জেনে রাখা ভালো যে, মক্কার হুদূদে হারামের ভিতরকার প্রাণী শিকার করা ইহরাম ছাড়া লোকদের জন্যও নাজায়েয।

দশম : মক্কার গাছপালা কাটা

হুদূদের সীমানার ভেতরে এমনিতেই গজিয়ে উঠা কোনো গাছ বা সবুজ বৃক্ষলতা কাটা জায়েয নেই। এমনকি ইহরাম ছাড়া অবস্থায়ও।

প্রশ্ন: ৫৬. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে কী করব?

উত্তর: প্রথমত, কাজ হবে উমরার কাজটি সহী-সালামতে সম্পন্ন করে ফেলা। আর যদি ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেলে তাহলে।

ক. যদি এ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার উমরা বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় ইহরাম করে আবার এ উমরা আদায় করা তার জন্য বাধ্যতামূলক। চাই এ উমরা নফল বা ফরয হোক।

খ. এর বাইরে অন্য কোনো নিষিদ্ধ কাজ না জেনে যদি করে ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ কাজ থেকে ক্ষান্ত হয়ে যাবে। আর এ জন্য কোনো ফিদইয়া দিতে হবে না।

গ. আর যদি জেনেশুনে ইচ্ছা করে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে তাহলে তাওবা করবে এবং প্রতিটি নিষিদ্ধ কাজের জন্য ফিদইয়া দেবে। আর ফিদইয়া হলো:

১. একটি ছাগল জবাই করে এর গোশত গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া, অথবা

২. ছয়জন মিসকিনকে এক বেলা খানা খাওয়ানো, অথবা

৩. ৩ দিন রোযা রাখা।

প্রশ্ন: ৫৭. অসুস্থতা বা গ্রহণযোগ্য কোনো উযরের কারণে যদি চুল কাটতে হয় বা এ ধরনের অন্য কোনো নিষিদ্ধ কাজ একান্ত বাধ্য হয়ে করতে হয় তাহলে কী করব?

উত্তর: এতেও ফিদইয়া দিতে হবে। এ জাতীয় ফিদইয়াকে বলা হয় فِدْيَةُ الْأَذٰى (ফিদইয়াতুল আযা)। এ ফিদইয়া তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কাফফারা হয়ে যাবে, ফলে তার আর এতে গোনাহ হবে না।

প্রশ্ন: ৫৮. বৈধ অনুমতি না থাকায় কেউ কেউ চেকপোস্ট এড়িয়ে যেতে ইহরামের নিয়ত করেও মনের অনিচ্ছায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরে মক্কায় প্রবেশ করে তার উমরা কি সহীহ হবে?

উত্তর: তার উমরা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সেলাইযুক্ত কাপড় পরে প্রবেশের দরুন তার ফিদইয়া দিতে হবে। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রশ্ন: ৫৯. ছয় জন মিসকিনের প্রত্যেককে কী পরিমাণ খানা খাওয়াবে?

উত্তর: এক কেজি বিশ গ্রাম। হাদীসে এসেছে,

أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ.

'ছয় জন মিসকিনকে (এক বেলা) খানা খাওয়াও। প্রত্যেক মিসকিনের খাবারের পরিমাণ হবে অর্ধেক সা' (অর্থাৎ ১ কেজি ২০ গ্রাম) পরিমাণ।' (বুখারী ১৮১৬ ও মুসলিম ১২০১)

প্রশ্ন: ৬০. খাবারের বদলে সমপরিমাণ টাকা দান করে দিলে কি তা শুদ্ধ হবে?

উত্তর: না, তা ঠিক হবে না। কেননা, হাদীসে সরাসরি খাবারের কথা এসেছে। অতএব খাবারের বদলে টাকা দিলে তা শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন: ৬১. ফিদইয়ার খাবার কোথায় প্রদান করবে?

উত্তর: হাদীসে জায়গার কথা উল্লেখ হয়নি। যদিও একদল ফকীহ বলেছেন যে, হজ্জের হাদী যেহেতু মক্কায় ও মিনায় জবাই করা হয় তাই এর সাথে কিয়াস করে ফিদইয়ার খাবারও মক্কায় বণ্টন করা বাঞ্চনীয়।

প্রশ্ন: ৬২. ফিদইয়া হিসেবে যে ৩ দিন সিয়াম পালন করা ওয়াজিব সে রোযাগুলো কোথায় রাখবে?

উত্তর: যেকোনো দেশে যেকোনো জায়গায় এ রোযা রাখতে পারবে, মক্কায় রাখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

তাছাড়া এ রোযাগুলো মাঝে মাঝে কিছু দিন বাদ দিয়েও রাখতে পারে। আবার একাধারেও রাখতে পারে।

প্রশ্ন: ৬৩. ইহরাম অবস্থায় কী কী কাজ বৈধ?

উত্তর: এগুলো হলো:

১. গোসল করা, কাপড় বদলানো ও কাপড় ধৌত করা।

২. ইহরামের কাপড় ভিজিয়ে গোসল করে আরেকটি ইহরামের কাপড় পরা অথবা গামছা তোয়ালে বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি ভিজিয়ে গোসল শেষে ইহরামের কাপড় পরিধান।

৩. ফোঁড়া গালানো, দাঁত উঠানো, অপারেশন করা ও শিঙ্গা লাগানো।

৪. মোরগ, ছাগল, গরু ও উট জবাই।

৫. পানিতে মাছ ধরা।

৬. ক্ষতিকারক প্রাণী হত্যা, যেমন– হিংস্র কুকুর, চিল, কাক, ইঁদুর, সাপ, বিচ্ছু, মশা, মাছি ও পিঁপড়া মারা।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِىْ قَتْلِهِنَّ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحَرَمِ وَالْاِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

'পাঁচ ধরনের প্রাণী হারামের সীমানায় ইহরাম অবস্থায় হত্যা করলে হত্যাকারীর কোনো পাপ হবে না। এগুলো হলো- ইঁদুর, চিল, কাক, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর।' (বুখারী ১৮২৮, মুসলিম ১২০০)

৭. শায়িত অবস্থায় ইহরামের কাপড় বা কাঁথা-কম্বল দ্বারা পা ঢেকে যাওয়া।

৮. আস্তে আস্তে শরীর চুলকানো।

৯. নারকেল, শরিষা ও যয়তুনের তেল এবং বেজলিন ব্যবহার।

১০. সুরমা ব্যবহার।

১১. ছাতা, তাঁবু, গাড়ি, ঘর বা যেকোনো ছায়ার নিচে বসা।

১২. আংটি, ঘড়ি, চশমা, কানের শ্রবণযন্ত্র, মানি ব্যাগ ও বেল্ট ব্যবহার করা।

১৩. কোমরের বেল্টে টাকা-পয়সা ও কাগজপত্র রাখা।

১৪. মেয়েরা সেলাইযুক্ত কাপড় পরা ও অলঙ্কার ব্যবহার।

১৫. পুরুষ কর্তৃক ছোটখাটো সেলাই কাজ করা।

১৬. ডাকাত বা ছিনতাইকারী দ্বারা আক্রান্ত হলে তাকে প্রতিহত করা, এমনকি নিজের আত্মরক্ষার্থে তাকে হত্যা করা।

প্রশ্ন: ৬৪. স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে কী করবে?

উত্তর: ফরয গোসল করে নেবে এবং কাপড় ধুয়ে ফেলবে। এতে হজ্জ বা উমরার কোনো ক্ষতি হয় না। এ কারণে কোনো ফিদইয়াও দিতে হবে না। কারণ স্বপ্নদোষ মানুষের ইচ্ছাধীন কোনো ঘটনা নয়।

প্রশ্ন: ৬৫. যদি অনুভব হয় যে প্রস্রাবের ফোঁটা বা মযী বের হয়েছে, তখন কী করবে?

উত্তর: ইস্তিঞ্জা করে ঐ অংশটি ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবে। আর সালাতের ওয়াক্ত হলে ওযূ করে সালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন: ৬৬. ঠাণ্ডা লাগলে গলায় মাফলার ব্যবহার জায়েয কি না?

উত্তর: হ্যাঁ, তা জায়েয।

প্রশ্ন: ৬৭. মিনা ও মুযদালিফা নামক এলাকা দু'টি হারামের সীমানার ভেতরে না বাইরে?

উত্তর: ভেতরে। তবে আরাফাতের ময়দান হুদূদে হারামের বাইরে।

নবম অধ্যায়

دُخُوْلُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ وَوَاجِبَاتُهَا

মক্কায় প্রবেশ ও করণীয়

প্রশ্ন: ৬৮. মক্কায় প্রবেশকালে কী কী কাজ করা সুন্নাত?

উত্তর: ১. মক্কা শহরের হুদূদে হারামে প্রবেশের পূর্বে গোসল করা, এমনকি মহিলাদের হায়েয চলমান অবস্থা থাকলেও।

২. যারা মদীনা থেকে আসে তাদের জন্য উঁচু এলাকা দিয়ে প্রবেশ করা।

৩. দিনের বেলায় প্রবেশ করা; তবে রাতে প্রবেশেও দোষ নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স) জি'রানা (جِعْرَانَة) নামক এলাকা দিয়ে রাতের বেলায়ও মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

৪. মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় নিচু এলাকা অর্থাৎ মিসফালাহ বা কুদাই অঞ্চল দিয়ে বের হওয়া। এটি সম্ভব না হলে অন্য যেকোনো এলাকা দিয়ে বের হতে পারবে।

৫. মক্কায় প্রবেশের পর ক্ষাণিকটা বিশ্রাম নিয়ে প্রথম যা করবে তা হলো উমরা করা।

যেহেতু এগুলো হলো সুন্নাত, সেহেতু কোনো কারণে এসব আমল বাদ পড়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই, এতে উমরা বা হজ্জের কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন: ৬৯. মক্কায় প্রবেশের ক্ষেত্রে কী কী ভুল কারো কারো বেলায় দেখা যায়?

উত্তর: ১. নির্ধারিত কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে বাধ্যতামূলক মনে করা। কেউ কেউ 'বাবুস সালাম' গেইট দিয়ে প্রবেশ করার জন্য ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে যায়। এটি ঠিক নয়। কেননা, বর্তমান 'বাবুস সালাম' গেইটটি নবীজির (স) যামানার সেই গেইট নয়। হারাম শরীফ সম্প্রসারণের জন্য অনেকবার এটা ভাঙা ও স্থানান্তরিত হয়েছে। অতএব রাসূলুল্লাহ (স) কোন অংশ দিয়ে প্রবেশ করতেন তা এখন আর চিহ্নিত নেই।

২. বিশেষ কোনো দু'আকে 'হারাম শরীফে' প্রবেশের দু'আ মনে করা। আসলে সকল মসজিদে যে দু'আ পড়ে ঢুকা সুন্নাত, এখানেও সেই একই দু'আ পড়ে প্রবেশ করবে।

দশম অধ্যায়

اَلطَّوَافُ

তাওয়াফ

প্রশ্ন: ৭০. তাওয়াফ অর্থ কী?

উত্তর: কাবা ঘরের চারপাশে শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৭ বার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়।

প্রশ্ন: ৭১. নফল তাওয়াফ করলে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কী কী পুরস্কার দেন?

উত্তর: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ.

১. 'যে ব্যক্তি কাবাঘর (৭ চক্র ঘুরে) তাওয়াফ করল অতঃপর (আল্লাহর ঘরে) দুই রাকা'আত সালাত আদায় করল, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করল।' (ইবনে মাজাহ ২৯৫৬, সহীহ)

مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا (يَعْنِىْ فِى الطَّوَافِ) إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

২. 'বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে গিয়ে যে ব্যক্তি একটি পা মাটিতে রাখল, আবার এটি উঠাল- এর প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাকে ১০টি সাওয়াব, ১০টি গুনাহ মাফ এবং তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। (আহমাদ ২/৩)

জ্ঞাতব্য যে, হিজ্‌র অর্থাৎ কাবার বাহিরের গোলাকৃতির দেয়ালের ভেতরকার অংশটি কাবাগৃহেরই অংশ।

প্রশ্ন: ৭২. তাওয়াফের শর্ত কয়টি ও কী কী?

উত্তর: বিষয়টিতে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। নিচে এগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. নিয়ত করা।

২. পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা।

৩. সতর ঢাকা।

৪. হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) থেকে শুরু করা।

৫. সাত চক্র পূর্ণ করা।

৬. কাবাকে বাম পাশে রেখে তাওয়াফ করা।

৭. তাওয়াফের মাঝখানে বিরতি না দেওয়া।

এগুলোকে তাওয়াফের শর্তও বলা হয়। এর কোনো একটা ছুটে গেলে তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ৭৩. তাওয়াফের সুন্নাত কয়টি ও কী কী?

উত্তর: এগুলো হলো–

১. শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা ও নির্ধারিত দু'আ পড়া।

২. প্রতি চক্রের শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলা।

৩. হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করা।

৪. হাজারে আসওয়াদের কোণায় এসে প্রতি চক্রের শুরুতে ডান হাত দিয়ে ইশারা করা, ইশারাকৃত এ হাত আবার চুম্বন না করা।

৫. রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে নিচের এ দু'আটি পড়া:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

৬. রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা।

৭. উমরার তাওয়াফে প্রথম সাত চক্রেই ডান কাঁধ খোলা রাখা অর্থাৎ ইদ্‌তিবা করা।

৮. তাছাড়া উমরার তাওয়াফের প্রথম ৩ চক্রে হালকা দৌড়ানো অর্থাৎ 'রমল' করা (পুরুষদের)।

৯. দু'আ করা।

১০. যিকর করা।

১১. তাওয়াফ পরবর্তী দু' রাকা'আত সালাতের ১ম রাকা'আতে সূরা 'কাফিরূন' ও ২য় রাকা'আতে সূরা 'ইখলাছ' পড়া।

কোনো কারণে এক বা একাধিক সুন্নাত বাদ পড়ে গেলেও তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ৭৪. চক্র গণনায় ভুল হলে কী করব?

উত্তর: ক. যদি আপনি একা তাওয়াফ করেন, আর সন্দেহ হয় ৪ নাকি ৫ চক্র ঘুরেছেন, তাহলে নিচের কম সংখ্যাটি ধরে নেবেন। অর্থাৎ ৪ চক্র শেষ হয়েছে ধরে বাকি ৩ চক্র পূর্ণ করবেন।

খ. আর যদি একদল লোক একত্রে তাওয়াফ করতে গিয়ে দু'জন দু' রকমের সংখ্যা বলে তাহলে সেক্ষেত্রে যিনি চক্রের সংখ্যা নিশ্চিত বলে দাবি করবেন তার কথার উপর ভিত্তি করে সবাই বাকি চক্র পূর্ণ করবেন।

প্রশ্ন: ৭৫. তাওয়াফের সময় জামায়াতের ইকামত দিয়ে দিলে কী করব?

উত্তর: তাওয়াফ বন্ধ করে জামায়াতে দাঁড়িয়ে যাবেন। নামাযরত অবস্থায় কাঁধ ও বাহু ঢেকে ফেলবেন। সালাত শেষে বাকি চক্র পূর্ণ করবেন। আর যদি এ বিরতির পরিমাণ আরেকটু বেশি হয়ে যায় তাহলে আবার প্রথম চক্র থেকে তাওয়াফ শুরু করবেন।

প্রশ্ন: ৭৬. উযরবশত, যদি তাওয়াফের মধ্যখানে বিরতির পরিমাণ একটু বেশি হয়ে যায় তাহলে কী করব?

উত্তর: এমন হলে একেবারে প্রথম থেকে আবার তাওয়াফ শুরু করবেন। যেমন- মাঝখানে কেউ অসুস্থ হয়ে গেল বা দলের মধ্যে কেউ হারিয়ে যাওয়ায় তাকে খুঁজতে হলো, অথবা ক্লান্তির কারণে বিশ্রাম নিতে হলো, এমন যুক্তিসঙ্গত কারণেও সময়ক্ষেপণ একটু বেশি হলে আবার প্রথম থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। কারণ পুরো ৭ চক্র মিলে একটি তাওয়াফ। আর এটাকে মধ্যখানে বিভাজন করা যায় না। তাছাড়া মাঝে বিরতি না দেওয়া তাওয়াফের শর্ত বা ফরয।

প্রশ্ন: ৭৭. তাওয়াফের সময় পিঠ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকালে কি কোনো অসুবিধা আছে?

উত্তর: হ্যাঁ, আছে। বিষয়টিতে সতর্ক থাকা উচিত। তাওয়াফের একটি অন্যতম শর্ত বা ফরয হলো কাবাকে নিজের বাম পাশে রেখে তাওয়াফ করা।

অনেকের সাথে স্ত্রী-সন্তান বা বৃদ্ধ মাতাপিতা থাকে। দল থেকে তারা হারিয়ে যায় কি না, এ জন্য ডান দিক দিয়ে পেছনে তাকালে কাবা নিজের পেছনে এসে যায়, আর বাম পাশ দিয়ে তাকালে কাবা এসে পড়ে নিজের সামনে। এ অবস্থায় যত কদম এগিয়ে যায় তত কদম তাওয়াফ থেকে ঘাটতি হয়। আর ঘাটতি হলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না।

পেছনে কারো দিকে নযর রাখতে হলে হয় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে তাদের দেখে নেবে, নতুবা কাবাকে বুক বা পিঠ দিয়ে যত কদম এগিয়ে গেছে তত কদম আবার পেছনে ফিরে এসে আবার কাবাগৃহকে বাম পাশে রেখে হেঁটে এটা পূরণ করে নেবে। নতুবা তাওয়াফ অপূর্ণাঙ্গ বা অশুদ্ধ থেকে যাবে।

প্রশ্ন: ৭৮. কারো কারো কোলে বা কাঁধে শিশু থাকে। সেক্ষেত্রে তাওয়াফের সময় শিশুকে কিভাবে রাখবে?

উত্তর: শিশুকে কোলে, পিঠে বা কাঁধে এমনভাবে রাখবে, যাতে শিশুর বাম পাশে কাবা থাকে। উল্লেখ্য যে, কোনো শিশু বা রোগী এবং বহনকারী ব্যক্তি দু'জনের তাওয়াফই একসাথে আদায় হয়ে যায়।

প্রশ্ন: ৭৯. তাওয়াফের সময় ওযূ ছুটে গেলে কী করব?

উত্তর: আবার ওযূ করে এসে বাকি চক্র পুরা করবে।

উল্লেখ্য যে, বড় নাপাকী হলে ফরয গোসল, আর ছোট নাপাকি হলে ওযূ করে নেওয়া তাওয়াফের শর্ত বা ফরয। পবিত্রতা ছাড়া তাওয়াফ করা জায়েয নেই।

প্রশ্ন: ৮০. তাওয়াফের সময় কোনো যুবক বা অন্য কারোর মণী বা মযী নির্গত হয়ে গেলে কী করবে?

উত্তর: ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তৃপ্তির সাথে মণী নির্গত হলে তাওয়াফ বন্ধ করে ফরয গোসল, আর মযী নির্গত হলে শুধু ওযূ করে নেবে। অতঃপর প্রথম চক্র থেকে আবার তাওয়াফ শুরু করবে।

প্রশ্ন: ৮১. পুরুষ লোকের সাথে কোনো পর মহিলার গা স্পর্শ হয়ে গেলে কি হবে?

উত্তর: এতে দু'জনের কারোরই তাওয়াফের কোনো ক্ষতি হবে না, ওযূও ছুটবে না। তবে এ ধরনের স্পর্শ থেকে দূরে ও সাবধানে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন: ৮২. তাওয়াফ শুরুর আগে বা তাওয়াফের সময় হায়েয শুরু হয়ে গেলে কী করবে?

উত্তর: ১. তাওয়াফ করবে না, হায়েয শেষ হওয়ার পর ফরয গোসল করে তাওয়াফ ও সাঈ' করবে।

২. কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থান করলে ফেরত চলে যাবে। পবিত্র হওয়ার পর আবার মক্কায় এসে তাওয়াফ সাঈ' করবে।

৩. আর যদি দূরদেশ অর্থাৎ সৌদি আরবের বাইরে অন্য কোনো দেশ থেকে আসে, আর সফরের এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে এ অবস্থায়ই তাওয়াফ সাঈ' করে ও চুল কেটে উমরার কাজ সম্পন্ন করে নেবে।

এ মতের পক্ষে রয়েছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আহমাদ (র), ইবনে তাইমিয়্যা, ইবনুল কাইয়্যিমের মতো পূর্বেকার দিনের ফকীহগণ এবং ইবনে উসাইমীনসহ আধুনিক যামানার একদল বিজ্ঞ আলেম।

বর্ণিত উযরের বাইরে সাধারণ কোনো ছোটখাটো সমস্যার কারণে হায়েয নিফাসওয়ালী মহিলাদের তাওয়াফ করা জায়েয নেই।

প্রশ্ন: ৮৩. আর যদি তাওয়াফ শেষ করার পর হায়েয শুরু হয়ে যায় তাহলে?

উত্তর: এ অবস্থায়ই সাঈ' করে ফেলবে, এটা জায়েয আছে। কারণ সাঈ'তে পবিত্র থাকা শর্ত নয়।

প্রশ্ন: ৮৪. উমরা শেষে বাসস্থানে গিয়ে কাপড়ে হায়েযের রক্ত দেখতে পেল- এ মহিলা এখন কী করবে?

উত্তর: তাওয়াফের সময় নাকি এর পরে এ রক্ত প্রবাহ শুরু হয়েছে এটা যদি না জানা থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে সে পবিত্র আছে। অতএব, তার উমরা আদায় হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, হায়েয যদি তাওয়াফের সময় শুরু হয়, আর এটা সে নিশ্চিত জানে তাহলে এ উমরা তার আদায় হবে না।

প্রশ্ন: ৮৫. ওযূ আছে কি না এমন সন্দেহ হলে কী হবে?

উত্তর: ওযূ করেছিল, কিন্তু তাওয়াফ সাঈ'র সময় তা ছুটে গিয়েছে কি না যদি এমন সন্দেহ হয় তাহলে ফাতাওয়া হলো ওযূ আছে। তাওয়াফ শুদ্ধ হয়েছে।

প্রশ্ন: ৮৬. টেবলেট খেয়ে হায়েয বন্ধ করে উমরা করা কী জায়েয?

উত্তর: এতে যদি স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয় তাহলে জায়েয আছে। আর যদি এ টেবলেটে তার ক্ষতি হয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে টেবলেট খাওয়া জায়েয নেই।

জানা যায় যে, ইতঃপূর্বে অনেক মহিলাই এ টেবলেট খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন: ৮৭. রক্তপ্রদর হলে নারীরা কিভাবে তাওয়াফ করবে?

উত্তর: কোনো কোনো মেয়ের হায়েযের নির্দিষ্ট পিরিয়ড অতিক্রম হওয়ার পরও রোগজনিত কারণে লাল, হলদে বা মেটে রঙের রক্ত অনিয়মিতভাবে বের হতে থাকে। এটাকে রক্তপ্রদর রোগ বা ইস্তিহাদা বলা হয়। এ ধরনের রোগ থাকা অবস্থায় নামায পড়া ফরয এবং রমযানের রোযা রাখাও ফরয। কাজেই এ অবস্থায় ওযূ-গোসল করে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করতে পারবে, সাঈ' করবে, চুল কাটবে অর্থাৎ উমরা তার পরিপূর্ণভাবেই আদায় হয়ে যাবে। তাছাড়া এমতাবস্থায় নারীদের মসজিদে প্রবেশ এবং স্বামী-স্ত্রী মিলন সবই বৈধ।

প্রশ্ন: ৮৮. কোনো কোনো লোকের রোগজনিত কারণে ঘনঘন প্রস্রাব ঝরে ও গুহ্যদ্বার দিয়ে বাতাস বের হয়–এমন রোগী কিভাবে তাওয়াফ করবে?

উত্তর: ওযূ করে তাওয়াফ করবে। এর মধ্যে এগুলো বের হলেও তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। কারণ এটা একটা রোগ এবং এর নিয়ন্ত্রণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। আর প্রস্রাবের অংশবিশেষ কাপড়ে যাতে লেগে না যায় এবং তা প্রটেকশনের জন্য এক প্রকার তুলা বা কাপড়-চোপড় ফার্মেসি বা বাজারে পাওয়া যায় বলে শুনেছি। আর উযরের কারণে এগুলো ব্যবহারও জায়েয আছে।

প্রশ্ন: ৮৯. তাওয়াফের সময় ঘুম এসে গেলে কী করবে?

উত্তর: ১. যদি শুরুতেই হুইল চেয়ার বা অন্য বাহনে বসে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না।

২. আর যদি তাওয়াফের মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলেও তাওয়াফ হবে না। তবে তাওয়াফের মধ্যখানে অল্প একটু তন্দ্রা আসলে তাওয়াফ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন: ৯০. তাওয়াফের সময় শরীর থেকে রক্ত পড়লে কি কোনো ক্ষতি হবে?

উত্তর: না, হবে না। ওযূও ছুটবে না। উমর ফারূক (রা)-এর শাহাদাত বরণের দিন ঘাতকের আঘাতে তাঁর শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল, আর এ অবস্থায় তিনি ফজরের নামায আদায় করেছেন। কিন্তু হানাফী ফকীহগণ রক্ত গড়িয়ে পড়াকে ওযূ ভঙ্গের কারণ মনে করেন।

প্রশ্ন: ৯১. তাওয়াফরত অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্র বা ইহরামের কাপড়ে নাপাকি থাকলে কি তাওয়াফ হবে?

উত্তর: শরীর পবিত্র থাকা হলো তাওয়াফের শর্ত বা ফরয। কিন্তু কাপড় পবিত্র থাকতে হবে এ মর্মে কোনো নির্দেশ বা হাদীস দলীল খোঁজে পাওয়া যায় না। তাই বিজ্ঞ ফকীহদের ফাতাওয়া হলো, কাপড়ে অল্প একটু নাপাকি থাকলেও তাওয়াফ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

তবুও কাপড়টি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক।

প্রশ্ন: ৯২. ইহরামের কাপড় খুলে গেলে বা পড়ে গেলে কী হবে?

উত্তর: তাওয়াফের ৭ম শর্ত বা অন্যতম একটা ফরয হলো সতর ঢাকা। ভীড় বা চাপাচাপির কারণে যদি ইহরামের নিচের অংশ বা লুঙ্গি

খোলে যায় তাহলে তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে। হাদীসে আছে,

لَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

অর্থাৎ 'উলঙ্গ অবস্থায় যেন কেউ কাবাঘর তাওয়াফ না করে।' (বুখারী ১৬২২, মুসলিম ১৩৪৭)

আর যদি অজানা বা অখেয়ালী অবস্থায় সতরের অংশবিশেষ খোলে যায় তাহলে তাওয়াফ হয়ে যাবে। আর পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। পরণের ইহরাম বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি নাভির নিচে নেমে গেলে তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে।

কিন্তু গায়ের চাদরটি যদি পড়ে যায় বা নাভির উপড়ের কোনো অংশ খোলা থাকে তাহলে তাওয়াফ হয়ে যাবে। কারণ ফরয হলো সতর ঢাকা।

প্রশ্ন: ৯৩. কোন তাওয়াফ সাধারণ পোশাক পরে করা যায়?

উত্তর: উমরার তাওয়াফ অথবা মক্কায় প্রবেশ করেই প্রথম যে তাওয়াফ করা হয় এ দু' প্রকার তাওয়াফ ছাড়া আর যত নফল-ফরয তাওয়াফ আছে তা সবই সাধারণ পোশাক পরে করা জায়েয। হজ্জের পর যে ফরয তাওয়াফ ও সাঈ' তাও সাধারণ পোশাকে করা যায়। এমনকি বিদায়ী তাওয়াফেও ইহরামের কাপড় পরা লাগে না।

প্রশ্ন: ৯৪. তাওয়াফের আগে কি সাঈ' করা যাবে?

উত্তর: না, ক্রমধারা ভঙ্গ করার নিয়ম নাই। তাই উমরাতে আগে তাওয়াফ; পরে সাঈ'।

প্রশ্ন: ৯৫. তাওয়াফ ও সাঈ'র মাঝে কি কিছুক্ষণ বিরতি দেওয়া যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, এ দু'য়ের মাঝে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া জায়েয আছে।

প্রশ্ন: ৯৬. শরীর সুস্থ, কোনো উযর নেই। তবু হুইল চেয়ার বা খাটিয়ায় চড়ে তাওয়াফ করলে কি তা হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, তাওয়াফ শুধু হবে। এ জন্য কোনো ফিদইয়া দেওয়া লাগবে না। রাসূলুল্লাহ (স) উটের পিটে চড়ে তাওয়াফ করেছেন। (বুখারী ১৬০৭, মুসলিম ১২৭২)

তবে মতবিরোধ থেকে উর্ধ্বে থাকার জন্য যথাসম্ভব পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করাই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন: ৯৭. পথিকেরা কি জুমু'আর খুৎবার সময় তাওয়াফ করতে পারবে?

উত্তর: হ্যাঁ, তা জায়েয আছে। কেউ যদি জুমু'আর দিন মক্কা হয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে যায়, আর যদি তখন জুমু'আর খুৎবা চলতেও থাকে তবু সে সময় মুসাফির হওয়ার কারণে এ লোক তাওয়াফ করতে পারবে। কারণ মুসাফিরের জন্য জুমু'আ ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন: ৯৮. যে মুসাফির মক্কায় এসে মুকীম হয়ে গেল সে লোকটি জুমু'আর খুৎবার সময় তাওয়াফ করতে পারবে?

উত্তর: মালেকী ফকীহদের মতে, তা জায়েয নেই। তবে কিছু সংখ্যক শাফেয়ী ফকীহ এটাকে জায়েয বলেছেন। কিন্তু বিজ্ঞ ফুকাহাদের মতে, খুৎবার সময় তাওয়াফ করা জায়েয নেই। অতএব, ঐ সময় তাওয়াফ না করাই ভালো।

প্রশ্ন: ৯৯. কোনটিতে সাওয়াব বেশি নফল সালাত নাকি তাওয়াফ?

উত্তর: তাওয়াফ। কারণ তাওয়াফের সুযোগ এখানে ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

প্রশ্ন: ১০০. 'রুকনে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ' স্পর্শ করার ফযীলত কী?

উত্তর: গোনাহ মাফ হয় এবং বান্দার পক্ষে সুপারিশ করা হয়।

প্রশ্ন: ১০১. তাওয়াফ শুরু করল, কিন্তু কোনো কারণে ৭ চক্র পূরণ করতে পারল না, তাহলে কী হবে?

উত্তর: পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফের জন্য ৭ চক্র সম্পন্ন করা আবশ্যক। কিন্তু উযর থাকলে অসমাপ্ত রেখেই তাওয়াফ ক্ষান্ত করে দেওয়া জায়েয আছে। আর উযরের কারণে ক্ষান্ত করলে এ অসমাপ্ত তাওয়াফেও সাওয়াব পাবে। কিন্তু বিনা উযরে ছেড়ে দিলে সাওয়াব পাবে না।

প্রশ্ন: ১০২. তাওয়াফে 'দ্রুত' নাকি 'স্বাভাবিক গতিতে' হাঁটা উত্তম?

উত্তর: স্বাভাবিক গতিতে হাঁটাই উত্তম। ইবনে হাজারের মতে, দ্রুত হাঁটা মাকরূহ। তাছাড়া পূর্ণ মনোযোগ ও দরদমাখা অন্তর নিয়ে তাওয়াফ করা উত্তম।

প্রশ্ন: ১০৩. বিরতি ছাড়া বার বার তাওয়াফ করা কি জায়েয?

উত্তর: প্রথম তাওয়াফে ৭ চক্র পূরণ করে আবার দ্বিতীয় তাওয়াফ শুরু করা– এভাবে বার বার তাওয়াফ জায়েয আছে।

প্রত্যেক তাওয়াফের ৭ চক্র শেষে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে পরবর্তী তাওয়াফের সাত চক্র শুরু করবে। এভাবে যতবার তাওয়াফ করতে চায় তা করতে পারবে।

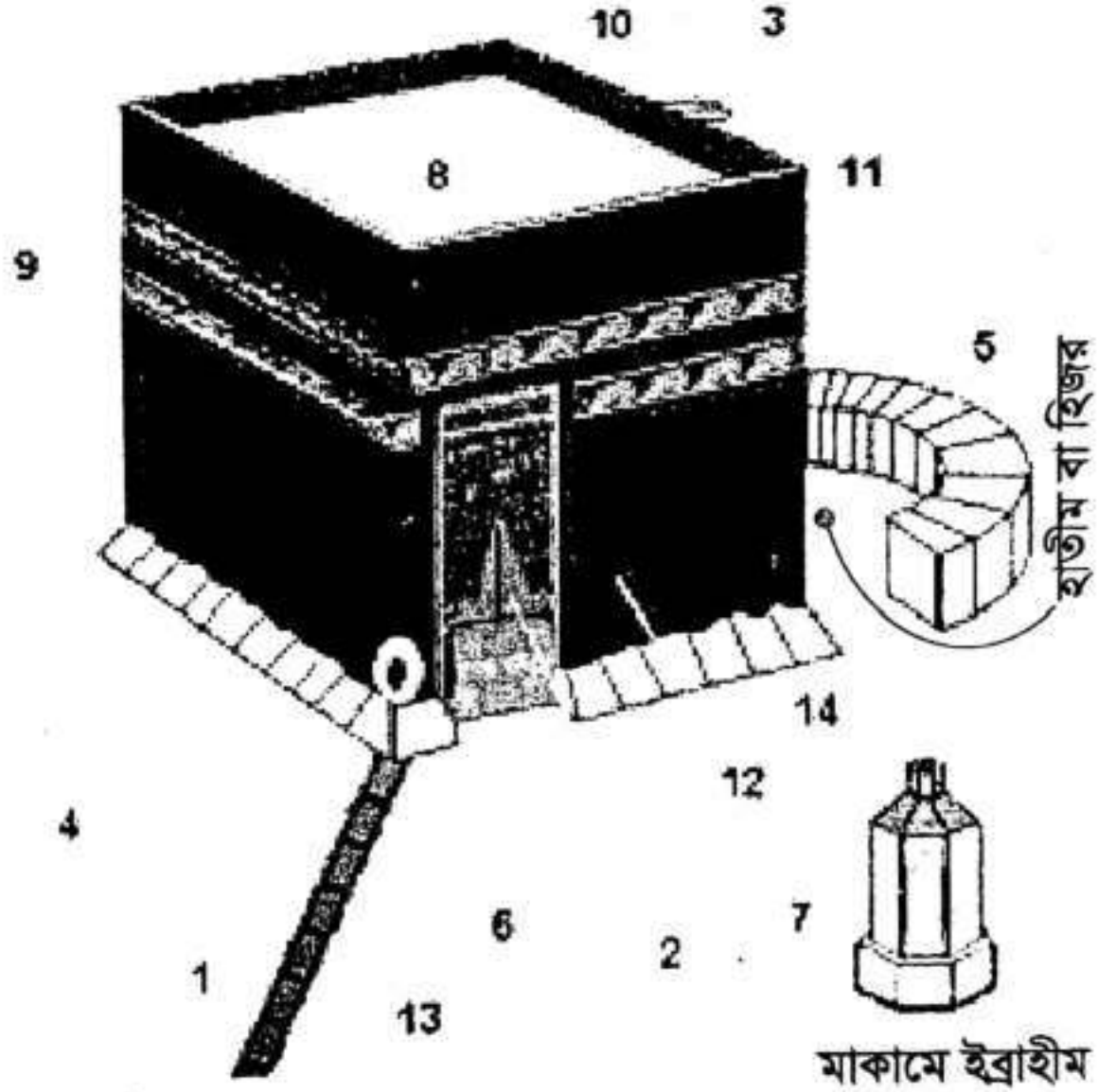
প্রশ্ন: ১০৪. কাবাগৃহের অভ্যন্তরে বা হিজরে নামায পড়ার হুকুম কী?

উত্তর: মুস্তাহাব। হিজরের ভিতরে নামায পড়া আর কাবা ঘরের ভেতরে নামায পড়া একই কথা, একই সাওয়াব।

মা আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমি কাবাঘরের ভেতরে নামায পড়তে চাইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) তখন আমার হাত ধরে আমাকে হিজরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন, আর বললেন,

صَلِّىْ فِى الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ.

'যদি কাবাগৃহের অভ্যন্তরে নামায পড়তে চাও তাহলে হিজর (অর্থাৎ হাতীম)-এর ভেতরেই সালাত আদায় কর। কেননা, হিজর কাবাঘরের অংশ।' (আবূ দাউদ ২০২৮, তিরমিযী ৮৭৬, হাদীসটি সহীহ)



প্রশ্ন: ১০৫. 'হাজারে আসওয়াদ' পাথর ছোঁয়া কি তাওয়াফের অংশ?

উত্তর: না, এটা একটা পৃথক সুন্নতী কাজ। এ পাথর ছোঁয়া বা চুম্বন করতে না পারলে তাওয়াফের কোনো ক্ষতি হয় না। ইমাম যারকাশীসহ অনেকেই এ মত পোষণ করেছেন।

প্রশ্ন: ১০৬. মুলতাযিম কী ও এখানে করণীয় কী?

উত্তর: কাবা ঘরের দরজা থেকে নিয়ে 'হাজারে আসওয়াদের' কালো পাথরের মধ্যবর্তী দুই-তিন হাত জায়গা হলো মুলতাযিম। এখানে হাত রেখে বুক লাগিয়ে বিনম্রচিত্তে দু'আ করা মুস্তাহাব। এটা দু'আ কবুলের একটি উত্তম জায়গা। সাহাবায়ে কেরাম এখানে দু'আ করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন: ১০৭. তাওয়াফের সময় হাজীরা সাধারণত, কী কী ভুল করে থাকে?

উত্তর: ১. হাজারে আসওয়াদের কাছে এসে দু'হাত উঠিয়ে ইশারা করা। অথচ শুদ্ধ হলো শুধু ডান হাতে ইশারা করা।

২. রুকনে ইয়ামানী হাত দিয়ে ইশারা করা ও চুমু দেওয়া। অথচ সুন্নত হলো এটা শুধু স্পর্শ করা।

৩. কাবাঘরের চার কোণাই স্পর্শ করা। শুদ্ধ হলো শুধু 'হাজারে আসওয়াদ' ও রুকনে ইয়ামানী ছোঁয়া।

৪. কাবাঘরের গেলাফ মুছা। অথচ এর মধ্যে সাওয়াবের কোনো কিছু নেই।

৫. সমস্বরে দু'আ ও যিকর করা। সুন্নাত হলো নিজে নিজে একা একা দু'আ করা।

৬. ব্যারিকেড দিয়ে দল বেঁধে অন্যদের কষ্ট দিয়ে তাওয়াফ করা। ব্যারিকেডের সময় কাবাঘর বামপাশে থাকার বদলে কারো কারোর পিঠ চলে যায় কাবাগৃহের দিকে। এতে তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে। তাওয়াফ বাতিল হলে উমরাও হবে না।

৭. মাকামে ইবরাহীম চুমু দেওয়া, হাত দিয়ে এটাকে মুছা। অথচ এ কাজের কোনো সাওয়াব নেই।

৮. হাজারে আসওয়াদ চুমু দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড ভীড় করে অন্য হাজীদের কষ্ট দেওয়া এবং নিজেরাও জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়া। এমনটি জায়েয নেই।

৯. প্রতিটি চক্রের জন্য বিশেষ বিশেষ দু'আ করা। অথচ শুদ্ধ হলো যেকোনো চক্রে যেকোনো দু'আ পড়া।

১০. না বুঝে দু'আ পড়া। শুদ্ধ হলো অর্থ বুঝে দু'আ করা।

১১. উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা। অথচ উত্তম হলো নিজে শুনতে পায় এমন নিম্নস্বরে চুপিসারে দু'আ করা।

১২. কেউ কেউ মনে করে, তাওয়াফ পরবর্তী দু' রাকা'আত নামায মাকামে ইবরাহীমের পেছনেই পড়তে হবে। অথচ এ নামায হারাম শরীফের যেকোনো জায়গায় যেকোনো অংশে পড়া জায়েয আছে।

১৩. এ দু' রাকা'আত সালাত দীর্ঘ করা। অথচ উত্তম হলো অন্যদেরকে সালাত পড়া থেকে বঞ্চিত না করে সংক্ষেপে তা আদায় করে ফেলা।

একাদশ অধ্যায়

সা'ঈ - اَلسَّعْىُ

প্রশ্ন: ১০৮. সাঈ'র হুকুম কী?

উত্তর: অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহদের মতে সাঈ' ফরয। যদিও হানাফী ফকীহগণ ওয়াজিব বলেছেন।

প্রশ্ন: ১০৯. সাঈ'র ফরয ও ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ১. প্রথমে তাওয়াফ ও পরে সাঈ' করা।

২. সাফা থেকে শুরু এবং মারওয়ায় গিয়ে শেষ করা।

৩. 'সাফা' ও 'মারওয়া'র পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা। একটু কম হলেও সা'ঈ আদায় হবে না।

৪. সাত চক্র পূর্ণ করা।

৫. সাঈ' করার স্থানেই সাঈ' করতে হবে। এর পাশে দিয়ে করলে হবে না।

উল্লেখ্য যে, ফরযগুলোকে শর্তও বলা হয়ে থাকে। কোনো একটা ফরয অনাদায় থাকলে সাঈ' শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন: ১১০. সাঈ'র সুন্নাত কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ১. ওযূ অবস্থায় সাঈ' করা ও সতর ঢাকা।

২. তাওয়াফ শেষে লম্বা সময় ব্যয় না করে সাঈ' শুরু করা।

৩. দুই চক্রের মাঝে লম্বা সময় বসে না থাকা উত্তম।

৪. দুই সবুজ বাতির মাঝে পুরুষদের একটুখানি দৌড়ানো।

৫. প্রত্যেক চক্রেই পাহাড় দু'টিতে আরোহণ করা।

৬. দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশে দু'আ ও যিকর করা।

৭. সক্ষম ব্যক্তির পায়ে হেঁটে সাঈ' করা।

প্রশ্ন: ১১১. সাঈ'র সময় ওযূ ছুটে গেছে, এখন কী করব?

উত্তর: এ অবস্থায়ই সাঈ' করে ফেলুন। এমনকি কোনো নারীর যদি সে সময় হায়েযও শুরু হয় তবু এ অবস্থায়ও সাঈ' করে ফেলা জায়েয আছে। কেননা, পবিত্রতা সাঈ'র সুন্নাত, ফরয নয়।

প্রশ্ন: ১১২. চক্র গণনায় সন্দেহ হলে কি করবে?

উত্তর: কমের সংখ্যাটি ধরে বাকি চক্র পূর্ণ করবেন। জেনেশুনে যদি দুই-তিন চক্র বেশি ঘুরে তাহলে সাঈ' হবে না। তবে গণনার পদ্ধতি না জানার কারণে কেউ যদি ৭ এর বদলে ১৪ চক্র ঘুরে ফেলে তবে সাঈ' শুদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ১১৩. সাঈ' করার সময় নামাযের ইকামত দিয়ে দিলে কী করব?

উত্তর: সাঈ' ভঙ্গ করে সালাতে দাঁড়িয়ে যাবেন। অতঃপর ঐ অংশ থেকে শুরু করে অবশিষ্ট চক্র পূর্ণ করবেন।

প্রশ্ন: ১১৪. হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে বাকি কয়েক চক্র হুইল চেয়ারে বসে করতে চাই, পারব কি?

উত্তর: হ্যাঁ, তা জায়েয আছে।

প্রশ্ন: ১১৫. সাঈ' করার সময় ঘুম এসে গেলে কী করব?

উত্তর: সামান্য তন্দ্রা আসলে অসুবিধা নেই। কিন্তু ভারী ঘুম এলে এ অবস্থায় সাঈ' হবে না। অথবা যদি শুধু একচক্রে গভীর ঘুম এসে যায় তাহলে ঐ চক্রটি আবার পুনরায় করতে হবে।

প্রশ্ন: ১১৬. সাঈ'তে লোকেরা সচরাচর কী কী ভুল করে থাকে?

উত্তর: ১. সাঈ'র জন্য কেউ কেউ মুখে নিয়ত উচ্চারণ করে। অথচ নিয়ত করতে হয় মনে মনে।

২. কোনো কোনো পুরুষ সবুজ চিহ্নিত স্থানে দৌড়ায় না। অথচ এটা সুন্নাত।

৩. 'ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহ' আয়াতটি দুই পাহাড়েই তিলাওয়াত করে, অথচ সুন্নাত হলো সাঈ'র শুরুতে একবার শুধুমাত্র সাফা পাহাড়ে এটা পড়বে।

৪. প্রতি চক্করের জন্য চক্রভিত্তিক খাস দু'আ পড়া। সুন্নাত হলো উন্মুক্তভাবে যেকোনো দু'আ পড়া। চক্রভিত্তিক কোনো বিশেষ দু'আ নেই।

৫. মারওয়া থেকে সাঈ' শুরু করা। কিন্তু নিয়ম হলো সাফা পাহাড় থেকে সাঈ' শুরু করা।

৬. সাফা থেকে মারওয়া হয়ে আবার সাফা পাহাড়ে ফিরে এলে ১ চক্র হয় বলে গণনা করা। অথচ নিয়ম হলো– সাফা থেকে মারওয়া ১ চক্র, আবার মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে এলে আরেক চক্র, এভাবে।

৭. অনেকেই সাফা ও মারওয়া উভয় পাহাড়ে এসে প্রত্যেক চক্রে চক্রে কাবার দিকে মুখ করে তাকবীরে তাহরীমার মতো দু' হাত উঠিয়ে ইশারা করে। অথচ এটি কোনো সুন্নতী কাজ নয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

চুল কাটা ও কামানো – اَلْحَلْقُ وَالتَّقْصِيْرُ

প্রশ্ন: ১১৭. চুল কাটার হুকুম কী?

উত্তর: চুল কাটা ওয়াজিব উমরা ও হজ্জ উভয় ইবাদতে।

প্রশ্ন: ১১৮. কোনো কোনো অবস্থায় চুল কাটতে হয়?

উত্তর: ১. শুধুমাত্র উমরা করলে তাওয়াফ সাঈ' শেষ করার পর চুল কাটা।

২. অথবা তামাত্তু হজ্জ করলে উমরার তাওয়াফ সাঈ' শেষ করে চুল কাটবে।

প্রশ্ন: ১১৯. পুরুষেরা কতটুকু পরিমাণ চুল কাটবে?

উত্তর: দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, (ক) মুণ্ডন করা ও (খ) খাটো করা।

ক. অর্থাৎ পুরো মাথা মুণ্ডন করা, আর এর মধ্যেই সাওয়াব বেশি।

খ. অথবা সমগ্র মাথা থেকে চুল খাটো করা। আর উযর ছাড়া এমনটি করা ঠিক নয়।

কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিন বার দু'আ করে বলেছেন, رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ 'মাথা মুণ্ডনকারীদের আল্লাহ দয়া করুন।' আর যারা খাটো করে কেটেছে তাদের জন্য মাত্র ১ বার দু'আ করে বলেছেন, وَالْمُقَصِّرِيْنَ -

'চুল খাটোকারীদের ও আল্লাহ দয়া করুন।' (মুসলিম ১৩০১)

উল্লেখ্য যে, যারা খাটো করবে তারা মাথার কোনো কোনো অংশ থেকে সামান্য পরিমাণ ছেটে নিলে হবে না। বরং সমগ্র মাথা থেকে সমানভাবে চুল কেটে নেবে।

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ -

'তোমাদের মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছেঁটে (নির্ভয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ কর) (সূরা ফাত্হ : ২৭)। উল্লেখ্য যে, এ সময় চুল কাটবে বা ছাটবে শুধু মাথা থেকে; শরীরের অন্য কোনো অংশ থেকে নয়।

প্রশ্ন: ১২০. মহিলারা কতটুকু পরিমাণ চুল কাটবে?

উত্তর: ইসলাম নারীদেরকে মাথা মুণ্ডন করার নির্দেশ দেয়নি। তারা তাদের মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের উপরের গিরার অর্থাৎ এক ইঞ্চির একটু কম পরিমাণ চুল কেটে নেবে। মেয়েরা এর চেয়ে বেশি কাটবে না।

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ -

'মেয়েদের মাথা মুণ্ডনের বিধান নেই। তারা শুধু চুল ছোট করে নেবে।' (আবু দাউদ ১৯৮৪)

প্রশ্ন: ১২১. চুল কোন এলাকায় বসে কাটবে?

উত্তর: হারাম শরীফের সীমানার ভেতর যেকোনো এলাকায় বসে কাটা জায়েয আছে। তবে উত্তম হলো উমরা শেষে 'মারওয়া' পাহাড়ের আশেপাশে এবং হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে মিনায় চুল কাটা। জেদ্দা বা অন্যত্র বসে কাটলে সুন্নাতের খেলাফ বিবেচিত হবে, তবে উমরা আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ১২২. ভুলে বা না জেনে যদি চুল কাটার আগেই ইহরাম ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরে ফেলে তাহলে?

উত্তর: স্মরণ হওয়া মাত্র আবার ইহরামের কাপড় পরে চুল কেটে নেবে। এরপর সাধারণ পোশাক পরবে। এতে কোনো দম বা ফিদইয়া দেওয়া লাগবে না। আর ঐ অবস্থায় যদি ইহরামকালীন নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেলে তাতেও কোনো ফিদইয়া লাগবে না।

আর যদি একেবারেই তা ভুলে গিয়ে চুল না কেটে দেশে চলে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম হাম্বলের মতে, দম দেওয়া লাগবে। দম হলো একটা ছাগল, বকরি বা দুম্বা জবাই করে মক্কার গরীবদের মাঝে এর গোশ্ত বিলিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন: ১২৩. চুল কাটায় শেষ সময় কখন?

উত্তর: যাতে নিষিদ্ধ কোনো কাজ হয়ে না যায় সে জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুল কেটে নেবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। কেউ যদি ভুলে চুল না কেটে থাকে তাহলে মৃত্যুবরণের পূর্বে যখনই মনে পড়বে বা জানতে পারবে তখনই সে স্থানে বসেই যদি চুল কেটে নেয় তাহলে তা জায়েয আছে। এ জন্য কোনো দম দেওয়া লাগবে না। শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (র) এ মতটিকে সমর্থন করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

প্রশ্ন: ১২৪. টাক মাথাওয়ালা ব্যক্তি কিভাবে চুল কাটবে?

উত্তর: একদল আলেমের মতে ব্লেড বা ক্ষুর দিয়ে সম্পূর্ণ মাথা কামিয়ে দেবে। যদিও ইমাম ইবনে তাইমিয়াসহ অপর একদল বিজ্ঞ ফকীহ টাক মাথা কামানো জরুরি নয় বলে মত দিয়েছেন।

প্রশ্ন: ১২৫. উমরা আদায়ের পর হজ্জের সময় খুব কম থাকলে কোন ধরনের চুল কাটা উত্তম?

উত্তর: উমরার পর খাটো করবে এবং হজ্জের পর মুণ্ডন করবে– এটাই উত্তম।

প্রশ্ন: ১২৬. ইহরাম অবস্থায় একজন আরেকজনের চুল কি কাটতে পারবে?

উত্তর: তাওয়াফ-সাঈ' শেষ করে হালাল হওয়ার জন্য যদি মুহরিম ব্যক্তি নিজে হালাল হওয়ার পূর্বে একজন আরেকজনের চুল কেটে দেয়, তাহলে তা জায়েয। এজন্য কোনো দম বা ফিদইয়া দেওয়া লাগবে না। কারণ এটা নিষেধ হওয়ার পক্ষে কোনো দলীল নেই।

প্রশ্ন: ১২৭. সহজে কামানোর জন্য মাথায় সাবান-পানি মিশিয়েছে– কোনো সমস্যা আছে কি?

উত্তর: না, কোনো সমস্যা নেই। তবে কোনো সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার না করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন: ১২৮. ব্লেড-ক্ষুর ছাড়া লোমনাশক তৈল দিয়ে চুল কাটা জায়েয কি না?

উত্তর: হ্যাঁ, তা জায়েয। তবে সুন্নাত হলো উমরা শেষে চুল কাটা অর্থাৎ কামানো বা খাটো করা, তুলে ফেলা নয়।

প্রশ্ন: ১২৯. উমরা করে কেউ যদি চুল কাটার আগে স্ত্রী সহবাস করে ফেলে তাহলে কি হবে?

উত্তর: ১. যদি জেনেশুনে ইচ্ছাপূর্বক এ কাজটি করে তাহলে একটি ছাগল জবাই করে মক্কার গরীবদের মধ্যে এর গোশত বিলি করে দেবে। এ মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)।

২. আর যদি ভুলে বা না জেনে এটি করে থাকে তাহলে কোনো দম বা ফিদইয়া দেওয়া লাগবে না। তবে চুল অবশ্যই পরে কেটে নিতে হবে। কারণ চুল কাটা ওয়াজিব।

প্রশ্ন: ১৩০. চুল কাটার প্রচলিত ভুলগুলো কী কী?

উত্তর: ১. কেউ মাথার বিভিন্ন পাশ থেকে আংশিক চুল কাটে। শুদ্ধ হলো পুরো মাথা থেকে চুল কাটা।

২. কেউ মাথার মস্তক বা অংশবিশেষ মুণ্ডন করে, নিয়ম হলো পুরা মাথা মুণ্ডন।

৩. কেউ কেউ চুল কাটার আগেই ইহরামের কাপড় খুলে ফেলে। শুদ্ধ হলো আগে চুল কাটা এবং তারপর কাপড় বদলানো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

مَسَائِلُ الْعُمْرَةِ

উমরার মাসাইল

প্রশ্ন: ১৩১. উমরা অর্থ কী?

উত্তর: শাব্দিক অর্থ হলো যিয়ারত বা ভ্রমণ করা। আর এর শরয়ী অর্থ হলো– নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্ধারিত কিছু কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর ঘর 'কাবা' যিয়ারত করা।

প্রশ্ন: ১৩২. উমরা কখন ফরয হয়?

উত্তর: ৯ম হিজরীতে। আর এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত। যদিও এতে মতবিরোধ রয়েছে।

প্রশ্ন: ১৩৩. রাসূলুল্লাহ (স) কতবার উমরা করেছেন?

উত্তর: ৪ বার। আর প্রতিটি উমরাই ছিল যিলকদ মাসে।

প্রথমবার	৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে সোমবার হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়। কাফিরদের বাধায় সে বছর উমরা না করেই তার সঙ্গীদের নিয়ে আবার মদীনায় ফিরে যান।
দ্বিতীয়বার	৭ম হিজরীর যিলকদ মাসে কাযা উমরা করেন।
তৃতীয়বার	৮ম হিজরীর যিলকদ মাসে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় প্রবেশ করে আবার জিয়িরানা থেকে ইহরাম করে রাতে উমরা করেন।
চতুর্থবার	১০ম হিজরীর যিলকদ মাসে বিদায় হজ্জের বছর কেরান হজ্জের সাথে তিনি উমরা করেন।

প্রশ্ন: ১৩৪. কোন্ মাসে উমরা করা উত্তম?

উত্তর: অবশ্যই রমযান মাসে উমরা করা সর্বোত্তম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, রমযান মাসের উমরা নবীজির (স) সাথে হজ্জ করার সমতুল্য। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বলেছেন, রমযান মাসের উমরা হজ্জের মাসের উমরার চেয়েও উত্তম। তিনি আরো বলেন যে, রমযান মাসের উমরাতে উম্মতের কষ্ট বেশি হয়ে যেতে পারে, এ আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ (স) এ মাসে উমরা করেননি।

প্রশ্ন: ১৩৫. উমরা পালনের জন্য কী কী শর্ত পূরণ আবশ্যক?

উত্তর: ৫টি, ১. মুসলমান হওয়া, ২. বিবেক বুদ্ধি থাকা অর্থাৎ পাগল না হওয়া, ৩. বালেগ হওয়া, ৪. স্বাধীন হওয়া অর্থাৎ কৃতদাস না হওয়া, ৫ অর্থনৈতিক ও শারীরিক সক্ষমতা থাকা, ৬. নারী হলে সাথে মাহরাম-পুরুষ থাকা।

প্রশ্ন: ১৩৬. নারীদের সাথে থাকা মাহরাম লোকটির কী কী গুণ থাকতে হবে?

উত্তর: ঐ লোকটি হতে হবে পুরুষ, মুসলিম ও বালেগ।

প্রশ্ন: ১৩৭. মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য মেয়েদের সাথী হয়ে কি উমরা করতে যাওয়া জায়েয হবে?

উত্তর: জমহুর আলেমদের মতে তা জায়েয নেই। কিন্তু মেয়েটি যদি উমরা এভাবে করেই ফেলে তবে তার উমরা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এতে তার গোনাহ হবে, তাকে তাওবা করতে হবে। এমনকি তার বোন ও বোন জামাইয়ের সাথে বা মায়ের সাথে হলেও জায়েয নেই।

প্রশ্ন: ১৩৮. মাহরাম পুরুষ না পেলে কী করবে?

উত্তর: তাহলে তার উপর উমরা ফরযই হবে না। বা তার ক্ষমতা থাকলে তার নিজ খরচে একজন মাহরাম পুরুষ সাথে নিয়ে যাবে। এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তার টাকা দিয়ে বদলি উমরা করিয়ে নিতে পারেন।

প্রশ্ন: ১৩৯. মেয়েটি যদি মক্কার বাসিন্দা বা মক্কায় অবস্থানকারী হয় তাহলেও কি মাহরাম পুরুষ লাগবে?

উত্তর: না, সেক্ষেত্রে লাগবে না। কেননা, মক্কা শহরের কোনো একটা এলাকা থেকে তানয়ীমে আয়েশা মসজিদে যাওয়া এটা কোনো সফর নয়। হানাফীদের মতে, সফরের দূরত্ব ৪৮ মাইল (৭৭ কিলোমিটার)। কাজেই এর চেয়ে কম হলে উক্ত ক্ষুদ্র দূরত্বে মাহরাম পুরুষ ছাড়াই মেয়েরা উমরা বা হজ্জ করতে পারবে।

প্রশ্ন: ১৪০. মক্কায় প্রবেশের পর উমরাকি তখনই করে ফেলা উচিত?

উত্তর: না, তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন। এরপর উমরা করতেন। এটাই হলো উত্তম পদ্ধতি।

প্রয়োজনে গোসল করে নিতে পারেন; ইহরামের কাপড় ভিজাতে পারেন, বদলাতে পারেন। অথবা গামছা, তোয়ালে বা সেলাই ছাড়া লুঙ্গি ভিজিয়েও গোসল করতে পারেন। এতে ইহরামের কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন: ১৪১. শাবানের চাঁদের ৩০ তারিখে ইহরাম করল, কিন্তু তাওয়াফ সাঈ' করল ১ রমযান। এটি কোন মাসের উমরা হবে- শাবান নাকি রমযান মাসের?

উত্তর: যে মাসে তাওয়াফ করবে সে মাসের উমরা হিসেবে গৃহীত হবে।

প্রশ্ন: ১৪২. উমরার নিয়ত করে মক্কায় প্রবেশ করে বা প্রবেশের পথে আল্লাহ না করুক দুর্ঘটনায় পড়ল বা গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেল– এমন অবস্থায় উমরা না করলে চলবে কি না?

উত্তর: ক. ইহরাম করার সময় যদি এমন শর্ত করে বলে যে,

إِنْ حَبَسَنِىْ حَابِسٌ فَمَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ.

'(হে আল্লাহ) যেখানে গিয়ে আমি বাধাগ্রস্ত হব সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।' তাহলে এ অবস্থায় তার হালাল হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে।

খ. আর যদি ইহরাম করার সময় এরূপ শর্ত না করে তাহলে যেখানে বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেখানে ফিদইয়া দিতে হবে এবং হারাম শরীফের ফকীরদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন: ১৪৩. ইহরাম করে মক্কায় এসে দেখে প্রচণ্ড ভীড়। এ অবস্থায় উমরা না করে কি কাপড়-চোপড় খুলে হালাল হয়ে যাওয়া যাবে?

উত্তর: না, এটা জায়েয নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.

'তোমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন কর।' (সূরা বাকারা: ১৯৬)

অর্থাৎ, ইহরাম করলে তা পূর্ণ করা আবশ্যক। ইচ্ছাকৃতভাবে ইহরাম ভঙ্গ করে ইহরাম থেকে বের হওয়ার বৈধতা নেই।

প্রশ্ন: ১৪৪. কী ধরনের বাধা-বিপত্তি উযর হিসেবে গণ্য হবে না?

উত্তর: যেমন– ১. সহনীয় কষ্ট-কাঠিন্য, ২. সময় অতি অল্প, ৩. ডাক্তার দেখানোর জন্য হাসপাতালে যাওয়া, ৪. গাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়া,

৫. বৃষ্টি ও ৬. মানুষের ভীড়– এগুলোর কোনোটাই উমরা না করার উযর হিসেবে গণ্য হবে না।

ইহরাম করে মক্কায় আসার পর এসব নগণ্য কারণকে উযর মনে করে উমরা না করে ইহরাম খুলে ফেলা জায়েয নেই।

প্রশ্ন: ১৪৫. পিতার অনুমতি নিয়ে কোনো সন্তান ইহরাম করল, অতঃপর পিতা বা মাতা আবার বাধা দিল– এখন কী করবে?

উত্তর: এ অবস্থায় সন্তানদের দায়িত্ব হলো উমরা করে ফেলা, এখানে পিতামাতার কথা শুনে ইহরাম খুলে ফেলা ঠিক নয়।

প্রশ্ন: ১৪৬. চার মাযহারের ইমামদের মতামত থেকে শুধু সহজগুলো খুঁজে খুঁজে আমল করা কেমন?

উত্তর: এটা জায়েয নেই। তবে যদি রায়গুলোর মধ্যে কোনটি অধিকতার শক্তিশালী, কোনটার পক্ষে হাদীস-দলীল বেশি সহীহ- এ ভিত্তিতে মাসআলা আমল করলে তা ঠিক আছে।

বিশেষ পরামর্শ:

একজন মহিলার কোন তারিখে হায়েয শুরু ও শেষ হয় এটা মেয়েদের হিসেব আছে। অতএব তাদের সাথে পরামর্শ করে তারিখ নির্ধারণ করা এবং এরোপ্লেনে সিট বুকিং দেওয়া উত্তম।

বার বার উমরা করা

প্রশ্ন: ১৪৭. বার বার উমরা করার বিষয়ে শরী'আতের নির্দেশ কী?

উত্তর: ১. মীকাতের বাইরে বা দূর দেশে যারা বসবাস করে তারা মাঝে মধ্যে বা প্রায়শই মক্কায় প্রবেশ করা ও উমরা করা জমহূর ফকীহদের মতে জায়েয আছে। হাদীসেও এ বিষয়ে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। দেখুন বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩, তিরমিযী হাদীস নং ৮১০ বা উক্ত বইয়ের শুরুতে ফযীলত অধ্যায়টি দেখে নিতে পারেন।

২. কিন্তু এক সফরে একের অধিক উমরা সাহাবায়ে কেরাম কেউই করেননি। আর ইবাদত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দলীল থাকা আবশ্যক। যেহেতু এ বিষয়ে কোনো হাদীস দলীল নেই, সেহেতু মক্কা-মদীনার ফকীহগণ এক সফরে একের অধিক উমরা করা জায়েয মনে করেন না। তবে কেউ যদি উমরা করার পর মদীনা গিয়ে আবার মক্কায় ফেরত আসে সেক্ষেত্রে আবার আরেকটি উমরা করতে পারবে। কেননা, উক্ত ব্যক্তি মীকাতের বাইরে থেকে পুনঃ প্রবেশ করছে।

প্রশ্ন: ১৪৮. আর যারা মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা বা বিদেশি লোক মক্কায় বসবাস করে তারা কি বার বার উমরা করতে পারবে?

উত্তর: হ্যাঁ, তা জায়েয আছে। তবে উত্তম হচ্ছে বার বার তাওয়াফ করা।

প্রশ্ন: ১৪৯. মীকাতের বাইরের দূর-দিগন্তের লোকেরা কতদিন পরপর উমরা করতে পারবে?

উত্তর: হাদীসে এ ধরনের কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই সাধ্য মোতাবেক যখনই সম্ভব উমরা করা জায়েয আছে।

প্রশ্ন: ১৫০. পূর্ববর্তী উমরার পর নতুন চুল এখনো গজায়নি, এমতাবস্থায় আবার উমরা করা কি জায়েয?

উত্তর: এত অল্প সময়ের ব্যবধানে না করাই উত্তম।

প্রশ্ন: ১৫১. ঘন ঘন উমরা নাকি তাওয়াফ করা ভালো?

উত্তর: উত্তম হলো বেশি বেশি তাওয়াফ করা।

প্রশ্ন: ১৫২. দূর থেকে আগত লোকদের জন্য কোনটি উত্তম বার বার উমরা নাকি সমপরিমাণ অর্থ অন্য কোনো ভালো কাজে খরচ করা?

উত্তর: ১. উভয়টাই করতে পারলে ভালো। ২. আর তা না পারলে ঘন ঘন উমরার চেয়ে সমপরিমাণ অর্থ অন্যান্য ভালো কাজে ব্যয় করা উত্তম।

মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছানো

প্রশ্ন: ১৫৩. কী কী কাজ করলে মৃত ব্যক্তি এর সাওয়াব পায়?

উত্তর: ক. দু'আ, দান-খয়রাত, হজ্জ ও উমরা এবং সিয়াম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ.

'আদম সন্তান যখন মৃত্যুবরণ করে তখন সে মুহূর্ত থেকে তার আর কোনো আমল করার সুযোগ থাকে না। তবে জীবদ্দশায় ৩টি কাজ করে গেলে এর সাওয়াব সে পেতে থাকে। এ তিনটি কাজ হলো, (ক) দান-খয়রাত, (খ) এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া, যারা তার জন্য দু'আ করে এবং (গ) এমন ইল্‌ম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। (মুসলিম: ১৬৩১)

প্রথমত, দু'আ দ্বারা মৃত জীবিত সকলেই উপকৃত হয়। এ বিষয়ে সকল আলেমই একমত।

দ্বিতীয়ত, মৃতের পক্ষ থেকে যদি তার ওয়ারিশ বা যেকোনো লোক দান-খয়রাত করে, মসজিদ মাদরাসা বা ইয়াতীমখানা বানায় তাহলে মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হয়।

তৃতীয়ত, মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ বা উমরা করলে এর সওয়াব মৃত লোক পায়। বদলি করলে বা করালে মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী হজ্জ ও উমরার ফরজিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থত, কোনো ব্যক্তি যদি ফরয, কাফফারা বা মান্নাতের সিয়াম পালনের পূর্বে মারা যায় তাহলে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশ বা অন্য কেউ এ রোযা পালন করে তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তি এর জবাবদিহিতা থেকে বেঁচে যাবে।

কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি কাফির, মুশরিক হয় বা বেঈমান হয়ে কেউ মারা যায় তাহলে তার পক্ষ থেকে জীবিত কেউ ঈমান গ্রহণ করলে এর বদলি আদায় হবে না।

প্রশ্ন: ১৫৪. মোল্লা দিয়ে কুরআন খতম করালে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয় কি?

উত্তর: মোল্লা দিয়ে কুরআন পড়ালে মাইয়্যেত সাওয়াব পায় এমন কথা রাসূলুল্লাহ (স) বলেননি। সাহাবায়ে কেরামের যামানায়ও এ ধরনের খতম পড়ানোর প্রচলন ছিল না।

তাই মৃত ব্যক্তির জন্য মোল্লা মুন্সিদের টাকা দিয়ে কুরআন পড়ানোকে বিজ্ঞ ফকীহগণ জায়েয মনে করেন না। তবে যেসব কাজ করলে মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পায় তা হলো,

১. জানাযা পড়া, ২. দাফন করা, ৩. তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা, ৪. তার বৈধ ওসীয়ত পূর্ণ করা, ৫. তার সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া, ৬. তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, ৭. তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা, ৮. ছুটে যাওয়া তার ফরয রোযা পালন করা, ৯. তার পক্ষে হজ্জ বা উমরা করা, ১০. কুরবানী করা, ১১. মান্নত পুরা করা, ১২. তার কবর যিয়ারত করা, ১৩. সে কোনো গোনাহের কাজ চালু করে গেলে তা বন্ধ করে দেওয়া, ১৪. কারো হক নষ্ট করে থাকলে তা পরিশোধ করে দেওয়া বা হকদারের কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া ১৫. তার পক্ষ থেকে ইয়াতীম মিসকিন ও আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানো ও ইলমের খিদমত করা, ১৬. তার জন্য দু'আ করা ইত্যাদি।

তবে কুলখানি, চল্লিশা, চেহলাম, নামাযের কাফফারা প্রদান, কবর পাকা করা, কবরে ফুল দেওয়া, মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থে দাড়িয়ে নিরবতা পালন, কালো ব্যাজ ধারণ ও মৃত্যু দিবস পালন করলে মাইয়্যেত উপকৃত হয় না।

চতুর্দশ অধ্যায়

اَلْعُمْرَةُ بِالنِّيَابَةِ

বদলি উমরা

প্রশ্ন: ১৫৫. যে ব্যক্তি নিজের উমরা আগে করেনি সেই লোককি অন্যের বদলি উমরা করতে পারবে?

উত্তর: না, তা জায়েয নেই। নিজের উমরা আগে যে ব্যক্তি পালন করেছে কেবল ঐ লোকই অন্যের বদলি উমরা করতে পারবে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে বললেন,

حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

'আগে তোমার নিজের হজ্জ আদায় কর; অতঃপর শুবরামার বদলি হজ্জ কর।' (আবূ দাউদ : ১৮১১)

উক্ত হাদীসের আলোকে কিয়াস করে ওলামায়ে কেরাম এ মত ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বইয়ে যার পক্ষে উমরা করবে তাকে **'বদলি নিয়োগকারী'** এবং যে ব্যক্তি আদায় করবে তাকে **'বদলি আদায়কারী'** উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: ১৫৬. বদলি উমরা হলে বদলিদাতা কোথা থেকে ইহরাম করবে?

উত্তর: যার বদলি উমরা করা হবে ঐ ব্যক্তি যদি কোনো মীকাত নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে সেখান থেকেই ইহরাম করবে। আর শর্ত না করলে যেকোনো মীকাত থেকে ইহরাম করবে।

প্রশ্ন: ১৫৭. বদলি উমরার নিয়ত কিভাবে করব?

উত্তর: যার বদলি উমরা করবেন তার নাম নেবেন এভাবে:

ক. যদি আব্দুল্লাহ সাহেবের পক্ষ থেকে বদলি উমরা করেন তাহলে বলবেন, لَبَّيْكَ عُمْرَةً عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ .

খ. অথবা আয়েশা নামক এক মহিলার পক্ষ থেকে বদলি করছেন, সেক্ষেত্রে বলবেন, لَبَّيْكَ عُمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ .

প্রশ্ন: ১৫৮. জানা না থাকা বা বেখেয়ালির কারণে নিয়তের সময় বদলি নিয়োগকারীর নাম উচ্চারণ করেনি তার উমরা কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, হয়ে যাবে। কেননা, মনের সংকল্পই হলো প্রকৃত নিয়ত।

প্রশ্ন: ১৫৯. নিয়ত কি বদলানো যায়? অর্থাৎ বদলি উমরার নিয়ত করে এসে এখন নিজের উমরা করতে চায় অথবা নিজের উমরার নিয়ত করে ইহরাম করেছে, এখন সে অন্যের পক্ষ থেকে বদলি উমরা করতে চায়- এটা জায়েয হবে কি?

উত্তর: তাওয়াফের আগে হলে তা জায়েয।

প্রশ্ন: ১৬০. ভুলে বা না জেনে নিয়ত বদলিয়েই ফেলেছে, এর হুকুম কী?

উত্তর: ইহরামের সময় যার উমরা বলে নিয়ত করেছিল সেটা আদায় হবে। আর এ মর্মে ফাতাওয়া দিয়েছেন শায়খ ইবনে বা'য (র)।

প্রশ্ন: ১৬১. যে ব্যক্তি নিজের উমরা করার পর অন্যের জন্য বদলি উমরা করতে চায়– সে লোক কোথা থেকে আবার ইহরাম করবে?

উত্তর: তানয়ীমে আয়েশা মসজিদ থেকে। অথবা মক্কার হুদূদের বাইরে যেকোনো স্থান থেকে। উল্লেখ্য যে, হুদূদের বাইরের এলাকাকে বলা হয় হিল্ল অর্থাৎ নিকটবর্তী।

প্রশ্ন: ১৬২. পক্ষান্তরে যদি কেউ অন্যের বদলি উমরা করার পর নিজের জন্য আবার উমরা করতে চায় তাহলে কোথা থেকে ইহরাম করবে?

উত্তর: ঐ একই উত্তর। মক্কার হুদুদের বাইরে হিল্ল-এ গিয়ে যেকোনো জায়গা থেকে ইহরাম করবে।

প্রশ্ন: ১৬৩. নিজের জন্য নফল উমরা, নাকি অন্যের পক্ষে বদলি উমরা, কোনটিতে সাওয়াব বেশি?

উত্তর: যে মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় উমরা করতে পারেনি তার পক্ষে বদলি উমরা করা নিজের অতিরিক্ত নফল উমরার চেয়ে সাওয়াব বেশি। সেক্ষেত্রে মৃত মাতা, পিতা, ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়দের পক্ষে বদলি উমরা করা উত্তম।

প্রশ্ন: ১৬৪. বদলি হজ্জ বা উমরাতে বদলি আদায়কারীর কি কোনো সাওয়াব আছে?

উত্তর: কোনো কোনো ফকীহর মতে, বদলি আদায়কারীও একটা পূর্ণ হজ্জ বা উমরার সাওয়াব পাবে।

প্রশ্ন: ১৬৫. কোন ধরনের লোকের পক্ষ থেকে বদলি উমরা করা যায়?

উত্তর: ১. যে লোকের ওপর উমরা করা ফরয ছিল, কিন্তু তা আদায় না করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে ব্যক্তির পক্ষে বদলি উমরা করা আবশ্যক।

২. এ ছাড়াও যেকোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নফল উমরা করা জায়েয।

৩. এমন অসুস্থ অর্থহীন ও অক্ষম জীবিত লোক, যার মক্কায় পৌছা ও উমরা করার সম্ভাবনা নেই– তার পক্ষেও বদলি উমরা করা জায়েয। তবে সুস্থ-সবল স্বচ্ছল ছেলেমেয়ে, যারা উমরা করতে সক্ষম এমন লোকদের পক্ষ থেকে বদলি উমরা করা জায়েয নেই।

প্রশ্ন: ১৬৬. বদলি উমরার জন্য কী কী শর্ত পূরণ আবশ্যক?

উত্তর: ১. নিয়ত করা: যার পক্ষে বদলি করবে ইহরামের সময় তার নাম উচ্চারণ করা। তবে কোনো কারণে তার নাম উচ্চারণ না করলে মনের সংকল্পই নিয়ত হিসেবে আদায় হয়ে যাবে।

২. অক্ষম হওয়া, অর্থাৎ যার পক্ষে বদলি উমরা করা হবে সে লোকটি অক্ষম হওয়া।

৩. জীবিত থাকলে বদলি নিয়োগকারীর অনুমতি নেওয়া, তবে কোনো মৃতের পক্ষে বদলি উমরা করলে অনুমতি নেওয়ার কোনো বিষয় নেই।

৪. বদলি আদায়কারী আগে নিজের উমরা করেছেন এমন হওয়া। অর্থাৎ, নিজের উমরা আগে আদায় না করে বদলি উমরা না করা। বদলি হজ্জের বেলায়ও একই মাসআলা অর্থাৎ আগে নিজের হজ্জ করা এবং পরে অন্যের বদলি করা।

৫. বদলি আদায়কারী আকেল অর্থাৎ হুঁশ-জ্ঞান সম্পন্ন ও বালেগ হওয়া। কোনো কোনো নাবালেগ যদি কারোর ফরয উমরা বদলি করে তাহলে তা আদায় হবে না। তবে নফল উমরা বদলি করলে আদায়কারী নাবালেগ হলেও তা জায়েয।

প্রশ্ন: ১৬৭. বদলি উমরা করানোর জন্য কোন্ কোন্ ব্যক্তি অক্ষম হিসেবে বিবেচিত হবে?

উত্তর: ১. এমন অসুস্থ ব্যক্তি যার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার পক্ষে বদলি উমরা করা জায়েয নেই। কারণ সে সুস্থ হয়ে নিজের উমরা সে নিজেই করতে পারে।

২. হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এমন লোক।

৩. দীর্ঘ দিন যাবৎ নিখোঁজ মৃত্যুবরণ করে থাকার সম্ভাবনাই বেশি এমন ব্যক্তি।

আর যেসব লোকের পক্ষে বদলি উমরা জায়েয নেই তারা হলো:

ক. দরিদ্র ব্যক্তি, কারণ সে কোনো সময় স্বচ্ছল হতেও পারে।

খ. কারারুদ্ধ ব্যক্তি, কারণ সে মেয়াদ শেষে জেল থেকে মুক্তি পেতে পারে।

গ. অন্ধ, কারণ অন্ধের উপর উমরা ওয়াজিব নয়।

ঘ. পাগল, তার উপরও উমরা ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন: ১৬৮. বদলি আদায়কারী কি বদলি নিয়োগকারী আত্মীয় হওয়া আবশ্যক?

উত্তর: না, তা জরুরি নয়। যে কেউ অন্য যেকোনো লোকের বদলি উমরা বা বদলি হজ্জ করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে বদলি আদায়কারী এসবের মাস্আলায় পরাদর্শী হলে তা উত্তম।

প্রশ্ন: ১৬৯. সন্তান যদি বদলি করে তাহলে কার উমরা আগে করবে– মায়ের নাকি বাবার?

উত্তর: ১. মায়ের। ২. আর যদি মা-বাবা দু'জনের একজন আগে উমরা করে থাকেন তাহলে যিনি আগে উমরা করেননি তার উমরা আগে করবে।

প্রশ্ন: ১৭০. কেউ কেউ নবীজির (স) পক্ষে বদলি উমরা করে– এটা কি ঠিক?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (স)-এর সবচেয়ে প্রিয় ও কাছের লোক ছিলেন তার সাহাবাগণ। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবাদের কেউই এ কাজ করেননি। ইবাদতের মূল সূত্র হলো কুরআন কারীম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ ও তাঁর স্বীকৃতি। এর বাইরে কোনো কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। এর আলোকে ফকীহগণের মত হলো নবীজির (স) পক্ষে বদলি উমরা করা জায়েয নেই। কল্পনাপ্রসূত কোনো কাজ ইবাদত হয় না। তবে তাঁর উম্মতেরা যত নেক আমল করে ও করবে এর সাওয়াব রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলনামায় এমনিতেই যোগ হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

عُمْرَةُ الصَّبِيِّ

শিশুর উমরা

প্রশ্ন: ১৭১. অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা অবোধ শিশু যদি উমরা করে তাহলে কি তা আদায় হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, হবে। তবে এর সাওয়াব পাবে তার মাতাপিতা। একবার বনী খাস্‌আম্‌ গোত্রের এক মহিলা এক শিশুকে উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন,

أَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.

'এ (শিশুর) কি হজ্জ আছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন: হ্যাঁ, তবে এর সাওয়াব হবে তোমার।' (মুসলিম ১৩৩৬)

এ হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেন যে, শিশুর হজ্জ যেমন আছে তেমনি উমরাও আছে। এমনকি যে শিশুর কোনো বোধশক্তি নেই তারও হজ্জ ও উমরা আছে। তবে বালেগ হওয়ার পর হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তগুলো তার মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে আবার ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন: ১৭২. শিশুরা উমরা করলে নিয়ত কিভাবে করবে?

উত্তর: নিয়ত তো করবে মনে মনে। এতদসঙ্গে অভিভাবক শিশুর পক্ষ থেকে বলবে, 'লাব্বাইকা উমরা আন ....(অমুক), অর্থাৎ শিশুর নাম উচ্চারণ করবে।

প্রশ্ন: ১৭৩. ইহরাম করার পর যদি কোনো শিশু উমরা করতে না চায় তাহলে কী করব?

উত্তর: যদি সে না চায় বা ইহরামের কাপড় খুলে ফেলার জন্য চিল্লাচিল্লি করে বা খুলেই ফেলে তাহলে তাকে জোর করে উমরা না করালেও চলবে। তাকে তার ইহরাম বদলিয়ে স্বাভাবিক পোশাক পরিয়ে ফেলতে পারেন। এটা জায়েয আছে। এ জন্য কোনো দম বা ফিদ্ইয়া দেওয়া লাগবে না। সৌদি আরবের মুফতী শেখ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উসাইমীন (র) এ মতকে সমর্থন করেছেন।

নাবালেগ অবস্থায় নামায ভঙ্গ করলে গোনাহ নেই। তাই এর আলোকে কিয়াস করে ফকীহগণ এ ফাতাওয়া দিয়েছেন। ভীড়ের প্রচণ্ডতা বেশি থাকলে শিশুদের উমরার ইহরাম না পরানোই ভালো। এতে অভিভাবকের মনোযোগে ডিস্টার্ব হয়।

তবে ভীড় বেশি না হলে আর শিশু রাজি থাকলে সাথে আনা শিশুদেরকে উমরা করানোই উত্তম। এতে পিতামাতা অনেক পুরস্কৃত হবেন।

প্রশ্ন: ১৭৪. ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষেধ এর কোনো কোনো কাজ যদি শিশু করে ফেলে তাহলে কী হবে?

উত্তর: যেহেতু শিশুরা অবোধ এবং শরী'আতের হুকুম-আহকাম তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয় সেহেতু কোনো অসুবিধা নেই। এ জন্য তার পিতামাতা বা অভিভাবককে ঐ শিশুর পক্ষ থেকে কোনো দম বা ফিদ্ইয়া দেওয়া লাগবে না।

ষোড়শ অধ্যায়

اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ : فَضَائِلُ وَاَحْكَامُ

হাজারে আস্ওয়াদ্ : ফযীলত ও বিধি-বিধান

প্রশ্ন: ১৭৫. হাজারে আস্ওয়াদ কী? এর ফযীলত ও বিধি-বিধান কী?

উত্তর: কাবাঘরের দরজার পাশের কোণাটিতে রক্ষিত পাথরটি হলো 'হাজারে আস্ওয়াদ। এখান থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। এ পাথরের পরিচয়, মর্যাদা ও বিধান নিয়ে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. এ পাথরটি এসেছে জান্নাত থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ.

'হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথরটি) জান্নাত থেকে এসেছে।' (নাসাঈ ২৯৩৫)

২. বেহেশতে এ পাথরের রঙ ছিল ধবধবে সাদা, সাহাবী আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে,

نَزَلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ.

'হাজারে আসওয়াদ (পাথরটি) জান্নাত থেকে (দুনিয়ায়) এসেছে। (পূর্বে) এটি ছিল দুধের চেয়েও সাদা। বনী আদমের গোনাহ এটাকে কালো করে দিয়েছে।' (তিরমিযী ৮৭৭)

৩. এ পাথরকে চুম্বন ও স্পর্শ করা সুন্নাত, 'হাজারে আসওয়াদ'কে চুমু দেওয়া সুন্নাত। আর তা না পারলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে স্পর্শকৃত হাতে চুমু দেবে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) এ পাথরকে লাঠি দিয়ে স্পর্শ করেও এ লাঠিকে চুমু খেয়েছেন। খলীফা উমর (রা) বলেছেন,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

'আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে ও চুমু খেতে দেখেছি।' (তিরমিযী ৮৬১, বুখারী ১৬১১)

উল্লেখ্য যে, পাথরটি ছোঁয়া ছাড়া শুধু হাত ইশারা করে সে হাতে চুমু খাওয়া ঠিক নয়। কেননা, এর পক্ষে কোনো হাদীস-দলীল নেই।

৪. ইবনে উমর (রা)-র চুমু খাওয়া, ইমাম মুসলিম নাফে' থেকে বর্ণনা করে বলেন যে,

رَأَيْتُ اِبْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

"আমি ইবনে উমরকে হাত দিয়ে 'হাজারে আসওয়াদ' স্পর্শ করতে এবং তারপর চুমু খেতে দেখেছি। তিনি (ইবনে উমর) বলেন, আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে এটি করতে দেখেছি, সে দিন থেকে এ কাজটি আমি কখনো বাদ দেইনি।' (বুখারী ১২৬৮)

৫. এখানে ইশারা করা ও তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে,

طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلٰى بَعِيْرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْئٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ.

'নবী (স) উটের উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। যখনই তিনি (হাজারে আস্ওয়াদের) কোণায় আসতেন, তখন তাঁর কাছে যা-ই থাকতো তা দিয়ে তিনি সেদিকে ইশারা করতেন ও আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিতেন।' (বুখারী ১৬১৩)

৬. সাবধান! পাথরটির নিজস্ব কোনো ক্ষমতা আছে বলে মনে না করা। উমর (রা) পাথরকে চুমু দেওয়ার সময় বলেছেন,

إِنِّىْ أَعْلَمُ أَنَّكِ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُقَبِّلُكِ مَا قَبَّلْتُكِ.

(হে হাজারে আসওয়াদ!) আমি জানি তুমি শুধু একটি পাথর, মানুষের ক্ষতি বা উপকার কিছুই করার ক্ষমতা তোমার নেই। রাসূলুল্লাহ (স) তোমাকে চুমু দিয়েছেন- এটা যদি আমি না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে চুমু খেতাম না।'
(ইবনে খুযাইমা ৪/২১৩, বুখারী ১৫৯৭, মুসলিম ১২৭০)

৭. হাজারে আসওয়াদের স্পর্শ গোনাহ কমিয়ে দেয়: রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيْئَةَ.

ক. (রুকনে ইয়ামেনী ও হাজারে আসওয়াদ) এ দু'টি রুক্নের স্পর্শ পাপরাশি মুছে দেয়। (নাসাঈ ২৯১৯)

إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حُطًّا.

খ. 'হাজারে আসওয়াদ' ও 'রুকনে ইয়ামানী'-র স্পর্শ গোনাহগুলোকে সম্পূর্ণরূপে মুছে দেয়। (সহীহ ইবনে হিব্বান ৩৬৯৮, মুসনাদ আহমদ ২/৯৮, হাদীসটি হাসান)

৮. কিয়ামতের দিন বান্দার পক্ষে সুপারিশ করবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لَيَبْعَثُنَّ اللّٰهُ هٰذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُ بِهِمَا. وَلِسَانًا يَنْطِقُ بِهِ. يَشْهَدُ عَلٰى مَنْ إِسْتَلَمَهُ بِالْحَقِّ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এর রুক্নকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবেন। তার দু'টি চক্ষু থাকবে, যা দ্বারা সে দেখতে পারে; একটি জিহ্বা থাকবে যা দ্বারা সে কথা বলবে এবং যারা একে স্পর্শ করেছে সত্যিকারভাবে, এ পাথর তাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।'
(তিরমিযী ৯৬১)

৯. মানুষকে কষ্ট দিয়ে চুমু না খাওয়া। রাসূলুল্লাহ (স) এ মর্মে উমর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে,

'হে উমর! তুমি শক্তিশালী মানুষ। তুমি দুর্বলকে কষ্ট দেবে না! যখন তুমি নিরিবিলি পাবে, তখন 'হাজারে আসওয়াদ'কে চুমু দিও। অন্যথায় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে চলে যেও।' (আহমদ ১/২৮)

সপ্তদশ অধ্যায়

যমযমের পানি – مَاءُ زَمْزَمَ

আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর নবী ইবরাহীম (আ) কাবার পাশে নির্জন প্রান্তরে তাঁর শিশুপুত্রকে শিশুর মাতাসহ রেখে তাদেরকে ছেড়ে রওয়ানা দিলেন, আর আল্লাহকে বললেন,

رَبَّنَآ اِنِّیْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِیْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ -

'হে আমাদের রব! আমার এক ঔরসজাত সন্তান (শিশু ইসমাইলকে অনুর্বর) ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘর (কাবার) পাশে বসবাসের জন্য রেখে চলে গেলাম।' (সূরা ইবরাহীম : ৩৭)

একমাত্র মা হাজেরা ছাড়া এ শিশুর কাছে আর কেউ ছিল না। আল্লাহর রহমতই ছিল এ দু'জনের একমাত্র সাথী। একসময় তাদের পানি ফুরিয়ে গেলে 'মা হাজেরা অস্থির চিত্তে নিকটস্থ সাফা পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড়, আবার মারওয়া থেকে সাফা এভাবে দৌড়াদৌড়ি করলেন, যা আজ উমরা ও হজ্জের রুকন হিসেবে আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও একটুখানি পানির জন্য কোনো নিশানা যখন পাওয়া গেল না তখন সে মুহূর্তে একজন ফেরেশতা তার পায়ের গোঁড়ালি দিয়ে অথবা (বললেন) তার পাখা দিয়ে মাটিতে আঘাত করল। অতঃপর সেখান থেকে কুদরতিভাবে পানি বের হতে লাগল। ইসমাঈলের মাতা পাত্রে পানি জমাতে লাগল। (আল ফাতাহ : ৬/৪৬৩)

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ইসমাঈলের আম্মাকে আল্লাহ রহম করুন। তিনি যদি পানিকে আটকে না দিতেন, অথবা (বলেছেন) তিনি কোষ করে পানি না তুলতেন, তাহলে যমযম একটি প্রবহমান ঝর্ণা ধারায় পরিণত হতো।

এ হলো যমযমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রশ্ন: ১৭৬. যমযমের পানিতে কী কী গুণ রয়েছে?

উত্তর: নিচে ২টি হাদীস উল্লেখ করা হলো, যেখানে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

ক. যমযমের পানি যে উদ্দেশ্য পান করা হয় আল্লাহ তাআলা তাই হাসিল করে দেন।' (ইবনে মাজাহ ৩০৬২, হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন)

طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ.

খ. (যমযমের পানি শুধু পানীয়ই নয়, বরং এটা) এক প্রকার খাদ্যও বটে এবং তা রোগ-বালাইর জন্য ঔষধ।' (বায্যার ৯/৩৬১, আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুত তারগীব ২/১৯)

উল্লেখ্য যে, যমযমে প্রধানত ৩টি গুণ রয়েছে, এটি ১. পানি, ২. খাবার ও ৩. ঔষধ।

প্রশ্ন: ১৭৭. যমযমের পানি কী পরিমাণ খাওয়া মুস্তাহাব?

উত্তর: পেটভরে পান করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اٰيَةٌ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُوْنَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ.

'আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন হলো (যে আমরা পেটভর্তি করে যমযম পানি পান করি আর) মুনাফিকরা পেটপুরে যমযমের পানি পান করে না।' (হাকেম১৭৩৮, হাদীসটি হাসান, ইবনে মাজাহ ৩০৬১, আলবানী বলেন, হাদীসটি দ্বায়ীফ অর্থাৎ দুর্বল)

প্রশ্ন: ১৭৮. যমযমের পানি কিভাবে পান করব?

উত্তর: ১. রাসূলুল্লাহ (স) একবার দাঁড়ানো অবস্থায় যমযম পান করেছেন। তবে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পান করেছেন– বিষয়টি এমন নয়। আগেই দাঁড়ানো ছিলেন, আর সে অবস্থায়ই পান করেছেন। কাজেই শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যেকোনো অবস্থায় যমযম পান করা যেতে পারে। তবে কিবলামুখী হয়ে পান করা মুস্তাহাব কি না এ বিষয়ে কোনো দলীল খুঁজে পাইনি।

২. যমযম পান করার সময় দু'আ পড়া মুস্তাহাব। সালফে সালেহীনদের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে, যমযম পানের সময় দু'আ করলে তা কবুল হয়ে যায়।

সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা) যমযম পান করার সময় এ দু'আটি পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্আলুকা ইল্মান্ নাফেয়ান্ অরিযক্বান্ ওয়াছিয়ান্, অশিফাআন্ মিন্ কুল্লি দা।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই উপকারী ইলম, প্রশস্ত রিযিক ও রোগ বালাই থেকে মুক্তি।' (হাকেম ১৭৩৯; দারে কুতনী ২৭৩৮)

এ দু'আটি পানি পানের শুরুতে বা শেষেও পড়া যেতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়, হজ্জের সময় ষাট-সত্তর লক্ষ লোকের দৈনিক পানের জন্য যত জোরেই উত্তোলন করা হয় তাতে এ কূপের ভেতর পানির উচ্চতা সমানই থাকে। এর স্তর নিচে নামে না, সুবহানাল্লাহ!

প্রশ্ন: ১৭৯. যমযমের পানি দিয়ে ওযূ-গোসল করাকি জায়েয?

উত্তর: হ্যাঁ, তা জায়েয। তবে বিশেষ করে পান করার জন্য রক্ষিত যমযম দ্বারা ওযূ-গোসল করা ঠিক নয়।

আর ওযূ বা গোসল করলে এ পানি যেন কোনো নাপাক জায়গায় না যায় তা লক্ষ্য রাখবে। কারণ এ পানি হলো বরকতময় পানি।

অষ্টদশ অধ্যায়

أَحْكَامُ الْعِبَادَةِ فِىْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

মক্কা মুকাররামা ও মাসজিদুল হারামে ইবাদতের বিধি-বিধান

প্রশ্ন: ১৮০. মক্কা মুকাররামায় সালাত আদায় করলে কী পরিমাণ সাওয়াব হয়?

উত্তর: জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

صَلَاةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.

'মসজিদুল হারামে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের তুলনায় তা এক লক্ষ সালাতের চেয়েও বেশি সাওয়াব।'
(ইবনে মাজাহ : ১৪০৬)

ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ ও আলবানীর মতে, এ সাওয়াব ফরয ও সুন্নাত-নফল সকল সালাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস ছাড়া অন্য যেকোনো জায়গায় উদাহরণস্বরূপ যদি এক লক্ষ দিন ফজরের নামায আদায় করে থাকে তাহলে এর চেয়েও বেশি সাওয়াব হয় মসজিদুল হারামে মাত্র ১ ওয়াক্ত ফজর আদায় করলে। এ হিসাব সকল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বছরে ৩৬৫ দিন। এ সংখ্যা দিয়ে যদি ১০০০০০ কে ভাগ দেন তাহলে দেখবেন, এক লক্ষ ওয়াক্ত ফজর পড়তে হলে লেগে যাবে প্রায় ২৭৪ বছর। বর্তমান যামানায় এমন কেউ কি জগতে আছে, যার বয়স পৌনে তিন শ' বছর! এতো হলো মাত্র ১ ওয়াক্ত নামাযের পুরস্কার! সুবহানাল্লাহ। আর যারা দশ-পনেরো দিন বা মাসব্যাপী সেখানে দৈনিকের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তাতে কত সাওয়াব।

প্রশ্ন: ১৮১. সেখানে অন্যান্য ইবাদতেও কি সাওয়াব এভাবে বর্ধিত হয়?

উত্তর: কোনো কোনো আলেমের মতে, সব ভালো কাজে মক্কায় বহুগুণ সাওয়াব হয়, তবে কত গুণ বর্ধিত হয় তা নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

প্রাচীন যামানার সালফে সালেহীনগণ মক্কায় দান-খয়রাত, সিয়াম পালন ও সকল প্রকার নেকের কাজ করতে পছন্দ করতেন। তাদের কেউ কেউ মক্কায় প্রবেশ করলেই পুরা কুরআন এক খতম না করে বের হতেন না।

প্রশ্ন: ১৮২. এখানে কি গোনাহও বৃদ্ধি পায়?

উত্তর: একদল আলেমের মতে, মক্কা শরীফে করা একটা গোনাহ অন্যত্র বহু গোনাহ করার শামিল।

দুনিয়ার অন্য কোনো জায়গায় পাপ কাজ করার ইচ্ছা করলে তা না করা পর্যন্ত গোনাহ হয় না। কিন্তু মক্কা মুকাররামায় কোনো পাপ কাজের নিয়ত করার সাথে সাথেই গোনাহ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

'যে ব্যক্তি (মক্কায়) সামান্যতম পাপাচারের ইচ্ছা পোষণ করবে তাকে আমি অত্যন্ত কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব।' (সূরা হজ্জ: ২৫)

এ ভয়ে সালফে সালেহীনদের কেউ কেউ মক্কার বাইরে অবস্থান করতেন।

প্রশ্ন: ১৮৩. এক লক্ষ গুণ সাওয়াব কি শুধু হারামে নাকি পুরো মক্কায়?

উত্তর: কেউ কেউ এ সাওয়াব হারাম শরীফের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করলেও অধিকাংশ ফকীহদের মতে, পুরো মক্কার মধ্যে এই সাওয়াব, ইনশাআল্লাহ। আর মক্কার হুদূদের সীমানা হলো কাবাঘর থেকে– (১) পূর্বদিকে ১৬ কিলোমিটার 'জিয়িরানা', (২) পশ্চিম দিকে ১৫ কিলোমিটার 'হুদাইবিয়্যা' ও 'শুমাইছী', (৩) উত্তর দিকে ৬ কিলোমিটার তানয়ীমে 'আয়েশা মসজিদ', (৪) দক্ষিণ দিকে ১২ কিলোমিটার 'আদাহ' এবং (৫) উত্তর-পূর্ব দিকে ১৪ কিলোমিটার 'ওয়াদী নখলা' পর্যন্ত মধ্যবর্তী এলাকা হলো হারাম শরীফের হুদূদ এরিয়া। এর ভেতরকার সকল স্থানে এক নামায লক্ষ নামাযের চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ। এ মতটি পোষণ করেছেন আতা ইবনে আবী রাবাহ, ইবনুল কায়্যিম ও শাইখ বিন বা'য (র)। তবে ফরয নামায ঘরের চেয়ে মসজিদে, একাকীর চেয়ে জামা'আতে এবং যেকোনো মসজিদের চেয়ে হারামে পড়ার সাওয়াব অনেক বেশি।

প্রশ্ন: ১৮৪. মক্কার কোনো মহিলা যদি ঘরে নামায পড়ে তাহলে কি এক লক্ষ গুণ সাওয়াব পাবে?

উত্তর: ইমাম যারকাশীর মতে, তা পাবে। নারীদের জন্য জামা'আতে নামায ওয়াজিব নয়। তাছাড়া নবীজি (স) বলেছেন, মেয়েদের জন্য ঘরে নামায পড়া মসজিদে পড়ার চেয়ে উত্তম। রাসূল (স) আবার এও বলেছেন যে, কোনো নারী মসজিদে যেতে চাইলে তাকে বাধা দিওনা।

প্রশ্ন: ১৮৫. নফল নামায কোথায় উত্তম?

উত্তর: মসজিদের চেয়েও ঘরে পড়া উত্তম, পুরুষদের ক্ষেত্রেও। এমনকি হারাম শরীফের সীমানার ভেতর হলে মসজিদুল হারামে পড়ার চেয়েও সাওয়াব বেশি বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ফরয নামায পুরুষদের জন্য মসজিদে বাধ্যতামূলক যদি কোনো শরয়ী উযর না থাকে।

প্রশ্ন: ১৮৬. হারামের বাইরে চত্বরে নামায পড়া কেমন?

উত্তর: জায়েয এবং সাওয়াবও একই। তবে কাতারের সাথে কাতারের সংযোগ থাকা চাই। মাঝখানে ব্যবধান যাতে বেশি না থাকে।

প্রশ্ন: ১৮৭. মেয়েদের পেছনের কাতারে পুরুষেরা নামায পড়লে কি তা শুদ্ধ হবে?

উত্তর: হারাম শরীফ সর্বদাই একটা ভীড়ের জায়গা। নানা উযরও আছে। কাজেই নামায হয়ে যাবে। আর মেয়েরা পুরুষদের পেছনে থাকা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। কাজেই নামায শুদ্ধ না হওয়ার বা বাতিল হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে সাধ্যমতো চেষ্টা করে নেবে, যাতে মেয়েদের সামনের কাতারে জায়গা নেওয়া যায়।

প্রশ্ন: ১৮৮. কোনো কোনো মেয়েকে পুরুষের কাতারের ভেতর ঢুকে নামায পড়তে দেখা যায়– এটা কি জায়েয?

উত্তর: পুরুষ মেয়ে পরস্পর গায়ে গায়ে লেগে পড়লে তা জায়েয নেই।

প্রশ্ন: ১৮৯. হারামে ভীড়ের কারণে মুসল্লী ইমামের সামনে চলে গেছে– তার নামায কি হবে?

উত্তর: ভীড়ের প্রচণ্ডতা বেশি হওয়ার কারণে সালাত আদায় হয়ে যাবে। এর পক্ষে ফাতাওয়া দিয়েছেন হাম্বলী ফকীহগণ, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা ও শাইখ ইবনে উসাইমীন (র)।

প্রশ্ন: ১৯০. একেবারে চত্বরের সাথে লাগানো হোটেলগুলোতে হারামের ইমামের পেছনে ইকতেদা করলে– এ সালাত কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর: যদি গ্রাউন্ড ফ্লোরে হয়, আর হারামের কাতার একেবারে উক্ত হোটেল পর্যন্ত চলে আসে, এক কাতার থেকে পরবর্তী কাতারের মাঝে বেশি ফাঁকা ও ব্যবধান না থাকে তাহলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা জায়েয।

আর যদি উপড়ের তলায় হয় এবং হারামের বাহির চত্বর খালি থাকে ও ফাঁকা থাকে তাহলে উক্ত হোটেলের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও উপরের যেকোনো তলায় হারামের ইমামের ইকতেদায় নামায হবে না। আর তা না হওয়ার মূল কারণ হলো এক কাতার থেকে পরবর্তী কাতারে মাঝে সংযোগ না থাকা। এমনকি সামনের কাতারের লোক দেখতে পেলে এবং মাইক্রোফোনের আওয়াজ গেলেও তা করা যাবে না। এ ফাতাওয়া ইমাম যারকাশী ও শাইখ ইবনে উসাইমীনের।

প্রশ্ন: ১৯১. হারামের চত্বর সংলগ্ন হোটেলের নামাযখানায় কি ই'তিকাফ করা জায়েয হবে?

উত্তর: জায়গাটি শুধু নামাযের জন্য খাস হলে তা জায়েয আছে।

প্রশ্ন: ১৯২. সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈ'র স্থানে কি ইতিকাফ করা যাবে?

উত্তর: উত্তম হলো সেখানে ইতিকাফ না করা। কেননা, এ মাসআলায় অনেক মতবিরোধ আছে। আর মতপার্থক্যে না যাওয়াই ভালো।

প্রশ্ন: ১৯৩. হায়েয ওয়ালী নারী কি মসজিদে হারামে ঢুকতে পারবে?

উত্তর: ১. বিনা প্রয়োজনে জায়েয নেই, এমনকি অন্য কোনো মসজিদেও না।

২. তবে একান্ত প্রয়োজন হলে প্রবেশ করতে পারবে। যেমন– পথ অতিক্রম করা, কোনো জিনিস খুঁজতে যাওয়া বা সাহায্যকারী না থাকায় ইতিকাফকারীকে কোনো কিছু পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি। মা আয়েশা (রা) এমনটি করেছেন।

৩. তাছাড়া হারামের বাহিরের চত্বরে হায়েয ওয়ালীরা বসতে পারবে।

৪. সাফা-মারওয়ার সাঈ'র স্থলেও তাদের জন্য বসা জায়েয আছে। তবে অপবিত্র অবস্থায় না বসাই উত্তম।

প্রশ্ন: ১৯৪. হুইল চেয়ারে তাওয়াফ-সাঈ' করালে চালককে হারামের ভেতরে তার মজুরি দেওয়া যাবে?

উত্তর: হা, তা জায়েয।

প্রশ্ন: ১৯৫. মাসজিদুল হারামের সম্মানার্থে কী করা উচিত?

উত্তর: হারামে ঢুকেই দু'রাকাআত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' অর্থাৎ 'দুখুলুল মসজিদ' সালাত আদায় করা, নতুবা কাবাঘর তাওয়াফ করা- এ দু'য়ের যেকোনো একটি করা।

তাছাড়া জামা'আত শুরু হয়ে গেলে জামা'আতে শরীক হবে। সময় পেলে এর আগে সুন্নাত পড়বে। অর্থাৎ কোনো না কোনো সালাত আদায় ছাড়া মসজিদে বসবে না। না হারাম শরীফে, না দুনিয়ার অন্য কোনো মসজিদে।

প্রশ্ন: ১৯৬. নামাযরত অবস্থায় কি কাবার দিকে তাকিয়ে থাকা যাবে?

উত্তর: না, কাবার দিকে নয়। দাঁড়ানো ও রুকূ অবস্থায় তাকিয়ে থাকবে সিজদার স্থানে। আর বসা অবস্থায় দৃষ্টি থাকবে ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলির দিকে। (নাসাঈ : ১২৭৫, ১১৬০)

প্রশ্ন: ১৯৭. ফরয আদায়ের পর থেকে সূর্যোদয় এবং আসর আদায়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মাসজিদুল হারামে কি নফল নামায পড়া যাবে?

উত্তর: না, এখানেও না এবং দুনিয়ার অন্য কোথাও এ সময়ের মধ্যে নফল সালাত আদায় জায়েয নেই। তবে তাওয়াফ পরবর্তী দু' রাকা'আত নামায এ সময়ে পড়া জায়েয আছে, এমনকি উক্ত নামায নিষিদ্ধ তিন ওয়াক্তেও পড়তে পারবে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لَا تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

'আল্লাহর এ ঘরে তাওয়াফ করতে এবং রাত ও দিনের যেকোনো সময় এখানে সালাত আদায় করতে তোমরা কাউকে বাধা দিও না।' (তিরমিযী ৮৬৮, সহীহ ইবনে হিব্বান ৪/৪২১)

প্রশ্ন: ১৯৮. হারাম শরীফে নামাযরত মুসল্লীর সামনে দিয়ে কি হাঁটা যাবে?

উত্তর: নামাযরত লোকের সামনে দিয়ে হাঁটা কোথাও জায়েয নেই। মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানীর মতে, হারাম শরীফেও না। কিন্তু হারামে মানুষ সাধারণতঃ সর্বদাই নামায পড়তে থাকে; মুসল্লীদের ভীড় থাকে। অনেক সময় সামনে দিয়ে না যাওয়াটা কঠিন হয়ে যায়। একান্ত জরুরি ও অপরাগতার কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং শাইখ বিন বায (র) এ অবস্থায় হারাম শরীফে নামাযরত মুসল্লীর সামনে দিয়ে হাঁটাকে জায়েয মনে করেন। তবে না হাঁটার জন্য সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন: ১৯৯. হারামের ভেতর টাকা, মোবাইল, অলংকার ইত্যাদি পাওয়া গেলে কী করব?

উত্তর: এগুলো নেওয়া জায়েয নেই। তবে হারানো মালামাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হারামের সাথে অফিস আছে। ঐখানে জমা দেওয়ার জন্য নিলে তা জায়েয আছে।

প্রশ্ন: ২০০. কেউ কেউ সেন্ডেল পায়ে দিয়ে হারামের ভেতর হাঁটাহাটি করে– এটা কি ঠিক আছে?

উত্তর: জুতা বা সেন্ডেলে নাপাকী না থাকলে তা জায়েয আছে।

প্রশ্ন: ২০১. ফজর শেষ করে হারামে বসে থাকা, নাকি ঐ সময় তাওয়াফ করা– কোনটি উত্তম?

উত্তর: দু'টাই ভালো। যখন যেটা সহজ সেটাই করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

'যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করে সেখানেই বসে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত যিক্‌র-আয্‌কার (তাসবীহ, তাহলীল ও কুরআন পড়ল বুঝল), অতঃপর দু' রাকাআত ইশরাকের সালাত আদায় করল সেই লোক একটি হজ্জ ও একটি উমরার পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব অর্জন করল।' (তিরমিযী ৫৮৬)

এ সাওয়াবটি দুনিয়ার যেকোনো দেশে যেকোনো স্থানে। আর তা মাসজিদুল হারামে হলে কত বেশি সাওয়াব হবে! এমন অর্জন থেকে গাফেল থাকা কি ঠিক হবে?

প্রশ্ন: ২০২. মক্কা ও মদীনার কোথায় অবস্থান বেশি ভালো?

উত্তর: দুই জায়গায়ই ভালো। তবে মক্কায় অবস্থান ও সেখানে তাওয়াফ করা মদীনায় অবস্থানের চেয়ে অনেক উত্তম। বিশেষ করে মক্কায় এক নামায এক লক্ষ নামাযের সাওয়াব। আর মদীনায় এক ওয়াক্ত সালাত অন্যত্র এক হাজার ওয়াক্তের সমান।

প্রশ্ন: ২০৩. হিন্দু বা অমুসলিম ড্রাইভার বা কাজের লোক সাথে করে কি মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয?

উত্তর: না, অমুসলিমদের জন্য মক্কায় প্রবেশাধিকার নিষেধ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ـ

'নিশ্চয়ই মুশরিকেরা নাপাক। তাই তারা যেন এ বছরের পর থেকে মাসজিদুল হারামের (সীমানার) ধারে কাছে না আসে।' (সূরা তাওবা : ২৮)

প্রশ্ন: ২০৪. হারাম শরীফের ভেতর থেকে কুরআন শরীফ বাহিরে আনা জায়েয কি না?

উত্তর: (১) চত্বরে বসে পড়ে যদি আবার ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে জায়েয, (২) আর যদি বাড়ি নিয়ে যায় তবে তা জায়েয নেই। কেননা, এটা হারাম শরীফের জন্য ওয়াকফকৃত। (৩) তাছাড়া পড়ার জন্য হোটেলে নিয়ে আসাও ঠিক নয়।

প্রশ্ন: ২০৫. হারাম শরীফ থেকে যমযমের পানির গ্লাস বাহিরে আনা জায়েয হবে কি?

উত্তর: না, কারণ এগুলো মসজিদের ভেতরে ব্যবহারের জন্য। এমনকি ব্যবহৃত গ্লাসও নেবেন না। কারণ ব্যবহৃতগুলো আবার নতুন গ্লাস তৈরিতে কাজে লাগে। (ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন)

প্রশ্ন: ২০৬. নামাযের মুসাল্লা বিছিয়ে জায়গা দখল করে রাখা কেমন?

উত্তর: এটা হলো পরে এসে আগের কাতারে নামায পড়ার কৌশল। শাইখ বিন বায ও শাইখ উসাইমীনের ফাতাওয়া হলো এটা জায়েয নেই। নিয়ম হলো আগে আসলে আগে বসবে, পরে আসলে পেছনে বসবে।

প্রশ্ন: ২০৭. জায়নামাযওয়ালা যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে কি সেখানে অন্য কেউ নামায পড়তে পারবে?

উত্তর: এটা উঠিয়ে সেখানে পড়তে পারবে। আর যদি ওযূ করতে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে গিয়ে থাকে তাহলে সেখানে জায়নামাযওয়ালার হক বেশি।

প্রশ্ন: ২০৮. নিজের জুতা হারিয়ে গেছে বা কেউ নিয়ে গেছে। এর বদলে বাহিরে পড়ে থাকা আরেক জোড়া কি নিয়ে আসতে পারব?

উত্তর: না, তা করবে না। আর যদি বাহিরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা জুতা থেকে কোনো এক জোড়া নিয়ে আসে তাহলে এর সমপরিমাণ মূল্য জুতার মালিকের পক্ষ থেকে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেবে। আর যদি একই রকম মনে হওয়ায় কেউ আপনার জুতা নিয়ে গেছে বলে সন্দেহ হওয়া ঐ রকম এক জোড়া আপনি নিয়ে আসেন সেক্ষেত্রেও ঐ এক জোড়ার টাকা আপনি ভালো কাজে ব্যয় করে দেবেন সেই মালিকের পক্ষ থেকে।

প্রশ্ন: ২০৯. হারাম শরীফের ভেতরে কেউ কেউ মোবাইল চার্জ দেয়া– এটা কি জায়েয?

উত্তর: আগন্তুক ও মুসল্লীদের জন্য তা জায়েয।

প্রশ্ন: ২১০. বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কেউ কেউ মক্কার মাটি ও পাথর দেশে নিয়ে যায়– এটা কি ঠিক?

উত্তর: আল্লাহর রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবারা কেউই এ কাজ করেননি। কাজেই এটা বিদ'আত।

প্রশ্ন: ২১১. হায়েয-নিফাস নয়, ইস্তেহাদা অর্থাৎ রক্তপ্রদরজনিত রোগের কারণে কোনো নারীর রক্ত নির্গত হতে থাকলে সে মহিলা তাওয়াফ ও নামায আদায় কিভাবে করবে?

উত্তর: প্রতি ওয়াক্তের জন্য পৃথক পৃথক ওযূ করে এ অবস্থায়ই সালাত আদায় করবে এবং নফল, ফরয যেকোনো প্রকার তাওয়াফ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বলেছেন,

تَوَضَّئِى لِكُلِّ صَلَاةٍ

'প্রতি নামাযের জন্যই ওযূ করে নাও।' (বুখারী ২২৮)

প্রশ্ন: ২১২. এমনও রোগী আছে, যাদের গুহ্যদ্বার দিয়ে ঘন ঘন বায়ু বের হয়, আবার কারো কারো অনবরত; প্রস্রাব ঝরে তারা কিভাবে তাওয়াফ করবে এবং নামায পড়বে?

উত্তর: পূর্বোক্ত মুস্তাহাদা নারীর মতোই প্রতি ওয়াক্তের শুরুতে ওযূ করবে, প্রতি তাওয়াফের শুরুতে ওযূ করবে। অর্থাৎ তাদের জন্য এক ওযূতে একাধিক সালাত আদায় ও একাধিকবার তাওয়াফ করা জায়েয নেই। আর পেশাব থেকে কাপড় পাক রাখার জন্য কোনো কোনো ফার্মেসিতে বিশেষ ধরনের পাম্পার্স পাওয়া যায়, সেগুলো পরিধান করে নেবে।

প্রশ্ন: ২১৩. সুন্নাত সালাত পড়ার সময় ঘোষণা এল জানাযা আছে, তখন কী করব?

উত্তর: তখন সুন্নাত বা নফল নামায ছেড়ে দিয়ে জানাযায় শরীক হওয়া জায়েয আছে। কারণ জানাযা হলো ফরযে কেফায়া। আর ফরযের সাওয়াব সুন্নাত-নফলের চেয়ে অনেক বেশি। একবার জানাযার সালাত আদায়ে দুটি উহুদ পাহাড়ের ওজনের সমপরিমাণ নেকি অর্জিত হয়।

এ সুযোগটি হারাম শরীফ ও মসজিদে নববীতে বেশি বেশি পাওয়া যায়। তাই উত্তম হলো ফরযের সালাম ফেরানোর পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা এবং এ সময় তাসবীহ-তাহলীল ও মসনূন দু'আ পড়া। অতঃপর জানাযার ঘোষণা এলে জানাযা পড়ে তারপর সুন্নাত পড়া।

উনবিংশ অধ্যায়

বিদায়ী তাওয়াফ – طَوَافُ الْوَدَاعِ

প্রশ্ন: ২১৪. বিদায়ী তাওয়াফ কখন করতে হয়?

উত্তর: উমরা বা হজ্জের সমুদয় কাজ শেষ হলে পরে পবিত্র মক্কা ভূমি থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বক্ষণে বিদায়ী তাওয়াফ করবে। এটি হলো একজন হজ্জ বা উমরা পালনকারীর মক্কায় সর্বশেষ কাজ। এ তাওয়াফে রমল নাই, এরপর সাঈ' নাই। উক্ত তাওয়াফ শেষে মক্কায় আর বেশিক্ষণ অবস্থাণ করা ঠিক নয়।

এ তাওয়াফের মূল শিক্ষা হলো হাজী বা উমরা পালনকারী সর্বশেষে বিদায় নেবে কাবা থেকে। কোনো দোকান-পাট থেকে নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

'কাবাঘরের সাথে শেষ সাক্ষাত (বিদায়ী তাওয়াফ) করা ছাড়া কেউ যেন দেশে ফিরে না যায়।' (মুসলিম : ১৩২৭)

প্রশ্ন: ২১৫. উমরা পালনকারীর কি বিদায়ী তাওয়াফ আছে?

উত্তর: অধিকাংশ ফকীহ তন্মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা ও শায়খ বিন বায (র)-এর মতে, উমরা পালনকারীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ মুস্তাহাব। অর্থাৎ যা করলে সাওয়াব, আর না পারলে গোনাহ নেই।

প্রশ্ন: ২১৬. কেউ যদি উমরা শেষ করে কোনো বিলম্ব ছাড়াই মক্কা ছেড়ে চলে যায় তাহলে?

উত্তর: তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ লাগবে না। মা আয়েশা (রা) উমরা পালন শেষ করেই সফর শুরু করেছেন, আর কোনো বিদায়ী তাওয়াফ করেননি।

প্রশ্ন: ২১৭. বিদায়ের পূর্বক্ষণে যদি কোনো নারীর হায়েয বা নিফাস শুরু হয়ে যায় তাহলে?

উত্তর: উক্ত নারীর বিদায়ী তাওয়াফ লাগবে না। এমনকি হজ্জ পালনকারিণী মহিলা হলেও। এ মাসআলায় ওলামায়ে কেরাম একমত।

প্রশ্ন: ২১৮. কাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফের বিধান?

উত্তর: শুধু যারা মীকাতের বাইরে থেকে আসে তাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ মুস্তাহাব।

প্রশ্ন: ২১৯. বিদায়ী তাওয়াফের পর কিছু কেনাকাটা করল। এজন্য কি সে আবার বিদায়ী তাওয়াফ করবে?

উত্তর: না, লাগবে না। তবে উত্তম হলো বিদায়ী তাওয়াফের পর আর দোকানপাটে না ঢুকা, কেনাবেচা না করা, আর বেশি সময় মক্কায় অবস্থান না করা।

প্রশ্ন: ২২০. মক্কায় বা জেদ্দার স্থানীয় বাসিন্দা, অথবা সেখানে চাকরি, ব্যবসা বা পড়াশোনা করে এমন কেউ যদি সফরে বের হয়, সে লোক কি বিদায়ী তাওয়াফ করবে?

উত্তর: তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা উত্তম।

প্রশ্ন: ২২১. বিদায়ী তাওয়াফের পর মক্কায় অবস্থান একটু বিলম্ব হয়ে গেলে কী করবে?

উত্তর: ১. বিনা প্রয়োজনে হলে পুনরায় বিদায়ী তাওয়াফ করা মুস্তাহাব।

২. আর কোনো উযরবশত, অর্থাৎ জরুরি প্রয়োজনের কারণে হলে যেমন গাড়ি ছাড়তে বিলম্ব বা সাথীর জন্য অপেক্ষা– এ ধরনের হলে পুনঃ বিদায়ী তাওয়াফ লাগবে না।

বিংশ অধ্যায়

اَلْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّقَةُ –বিবিধ মাসআলা

প্রশ্ন: ২২২. মাহরাম পুরুষ ছাড়া মেয়েরা কি অন্য মেয়েদের সাথে উমরায় বা হজ্জে যাওয়া জায়েয হবে?

উত্তর: না, তা নেই। এত দীর্ঘ সফর একজন মেয়েলোক তার নিজ মাহরাম পুরুষ ছাড়া জায়েয নেই। চাচাত ভাই, মামাত-ফুফাত-খালাত ভাই বা দুলা ভাই এবং দেবর ভাসুরের সাথেও নয়। কারণ তারা গায়রে মাহরাম অর্থাৎ ভিন পুরুষ। তাদের সাথে যদি তাদের স্ত্রীরা থাকে তবে ঐ নারীদের সাথেও জায়েয নেই। জায়েয শুধু স্বামী, পিতা, পুত্র, আপন ভাই, আপন চাচা-মামা, দাদা-নাতী, আপন ভাই বা বোনের ছেলে এ ধরনের মাহরাম পুরুষদের সাথে। মাহরাম পুরুষ অর্থ হলো যাদের সাথে বিবাহ হারাম, আর তাদের সাথেই কেবল লম্বা সফর মেয়েদের জন্য জায়েয।

তবে ইমাম শাফেয়ী ও পরবর্তী যুগের একদল ফকীহ এটাকে জায়েয মনে করেন। তাদের যুক্তি হলো, অন্য মেয়ে সাথে থাকলে নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি কম থাকে। আবার কারো কারো মতে, বৃদ্ধা মহিলা হলে তাদের জন্য পর্দার বিধান শিথিলযোগ্য বিধায় অন্য নারীদের সাথে যাওয়া জায়েয হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

প্রশ্ন: ২২৩. বিশেষ করে হজ্জ ও রমযান মৌসুমে এবং জুমার দিনে হারামে প্রচণ্ড ভীড়ে সিজদার জায়গা পাওয়া না গেলে তখন কিভাবে সালাত আদায় করব?

উত্তর: সাধ্যানুযায়ী খোঁজাখুজির পরও যদি প্রশস্ত জায়গা না পাওয়া যায় তাহলে রুকূর সময় যতটুকু সম্ভব ঝুঁকবে, আর সিজদার ক্ষেত্রে সামনের মুসল্লির পিঠেও সিজদা দেওয়া জায়েয আছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

'সাধ্যানুযায়ী তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।' (সূরা তাগাবুন : ১৬)

প্রশ্ন: ২২৪. মুসাফির যদি কোনো হোটেল বা বাসায় অবস্থান নেয় তাহলে কি জুমু'আ পড়তে হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, তাকে সে অবস্থায় জুমু'আ পড়তে হবে। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যা)

প্রশ্ন: ২২৫. মুসাফির অবস্থায় জুমু'আ শেষ করে সাথে সাথেই আসর পড়া কি জায়েয?

উত্তর: সফরের হালতে যোহরের সাথে আসর পড়া জায়েয। এর পক্ষে দলীল আছে। কিন্তু জুমু'আর সাথে আসর পড়া এর পক্ষে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। সেজন্য বিশেষ করে জুমু'আর দিন আসরের সালাত আসরের ওয়াক্তেই পড়া উত্তম। এটাই জমহুর ফকীহদের মত। ইবনে বায (র)ও এ মত পোষণ করেছেন।

প্রশ্ন: ২২৬. রমযান মাসে মক্কায় আগত মুসাফিরদের রোযা রাখা বা না রাখা কোনটি উত্তম?

উত্তর: যেহেতু মক্কায় ইবাদতের মর্যাদা বহুগুণ বেশি, তাই মুসাফির হলেও সেখানে রোযা রাখাই উত্তম। এটি শাইখ বিন বাযের মত।

উল্লেখ্য যে, মাসজিদুল হারাম বা মক্কার মসজিদগুলোতে মাগরিবের আযান শুরু হওয়ার আগে ইফতার না করার জন্য সতর্ক থাকা উচিত। কারণ সেখানে ওয়াক্ত শুরু হওয়া মাত্রই আযান দেওয়া হয়। কাজেই আযানের আগে ইফতার করলে সূর্য ডুবার আগেই খাওয়া হয়ে যাবে। তাতে রোযা ভেঙে যাবে।

প্রশ্ন: ২২৭. কেউ কেউ হারামের আশপাশের কবুতরকে খাবার প্রদান করে– এর মধ্যে বিশেষ কোনো সাওয়াব আছে কি?

উত্তর: এতে বিশেষ কোনো ফযীলতের কথা হাদীসে পাওয়া যায় না।

একবিংশ অধ্যায়

أَحْكَامُ الْعِبَادَةِ فِى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

মদীনা মুনাওয়ারা ও মসজিদে নববীতে ইবাদতের বিধি-বিধান

প্রশ্ন: ২২৮. মদীনা মুনাওয়ারা ও মসজিদে নববীর ফযীলত জানতে চাই?

উত্তর: ক. প্রথমত, মদীনা মুনাওয়ার ফযীলত:

১. মক্কার মতোই মদীনা পবিত্র নগরী। 'ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হারাম (অর্থাৎ সম্মানিত) বলে ঘোষণা করেছেন, আর আমি (মুহাম্মাদ) মদীনাকে হারাম (অর্থাৎ সম্মানিত) ঘোষণা করলাম।'
(মুসলিম : ২৪২৩)

২. 'আমি (মুহাম্মদ) মদীনার সা'আ ও মুদ- এ বরকতের জন্য দু'আ করেছি যেমন– মক্কার বাসিন্দাদের জন্য ইবরাহীম দু'আ করেছেন।' (বুখারী : ২১২৯)

৩. 'মদীনা হলো হাপরের মতো, এটি তার যাবতীয় অকল্যাণ দূর করে দেয় এবং তার কল্যাণকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে।' (বুখারী : ১৮৮৩)

৪. (শেষ যামানায়) 'ঈমান মদীনার দিকে ফিরে আসবে যেমনিভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।' (বুখারী : ১৮৬৭)

৫. রাসূলুল্লাহ (স) এই বলে দু'আ করেছেন যে, 'হে আল্লাহ! তুমি মক্কায় যে বরকত দিয়েছ, মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দাও।'
বুখারী : ১৮৮৫)

৬. তিনি আরো দু'আ করেছেন যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফল-ফলাদিতে বরকত দাও।' (মুসলিম : ১৩৭৩)

৭. 'মদীনার রাস্তাগুলোর প্রবেশদ্বারে ফেরেশতারা পাহারায় নিযুক্ত আছে, এ শহরে মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারী : ১৮৮০)

অন্য এক হাদীসে আছে, মক্কায়ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

৮. যার পক্ষে মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভব সে যেন মদীনায়ই মৃত্যুবরণ করে। (অর্থাৎ মদীনায় মুত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা যেন করে) কেননা, মদীনায় যে লোক মারা যাবে আমি তার পক্ষে সুপারিশ করব।' (মুসলিম : ১৩৭৪)

৯. মদীনা শহর 'আইর' থেকে 'সাউর' পর্যন্ত হারাম (অর্থাৎ সম্মানিত)। যে ব্যক্তি মদীনায় কোনো অন্যায় কাজ করবে অথবা কোনো অন্যায়কারীকে আশ্রয় প্রদান করবে তার উপর আল্লাহর ফেরেশতা ও সমস্ত মানবমণ্ডলীর অভিশাপ বর্ষিত হবে। এ লোকের কাছ থেকে আল্লাহ ফরয ও নফল কিছুই কবুল করবেন না।'
(বুখারী : ১৮৭০)

খ. দ্বিতীয়ত, মসজিদে নববীর ফযীলত

১. আমার এ মসজিদে (নববীতে) এক সালাত আদায় করা মাসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম। (বুখারী : ১১৯০, হাদীসটি সহীহ)

অপরদিকে ইবনে মাজার একটি দুর্বল রেওয়ায়াত আছে যে, মসজিদে নববীতে এক নামায অন্যত্র পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমতুল্য।

২. 'যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ শেখা বা শেখানোর জন্য আসবে, তার মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর

সমতুল্য। পক্ষান্তরে যে লোক অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা দেখতে আসবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্যের মাল-সামগ্রীর প্রতি তাকায়।' (ইবনে মাজাহ : ২৭৭)

৩. 'যে ব্যক্তি একমাত্র কোনো কল্যাণ শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে (নববীতে) আসবে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জের সাওয়াব লেখা হবে।' (মাজমাউয যাওয়াইদ : ১/১২৩)

প্রশ্ন: ২২৯. মদীনা সফর করব কোন উদ্দেশ্যে?

উত্তর: মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করার জন্যে। সকল ফকীহগণ একমত যে, মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ের জন্য মদীনা সফরে যাওয়া মুস্তাহাব।

কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবর যিয়ারতের নিয়তে মদীনা সফরে যায়। বাহ্যত দৃষ্টিতে এটা ভালো কাজ মনে হলেও সুন্নাহ দ্বারা এটা সমর্থিত নয়; বরং এতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নবীজী (স) বলেছেন,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ. اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصٰى.

'(ইবাদতের উদ্দেশ্যে) মাসজিদুল হারাম, মাসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা ছাড়া অন্য কোথাও কষ্টসাধ্য সফরে যেও না।'
(বুখারী : ১১৮৯)

তবে মদীনায় পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবর যিয়ারত করতে পারেন, তখন তা জায়েয আছে।

উল্লেখ্য যে, মদীনা মুনাওয়ারা গমন হজ্জ বা উমরার কোনো অংশ নয়। এটা একটা পৃথক ইবাদত।

প্রশ্ন: ২৩০. রাসূলের (স) কবর যিয়ারত সংক্রান্ত প্রচলিত ভ্রান্ত কথাগুলো কী কী?

উত্তর: রাসূলের (স) কবর যিয়ারত করার জন্য সফর করা মর্মে কোনো সহীহ হাদীস নেই। সিহাহসিত্তা বা অন্য কোনো মূল হাদীস গ্রন্থেও নেই। তবে মানুষের বানোয়াট কয়েকটি ভিত্তিহীন কথার প্রচলন সমাজে রয়েছে। এগুলো হলো:

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ.

ক. 'যে কেউ হজ্জ করল, অথচ আমার কবর যিয়ারত করল না, সে ব্যক্তি আমার সাথে দুর্ববহার করল।'

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ.

খ. যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে গেল।'

গ. যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন জীবিত অবস্থায় আমার সাক্ষাৎ লাভ করল।

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মুহাদ্দিস এবং আলবানীর মতে, এগুলোর একটাও নবীর (স) হাদীস নয়। সব কয়টাই মানুষের বানানো কথা অর্থাৎ মওদু।

প্রশ্ন: ২৩১. রওজা কী এবং সেখানে কী করব?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

'আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী অংশটুকু বেহেশতের বাগান।' (মুসলিম ১৩৯০, বুখারী ১১৯৫)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন সেখান থেকে রাসূলের (স) ঘর পর্যন্ত মধ্যবর্তী

বিশ-ত্রিশ হাত জায়গা হলো বেহেশতের অংশ। দুনিয়ায় থেকে বেহেশতের এ টুকরায় কয়েক রাক'আত নামায পড়তে পারা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। এখানে সুন্নাত বা নফল নামায পড়া মুস্তাহাব। তবে শাইখ বিন বায (র) বলেছেন, ফরয নামায নববীতে প্রথম কাতারে পড়া রওজায় পড়ার চেয়েও উত্তম। (তাহকীক ও ঈদাহ) জেনে রাখা ভালো যে, দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টাই রওজায় প্রচণ্ড ও সীমাহীন ভীড় থাকে।

প্রশ্ন: ২৩২. রাসূলের (স) কবর যিয়ারতের হুকুম কী? এবং কী কী কাজ সেখানে করণীয় ও বর্জনীয়?

উত্তর: রাসূলের (স) কবর যিয়ারত মুস্তাহাব এবং আবু বকর ও উমর (রা)-এর কবর যিয়ারতও মুস্তাহাব। প্রথমে রাসূলকে সালাম দেবে, অতঃপর সালাম দেবে আবু বকর ও উমরা (রা)-কে। অতঃপর সেখানে থেকে বের হয়ে যাবে।

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না, জোরে আওয়াজ করবে না, বার বার সালাম দেবে না, কিবলামুখী বা কবরমুখী হয়ে সেখানে নিজের বা অন্য কারো জন্য দু'আ করা জায়েয নেই। রাসূল (স)-এর কাছে কিছু চাওয়া বা তার শাফা'আত চাওয়াতো আরো জায়েয নেই। কারণ কবরস্থ কারো কাছে কিছু চাওয়া হলো শির্ক। মানুষ চাইবে শুধুই আল্লাহর কাছে। তাছাড়া কবরের পার্শ্বস্থ জানালা, গ্রীল ইত্যাদি বরকতের উদ্দেশ্যে মোছা জায়েযতো নয়ই, বরং তা বিদ'আত। বরকতের উদ্দেশ্যে কবরের পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করাও ঠিক নয়। কেননা, সাহাবায়ে কিয়ামের ভালোবাসা নবীজীর প্রতি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তাঁরা এ ধরনের কাজ করেননি।

প্রশ্ন: ২৩৩. রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর দুই সাহাবার কবর কিভাবে যিয়ারত করব?

উত্তর: ১. প্রথমে নবীজীর (স) কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম দিন এভাবে,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

উচ্চারণ: আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু
ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্‌।

অতঃপর নামাযের মধ্যে যে দরূদটি পড়ে থাকেন, সেটি পড়ুন।

২. অথবা, এভাবেও সালাম দিতে পারেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

উচ্চারণ : আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহি
ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্‌।

৩. অথবা, রাসূল (স)-সহ ৩ জনকে এভাবেও সালাম দিতে পারেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ـ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ

উচ্চারণ : আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ,
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর,
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া উমর ইবনুল খাত্তাব।

প্রশ্ন: ২৩৪. মেয়েরা কি রাসূলের (স) কবর যিয়ারত করবে?

উত্তর: না, তা করবে না। রাসূলুল্লাহ (স) মেয়েদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করে বলেছেন, لَعَنَ زُوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ ـ

'কবর যিয়ারতকারিণী নারীদের ওপর (আল্লাহর) অভিশাপ'। (তিরমিযী ১০৬৫)

আলবানী (র) বলেছেন, কবর যিয়ারত করা নারীদের জন্য নিষিদ্ধ। তবে মেয়েরা রওজায় নামায পড়তে পারবে। রওজায় সালাত আদায় পুরুষ মহিলা সকলের জন্যই মুস্তাহাব।

প্রশ্ন: ২৩৫. একই সফরে বার বার রাসূলের কবর যিয়ারত করা কেমন?

উত্তর: এটা না করলেও চলে।

প্রশ্ন: ২৩৬. 'বাকী' নামক কবরস্থান ও উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবর যিয়ারতের হুকুম কী?

উত্তর: এটা মুস্তাহাব, সাওয়াবের কাজ। সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) উপরিউক্ত দু'টো কবর স্থান যিয়ারত করতেন। তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-সহ হাজার হাজার সাহাবীর কবর রয়েছে এ বাকী' কবরস্থানে। আর উহুদ প্রান্তরে রয়েছে ৭০ জন শহীদের কবর এবং এর মধ্যখানে রয়েছে রাসূল (স)-এর চাচা শহীদদের সরদার হযরত হামযা (রা)।

প্রশ্ন: ২৩৭. কবর যিয়ারতে বিশুদ্ধ পদ্ধতি কী?

উত্তর: প্রথমত, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো নিজের মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্মরণ করা। রাসূলুল্লাহ (স) কবরে গিয়ে কবরবাসীদেরকে এভাবে সালাম দিয়ে বলতেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ـ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ـ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ ـ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

অর্থ: 'হে মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ চাহেতো আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হতে আসতেছি। আমাদের মধ্য থেকে যারা বিদায় নিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও নেবে তাদের সবাইকে আল্লাহ রহমত করুন। আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের সকলের জন্য নিরাপত্তা চাই।'

আরবী না পারলে সংক্ষেপে আপাতত এতটুকু বলুন, 'আস সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল্ কুবূর।'

সাবধান! কবর যিয়ারতে যা নিষিদ্ধ

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কিছু চাইবেন না, দুনিয়ার অন্য কোনো নেককার বা ওলীর কবরে চাওয়া জায়েয নেই; বরং এটা শির্ক। আর শির্ক করলে নেক আমল বাতিল হয়ে যায়, বেহেশত হারাম এবং দোযখ চিরস্থায়ী হয়ে যায়। তিরমিযীর ২৫১৬ নং হাদীসে আছে মানুষ যাকিছু চাইবে তা শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে।

২. কবরের উপর বসবে না, আর কবরমুখী হয়ে কোনো সালাত আদায় করবে না। (মুসলিম : ৯৭২)

প্রশ্ন: ২৩৮. কেউ কেউ বলে, আপনি মদীনায় যাচ্ছেন। রাসূলের (স) কাছে আমার সালাম পৌছাবেন, এরূপ সালাম পৌছানোর কি কোনো পদ্ধতি আছে?

উত্তর: না, এর কোনো পদ্ধতি নেই। এ ধরনের কাজ সাহাবারাও করেননি। বরং দুনিয়ার যেকোনো দেশ ও এলাকায় থেকেই আপনি নবীজীকে সালাম পৌছাতে পারেন। ফেরেশতারা তখন এ সালাম রাসূলের কাছে পৌছিয়ে দেন। তিনি (স) বলেছেন,

صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

ক. 'তোমরা আমার উপর দরূদ পড়। তোমরা যেখান থেকেই দরূদ পড় না কেন তা আমার কাছে পৌছে দেওয়া হয়।'
(আবু দাঈদ, ২০৪২)

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِي حَتّٰى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

খ. 'যখনই (সরাসরি) কেউ আমাকে সালাম দেয়, তখনই আল্লাহ তাআলা আমার রূহকে ফেরত দেন। আর তখন আমি তার সালামের জবাব দেই।' (আবু দাউদ : ২০৪১)

إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْأَرْضِ يَبْلُغُنِىْ عَنْ أُمَّتِىْ السَّلَامَ ـ

গ. 'আল্লাহ তাআলার এমন একদল ফেরেশতা রয়েছে, যারা পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করছে। যখনই আমার কোনো উম্মত আমাকে সালাম দেয়, ফেরেশতারা তখন তা আমার কাছে পৌছে দেয়।'
(নাসাঈ, ১২৮২)

অতএব, সালাম পৌছানোর জন্য কোনো ব্যক্তিকে না বলে আপনি আপনার নিজ দেশ ও প্রান্তে বসে যখন খুশি আমাদের প্রিয় নবীকে সালাম দিতে পারেন, যত বেশি পারেন দরূদ পড়তে পারেন। এজন্য আপনি পুরস্কার পাবেন।

প্রশ্ন: ২৩৯. মসজিদে কুবার পরিচয় ও এখানে আমরা কী ইবাদত করব?

উত্তর: হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌছে **কুলসুম ইবনে হাদমের** বাড়িতে গিয়ে উঠেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি নিজ হাতে মসজিদে কুবা নির্মাণ করেন। আর এটাই হলো মদীনায় ইসলামের প্রথম মসজিদ। এর প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى ـ

'এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার উপর।' (তাওবা : ১০৮)

এটি দেখতে যাওয়া মুস্তাহাব এবং এখানে আমাদের প্রধান কাজ হলো সালাত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ أَتٰى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلّٰى فِيْهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ ـ

'যে ব্যক্তি তার বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করল, অতঃপর মসজিদে কুবায় এসে সালাত আদায় করল, সে একটি উমরার সাওয়াব অর্জন করল।' (ইবনে মাজাহ: ১৪১২)

অর্থাৎ, ঘর থেকে ওযূ করে এসে উক্ত মসজিদে দুই রাক'আত নফল বা সুন্নাত যেকোনো সালাত আদায় করতে পারে। ইচ্ছা করলে এর চেয়ে বেশি সংখ্যক রাক'আতও পড়া যায়। তাহিয়্যাতুল ওযূ, তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা ফরয নামায পড়লেও হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ২৪০. মদীনায় অন্যান্য কি কি জায়গা দেখা যেতে পারে?

উত্তর: মসজিদে নববী ও মসজিদে কুবা ছাড়া সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আর কোনো মসজিদ সেখানে দেখার মতো নেই। তবে ঐতিহাসিক ইসলামী নিদর্শন হিসেবে মসজিদে কিবলাতাইন, সাব্আ মাসাজিদ অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধের স্থান, মসজিদে গামামা, মসজিদে জুমু'আ ও মাসজিদুল ফাত্হ এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাদশাহ ফাহ্দ কুরআন প্রিন্টিং প্রেস ও যাদুঘর দেখতে যেতে পারেন।

প্রশ্ন: ২৪১. মদীনা মুনাওয়ারায় সাধারণত: মানুষ কী কী ভুল করে থাকে?

উত্তর: কেউ কেউ এমন ভুল করে ফেলে, যার কোনোটি বিদ'আত, কোনোটি শির্ক। আর এগুলো হলো:

১. মদীনায় না গেলে হজ্জ বা উমরা কবুল হবে না ধারণা করা।
২. মসজিদে নববীতে নামায না পড়েই আগে রাসূলের কবর যিয়ারত করা।
৩. যিয়ারতের সময় নামাযের মতো বুকের উপর হাত বেঁধে দু'আ করা।
৪. কবরের দিকে মুখ করে দু'আ করা, শুদ্ধ হলো কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা।
৫. কবরের দিকে মুখ করে দু'আ করলে কবুল হবে বলে মনে করা।
৬. রাসূলের (স) কাছে শাফা'আত চাওয়া বা তার কাছে অন্য কিছু চাওয়া, এটা পরিস্কার শির্ক।
৭. রাসূল (স) আমাদের অবস্থা জানেন, এটা মনে করাও শির্ক।
৮. গ্রিলের ফাঁকা দিয়ে বরকত লাভের জন্য রাসূলের কবরের দিকে হাত ঢুকানো শির্ক।

৯. কবরের গ্রিল, কাঠ ইত্যাদি বরকত লাভের নিয়তে চুম্বন করা বা দু'আ।

১০. রাসূলের কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা।

১১. কবরের কাছে বসে কুরআন পাঠ বা যিক্‌র করা।

১২. প্রত্যেক নামাযের পর কবর যিয়ারত করতে যাওয়া।

১৩. মসজিদে নববীতে ঢুকেই কবর যিয়ারত করতে যাওয়া, তবে মাঝে মধ্যে যিয়ারত করতে নিষেধ নেই।

১৪. কবরের দিকে মুখ করে মসজিদে প্রবেশ ও পেছনের দিকে উল্টো হেঁটে বের হওয়া।

১৫. দূর থেকে কবরকে উদ্দেশ্য করে বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করা।

১৬. প্রথম কাতারগুলোতে নামায না পড়ে রওযাতে পড়াকে উত্তম মনে করা।

১৭. রওযাকে আল্লাহর আরশের চেয়েও উত্তম মনে করা।

১৮. উহুদের ময়দানে শহীদদের দিকে মুখ করে দু'আ করা এবং তাদের কাছে কোনো কিছু চাওয়া। এটাও শির্ক। কবরস্থ যে কারো কাছে কোনো কিছু চাইলে ঈমান ছুটে যায়।

১৯. প্রতিদিন বাকি' কবরস্থান যিয়ারত করা, অথচ এক সফরে এক-দু'বার করাই যথেষ্ট।

২০. মদীনার মাটি বয়ে নিয়ে বেড়ানো।

২১. ওহুদ পাহাড় ও অন্যান্য পাহাড়ের গুহায় কাপড়ের টুকরা বেঁধে দিয়ে আসা, এতে বরকতের আশা করা।

২২. বরকত ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কবরে টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা।

এসব কাজ মানুষ না জেনে না বুঝে বরং ইবাদতের উদ্দেশ্যেই করে থাকে। অথচ এগুলো করার পক্ষে কোনো হাদীস নেই। বরং নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অতএব, এ জাতীয় ভুল করা থেকে আমরা যেন সতর্ক থাকি।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

أَدْعِيَةٌ مَأْثُورَةٌ

কিছু গুরুত্বপূর্ণ দু'আ

কাবার দেশের সফরে, বিশেষ করে হজ্জ ও উমরার সফরে রয়েছে দু'আ কবুলের এক উত্তম সুযোগ। সে সুযোগ কাজে লাগাতে কুরআন ও হাদীস থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দু'আ এখানে তুলে ধরলাম। আরবীতে পড়ুন এবং তা না পারলে বাংলায়ই এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সুযোগ পেলেই এ দু'আগুলো করুন। শুরুতে 'আলহামদুলিল্লাহ' ও কমপক্ষে একবার দরূদ শরীফ পড়ে নিন।

কুরআন কারীম থেকে

১. গোনাহ মাফের দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর, আর আমাদের প্রতি রহম না কর তাহলে নিশ্চিতই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।' (সূরা আরাফ : ২৩)

২. দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ এবং দোযখ থেকে বাঁচার দু'আ

رَبَّنَآ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।' (সূরা বাকারা : ২০১)

৩. পিতামাতার জন্য রহমতের দু'আ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

'হে রব! আমার মাতাপিতাকে এমনভাবে রহম কর, যেমনভাবে তারা আমার শিশুকালে আমাকে আদর দিয়েছিল।'
(সূরা বনী ইসরাইল : ২৪)

৪. পিতামাতার গোনাহ্ মাফের দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ

'হে আমাদের রব! যেদিন চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং সকল ঈমানদারদেরকে তুমি ক্ষমা করে দিও।' (সূরা ইবরাহীম: ৪১)

৫. অন্যের যুলুম অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ লাভের দু'আ

رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

'হে রব! ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য কর।'
(সূরা আনকাবূত : ৩০)

৬. কাজ সহজ করে দেওয়ার দু'আ

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ـ وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ ـ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ـ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ـ

'হে আমার রব! আমার বক্ষকে তুমি প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও, আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা সহজেই বুঝতে পারে। (সূরা ত্বা-হা : ২৫-২৮)

৭. নেক স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা লাভের দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান কর, যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দাও।' (সূরা আল ফুরকান : ৭৪)

৮. নেক সন্তান লাভের দু'আ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

ক. 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে নেককার সন্তান-সন্ততি দান কর।' (সূরা সফফাত : ১০০)

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

খ. 'হে আমার পরওয়ারদেগার! তোমার কাছ থেকে আমাকে তুমি উত্তম সন্তান-সন্ততি দান কর। নিশ্চয়ই তুমিতো মানুষের ডাক শোনো। (সূরা আলে ইমরান : ৩৮)

৯. সন্তান নামাযী হওয়ার জন্য পিতামাতার দু'আ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

'হে আমার মালিক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার ছেলেমেয়েদেরকেও নামাযী বানিয়ে দাও। হে আমার মালিক! আমার দু'আ তুমি কবুল কর।' (সূরা ইবরাহীম : ৪০)

১০. নিঃসন্তান ব্যক্তির সন্তান লাভের দু'আ

رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ.

'হে রব! আমাকে তুমি (নিঃসন্তান অবস্থায়) একাকী করে রেখো না। তুমি তো সর্বোত্তম মালিকানার অধিকারী।' (সূরা আম্বিয়া : ৮৯)

১১. ইলম হাসিলের দু'আ: رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

'হে আমার রব! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।'
(সূরা ত্বা-হা : ১১৪)

হাদীস শরীফ থেকে

১২. শির্ক থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ .

'হে আল্লাহ! জেনে-বুঝে শির্ক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর যদি অজান্তে কোনো শির্ক করে থাকি, তাহলে তোমার নিকট ক্ষমা চাই।' (মুসনাদে আহমাদ ৪/৪০৩)

১৩. ইসলামকে সহীহভাবে বুঝার দু'আ

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْنِىْ فِى الدِّيْنِ .

'হে আল্লাহ! আমাকে দীনের পাণ্ডিত্য দান কর।'
(বুখারী ১৪৩, মুসলিম ২৪৭৭)

১৪. কুরআন শিক্ষা করা ও এর ফযীলত লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَجِلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ .

'হে আল্লাহ! কুরআনকে তুমি আমার হৃদয়ের বসন্তকাল বানিয়ে দাও, বানিয়ে দাও আমার অন্তরের নূর এবং কুরআনকে আমার দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দাও।'
(মুসনাদে আহমাদ ১/৩৯১, ৪৫২)

১৫. উত্তম ইবাদতের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

'হে আল্লাহ! তোমার যিকর করার, তোমার শোকর গোজারী করার এবং উত্তমভাবে তোমার ইবাদত করতে পারার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য কর।' (আবূ দাউদ : ১৩০১)

১৬. তাকওয়া অর্জনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا .

'হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে তাকওয়া দাও, আমার অন্তরকে পবিত্র কর, আত্মাকে তো শুধু তুমিই সর্বোত্তমভাবে পবিত্র করতে পার। আত্মার অভিভাবকও বন্ধু শুধু তুমিই।' (মুসলিম ২৭২২)

১৭. ইসলামের উপর অটল থাকার দু'আ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ .

'হে অন্তর পরিবর্তনকারী! তুমি আমার কলবকে দীন ইসলামের উপর অটল রাখ। (মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮২, তিরমিযী ৩৫২২)

১৮. সকল কাজের শেষ পরিণতি সুন্দর হওয়ার মিনতি

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ .

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকল কাজের পরিণতি সুন্দর ও উত্তম করে দাও এবং আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা, অপমান এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিও।' (মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮১)

১৯. রোগ মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ .

'হে আল্লাহ! তোমার কাছে আশ্রয় চাই বোবা হওয়া, কানে না শোনা, পাগলামি, শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ এবং অন্যান্য সকল কঠিন ও দুরারোগ্য রোগ থেকে। (ইবনে হিব্বান ১০২৩, নাসাঈ ৫৪৯৩)

২০. সুস্থ থাকার দু'আ

أَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

'হে আল্লাহ! আমার স্বাস্থ্যকে তুমি সুস্থ রাখ, আমার শ্রবণ শক্তি সুস্থ রেখো, আমার দৃষ্টি শক্তিও সুস্থ রেখো, তুমি ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই।' (আবূ দাউদ, ৫০৯০)

এ দু'আটি সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পড়া সুন্নাত।

২১. কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

'হে আল্লাহ! কুফরী, দারিদ্র্য ও কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।' (আবূ দাউদ : ৫০৯০)

এটি ৩ বার পড়া সুন্নাত।

২২. মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ.

'হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অসৎ চরিত্র, অপকর্ম, কু-প্রবৃত্তি ও রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় চাই।' (তিরমিযী, ৩৫৯১)

২৩. চরিত্রকে সুন্দর করার প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِىْ فَاَحْسِنْ خُلُقِىْ.

ক. 'হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতি ও অবয়বকে সুন্দর করেছ। অতএব আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।'
(জামেউস সগীর ১৩০৭, আহমদ ৬/৬৮)

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ وَاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا إِلَّا اَنْتَ، وَقِنِىْ سَيِّئَ الْاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْاَخْلَاقِ، لَا يَقِىْ سَيِّئَهَا إِلَّا اَنْتَ.

খ. 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সর্বোত্তম কাজ এবং সর্বোত্তম চরিত্র দান কর, সর্বোত্তম আমল ও চরিত্রের পথ তুমি ছাড়া কেউ দেখাতে পারে না। আর সকল প্রকার মন্দ কাজ ও চরিত্রহীন হওয়া থেকে তুমি আমাকে হেফাযতে রেখ, খারাবী থেকে তুমি ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারে না।' (নাসাঈ ৮৯৬)

২৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ফরিয়াদ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْاَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

ক. 'হে আল্লাহ! জান্নাত দিয়ে আমাদেরকে বিজয় দান করো এবং জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে নাজাত দিও।' (হাকেম, ১/৫২৫)

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَسْتَجِيْرُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

খ. 'হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই বেহেশত এবং আগুন থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই' (এ দু'আটি ৩ বার পড়া সুন্নাত)।
(তিরমিযী ২৫৭২, নাসাঈ ৫৫৩৬, ইবনে মাজাহ ৩৩৪০)

২৫. ক্ষমার জন্য কাকুতি

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ.

'হে আল্লাহ! তুমিতো ক্ষমার ভাণ্ডার, ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর। কাজেই আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।' (তিরমিযী, ৩৫১৩)

২৬. সব ধরনের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.

'হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখিরাতে তাৎক্ষণিক ও পরবর্তীতে পাওয়ার মতো আমার জানা অজানা সকল প্রকার কল্যাণ তোমার কাছে আছে তা আমাকে দাও। আর আমার জানা-অজানা দু'জাহানে তাড়াতাড়ি ও বিলম্বে আগমনকারী সকল অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।' (ইবনে মাজাহ, ৩৮৪৬)

২৭. প্রশস্ত বাসস্থানের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ.

'হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহ মাফ করে দাও, আমার বাসস্থানের সবকিছুতে প্রশস্ততা দান কর এবং যে রিযিক আমাকে দিয়েছ তাতে তুমি বরকত দাও।' (তিরমিযী, ৩৫০০)

২৮. আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ.

'হে আল্লাহ! তোমার নিকট অনুগ্রহ ও দয়া চাই। কারণ অনুগ্রহ ও দয়ার মালিক তুমি ছাড়া কেউ না।' (তাবরানী ১০৩৭৯, সিলসিলা সাহীহা ১৫৪৩)

২৯. হালাল রিযিকের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا .

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী ইল্‌ম, পবিত্র রিযিক এবং কবুল আমলের প্রার্থনা করছি।' (ইবনে মাজাহ, ৯২৫)

৩০. পর্যাপ্ত রহমত বরকত ও রিযিক লাভের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ .

'হে আমার মহান আল্লাহ! তোমার সীমাহীন বরকত, রহমত, করুণা ও রিযিকের ভাণ্ডার আমাদের জন্য খুলে দাও।' (আহমদ ৩/৪২৪)

৩১. দৃঢ়চিত্ত ঈমানের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ أَعْلٰى جَنَّةِ الْخُلْدِ .

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন দৃঢ় ঈমান চাই, যা ছুটে যাবে না; চাই এমন নিয়ামত যা ফুরিয়ে যাবে না এবং চিরস্থায়ী সুউচ্চ জান্নাতে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সান্নিধ্যে থাকার খোশ নসীব করে দিও। (ইবনে হিব্বান ৭০৬৭)

৩২. ঋণ ও দুশমনী থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ .

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঋণের বোঝা, শত্রুর বিজয় এবং দুশমনদের আনন্দ উল্লাস থেকে পানাহ চাই।' (নাসাঈ : ৫৪৭৫)

৩৩. অবারিত মঙ্গল হাসিলের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَأَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ ـ اٰمِيْنَ ـ

'হে আল্লাহ! আমি চাই কল্যাণ দিয়ে প্রারম্ভ, কল্যাণের মাধ্যমে সমাপনী। চাই পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ, চাই শুরুতে কল্যাণ, শেষে কল্যাণ, প্রকাশ্যে কল্যাণ, গোপনেও কল্যাণ। চাই জান্নাতে সর্বোচ্চ আসন। আমীন!' (হাকেম ১/৫২৩)

৩৪. ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ـ

'হে আল্লাহ! ঈমানের প্রতি আমাদের মহব্বত সৃষ্টি করে দাও এবং ঈমান দ্বারা আমাদের কলবগুলোকে সজ্জিত করে দাও। আর কুফরী, ফাসেকী ও পাপাচারের প্রতি আমাদের ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও এবং হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের সাথে আমাদের শামিল করে দাও।' (সূরা হুজুরাত ৭)

৩৫. ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণের দু'আ

اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ ـ

'হে আল্লাহ! ঈমানের সাথে আমাদের মউত নসীব করো, মুসলমান অবস্থায় বাঁচিয়ে রেখো, আর নেককার লোকদের সাহচর্যে রেখো এবং

বেইজ্জতি ও ফিত্‌নার মধ্যে আমাদেরকে ফেলে দিও না।
(আহমদ ৩/৪২৪)

৩৬. জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ. وَثَبِّتْنِىْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِىْ وَحَقِّقْ إِيْمَانِىْ وَارْفَعْ دَرَجَاتِىْ وَتَقَبَّلْ صَلَاتِىْ وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِىْ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ. اٰمِيْنَ.

'হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি উত্তম প্রার্থনা, উত্তম দু'আ, উত্তম সফলতা, উত্তম আমল, উত্তম সাওয়াব, উত্তম জীবন ও উত্তম মৃত্যু কামনা করছি। আমাকে তুমি অটল অবিচল রাখ। আমার আমলনামা ভারী করে দাও, আমার ঈমানকে সুদৃঢ় করো আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। আমার সালাত কবুল করো এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করো। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আমাকে অধিষ্ঠিত করো। আমীন।'
(হাকেম ১/৫২৩)

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى الْجَنَّةِ.

'হে আল্লাহ! উচু বেহেশতে তোমার কাছে জান্নাতুল ফেরদাউস চাই।'
(বুখারী ২৭৯০, মুসলিম ৭৪২৩)

৩৭. যুলুম নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকার ফরিয়াদ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

'হে আল্লাহ! আমি কাউকে যুলুম করি বা অন্য কেউ আমাকে যুলুম করুক– এ উভয় অবস্থা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।' (আবু দাউদ ১৫৪৪, নাসাঈ ৫৪৭৫)

৩৮. সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ.

'হে আল্লাহ! সমগ্র মুমিন-মুসলিম, নর-নারী জীবিত-মৃত সবাইকে তুমি মাফ করে দাও।'

৩৯. সমস্ত দু'আর সারগর্ভ দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ.

'হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মাদ (স) তোমার কাছে যেসব কল্যাণকর জিনিস চেয়েছিলেন সেগুলো আমাকেও তুমি দাও। আর তোমার নিকট ঐসব অমঙ্গল-অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যে অমঙ্গল থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ (স) আশ্রয় চেয়েছিলেন।' (তিরমিযী ৩৫২১)

৪০. ইবাদত কবুলের জন্য দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

'হে আমাদের রব! আমাদের (এ ইবাদত) তুমি কবুল করে নাও। তুমিতো সবকিছুই শোন ও জান।' (সূরা বাকারা : ১২৭)

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

হে আল্লাহ! প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত করো।

সমাপ্ত

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই

১. **সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)**
–অধ্যাপক গোলাম আযম

২. **কুরআনের পরিভাষা** –ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

৩. **কুরআন কারীমের মর্মার্থ ও শব্দার্থ** –অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

৪. **মহানবী (স)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য** –ড. কাজী দীন মুহম্মদ।

৫. **মহানবী (স)-এর উপদেশ** –ড. কাজী দীন মুহম্মদ।

৬. **নাস্তিকতা ও আস্তিকতা** –ড. কাজী দীন মুহম্মদ।

৭. **পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দাওয়াত**
–প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী।

৮. **মহানবী (স)-এর দাওয়াত: পর্যায়ক্রমিক কৌশল ও মাধ্যম**
–প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী।

৯. **সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড**
–মূল: ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা, অনু: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম।

১১. **সহজ তাওহীদ** –মূল: আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আল হুয়াইল, অনু: মাহমুদুল হাসান ও মাসউদুর রহমান নূর

১২. **আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবি**
–আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

১৩. **পরকাল ও তার প্রমাণ**
–মূল: সৈয়দ হামিদ আলী (ভারত), অনু: মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস।

১৪. **আদর্শ মুসলিম ও আদর্শ মুসলিম নারী (প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ রূপরেখা)**
–মূল: ড. মুহাম্মদ 'আলী আল হাশিমী, অনু: মাসউদুর রহমান নূর।

১৫. **মাসাইল সংকলন (কিতাবুত তাহারাত)** –মুহাম্মদ হিফযুর রহমান।

১৬. **আমার নামায আমার জীবন** –এইচএম আবদুচ ছালাম আজাদ।

১৭. **মাসাইলে সাহূ সিজদাহ** –অনু: মুফতী মুহাম্মাদ ওমর ফারুক।

১৮. **ইসলামে হজ্জ ও ওমরা** –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ।

১৯ **ইবাদাতের নামে প্রচলিত কতিপয় বিদ'আত**– হাফেয মাহমুদুল হাসান।

২০. **জীবনে যা দেখলাম (৯ম খণ্ডে সমাপ্ত)** –অধ্যাপক গোলাম আযম।

২১. **বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস (১৯৭৮-২০০৫)**
–অধ্যাপক গোলাম আযম।

২২. আমার কাল আমার চিন্তা –শাহ আবদুল হান্নান।
২৩. দেশ সমাজ রাজনীতি –শাহ আবদুল হান্নান।
২৩. বুদ্ধির ফসল: আত্মার আশিস –অধ্যাপক শাহেদ আলী।
২৪. বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী এবং তুরস্ক –মুহাম্মদ কামারুজ্জামান।
২৫. আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী –ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ।
২৬. মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান –ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ।
২৭. নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা –ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ।
২৮. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা –মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।
২৯. ইসলামী ব্যাংকিং –মূল: ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী (মিসর)।
৩০. ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন, প্রয়োগ পদ্ধতি –মুহাম্মদ মাহ্‌ফুজুর রহমান ও বি এম হাবিবুর রহমান।
৩১. মানুষের শেষ ঠিকানা –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ।
৩২. মুসলিম যুবসমাজের ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ।
৩৩. ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর ফযীলত ও কৃপণতার পরিণাম –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ।
৩৪. যুগে যুগে ঈমানের পরীক্ষা, যালিমের পরিণতি ও আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ।
৩৫. ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা, কোম্পানি ব্যস্থাপনা ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের ভিশন –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ।
৩৬. আধুনিক চিন্তাধারা বনাম ধর্ম –মূল: ড. অহীদুদ্দীন খান (ভারত)
৩৭. মহিলা মাসাইল –মূল: সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি অনুবাদ: মাসউদুর রহমান নূর
৩৮. ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ –ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান।
৩৯. ইবনে বতুতার সফরনামা –অনু: মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস।
৪০. কথোপকথন : আল মাহমুদ –ওমর বিশ্বাস সম্পাদিত।
৪১. বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি –ড. শেখ মোঃ ইউসুফ।
৪২. প্রশ্নোত্তরে রমযান ও ঈদ –অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম।
৪৩. ইসলামে টট্ আইন –ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মজুমদার।
৪৪. উমরা কিভাবে করবেন – অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।
৪৫ হিসনুল মুসলিম –অনুবাদ ও সম্পাদনায় ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া।